যোগোপনিষৎ।

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ এবং যৌগিক অর্থ সম্বলিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গুরুগীতা, ঈশোপনিষৎ
প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ব্যাখ্যাতা—
শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
লিখিত।
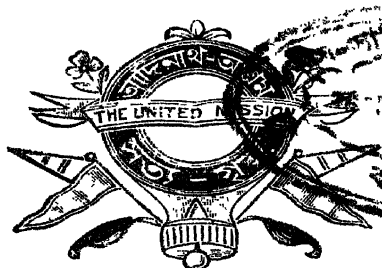
কলিকাতা,
আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত।
১৩৩৬ সাল।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
কলিকাতা।
৫।১ কাশিবোস লেন, আদিনাথ-আশ্রম;
৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরী;
১৯৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মনোমোহন লাইব্রেরী;
১৫নং ক[illegible]স্কোয়ার, কমলা বুক্ডিপো।

আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকের তালিকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—মূল, অন্বয়, সাধারণ ও যৌগিক অর্থ সম্বলিত। মূল্য—২৲

অনাথচরিত—ধর্ম্মমার্গে প্রবৃত্তির উপায়স্বরূপ অনাথের জীবনীপাঠে বুঝা যায়। মূল্য—১৶৹

কালমাহাত্ম্য—মূল্য—॥৹

ঈশোপনিষদ্—মূল, অন্বয় ও যৌগিক ব্যাখ্যা সম্বলিত। মূল্য—৶৹

সভ্যতা—মূল্য—⁄৹

কবির (দোহাবলী)—মূল ও যৌগিক অর্থ সহ—মূল্য—।৹

কবির কীর্ত্তি—মূল্য—।৹

Gospel of St. John—Price (cloth) Rs. 1-12, (paper) Rs 1-8.

Pharmacopoea of Life—Price (cloth) Rs 1-8, (paper) Rs 1-4.

Science of Living—Price (cloth) Re 1/-, (paper) As. 12.

Journey of life—Price (cloth) As. 10, (paper) As. 12.

Peace—Price (cloth) As. 8, (paper) As 4.

সমস্ত পুস্তক সর্ব্বসাধারণের দ্বারা অনুমোদিত ও প্রশংসিত হইয়াছে।

আদিনাথ-আশ্রম ঔষধালয়।

এখান হইতে সর্ব্বপ্রকার রোগের ব্যবস্থা বিনামূল্যে দেওয়া হয়, এবং আবশ্যক হইলে অল্প মূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়।

ভূমিকা

প্রকৃতি পুরুষবীজ নিজ গর্ভে ধারণ করিয়া প্রাণযুক্ত হয় এবং প্রাণযুক্ত হইয়া সে চৈতন্যসম্পন্না হয়, নচেৎ প্রাণাভাবে সে মূক বলিয়া পরিচিতা হয়। প্রাণ আছে বলিয়াই দেহধারী জীবের জীবাখ্যা হইয়াছে এবং দেহ হইতে প্রাণচ্যুতি হইলেই, জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যায় এবং প্রাণাভাবে দেহ মৃতদেহ বলিয়া পরিগণিত হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, প্রকৃতি-দেহকে প্রাণই রক্ষা করিতেছে—এই দেহরক্ষী প্রাণের নাম হইল মন। মন পুরুষের অঙ্গসম্ভূত হইলেও সে এক্ষণে প্রকৃতিবশে, প্রকৃতি তাহাকে আবরিত করিয়া তাহাকে নিজবশে কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়াছে, এবং মন এইরূপ বদ্ধাবস্থায় থাকিলেও, প্রকৃতি নিজ দেহকে চক্ষুকর্ণাদিরূপ দ্বার সংযুক্ত করিয়া মনের বহির্গমনের সুযোগ করিয়া দিয়াছে, পরন্তু মনের এতাদৃশ গতিতে প্রকৃতি মনকে একাকী ছাড়িয়া দেয় না, সে মনের চতুষ্পার্শ্বে সংস্কাররূপ বেষ্টন করিয়া থাকে, সুতরাং মনের কার্য্য প্রকৃতিসংস্কার বশে হয়। মন আপন সম্বন্ধ ভুলিয়াছে এবং প্রকৃতিসম্বন্ধই নিজস্ব বলিয়া ভাবিতেছে ; পরন্তু ভুলিল কেন ? আত্ম-সম্বন্ধ তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছে বলিয়া সে ভুলিয়াছে, যে দিকেই সে চায় সেই দিকেই সে প্রকৃতিসমাচ্ছাদিত জাল ছাড়া অপর কিছু দেখিতে পায় না বলিয়া প্রকৃতিই তাহার সর্ব্বস্ব, ইহাই সে বুঝিতেছে। (কবির ২য় অঃ ১০ম শ্লোক দেখ)। এই ভাবে প্রকৃতি-অধিকার-মধ্যে থাকিয়া মন প্রকৃতি-দেহ অবলম্বন করিয়া জীবাখ্যা ধারণ করিয়াছে, এবং দেহেরও মনের সহিত এমতভাবে সংমিশ্রণ হইয়াছে যে উভয়ের আর ভিন্নভাব নাই, এবং জীব বলিতে গেলে এক অভিন্ন বস্তু জীবকে বুঝায়, এবং এস্থলে প্রকৃতি প্রধানা বলিয়া জীবদেহই জীবের পরিচয় দিয়া থাকে। এইভাবে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে জীবসত্তা গঠিত হইল, পুরুষ প্রকৃতি-সংযোগে সংসারী হইল, এক্ষণে পরস্পরের ভদ্রাভদ্রে পরস্পরে সুখী বা দুঃখী হইতেছে,—মন প্রফুল্ল ত দেহও প্রফুল্ল অথবা দেহের অসুস্থতাতে মনও বিষন্ন হইতেছে। এতাদৃশ সংসার-আশ্রমে

পুরুষ মনোরূপে প্রকৃতিরূপিণী ভার্য্যা সহ রমণ করিতেছে, প্রকৃতিও মনঃসংযোগে চৈতন্যবিশিষ্ট হইয়া রমণের সুখ-ফল অনুভব করিতেছে।

প্রকৃতিরূপা রমণীর কোন রূপ না থাকিলেও, সে রূপবতী বলিয়া জীবের নিকট প্রতীয়মানা হইতেছে, প্রকৃতির উৎপত্তি হইতেছে পুরুষ হইতে, এক্ষণে পুরুষকে নিজ অধিকার মধ্যে আনিয়া সে পুরুষের উৎপত্তির কারণ হইতে চায়; সুতরাং সে কি করিল? সে নিজ দেহকে পুরুষ ও স্ত্রীভাবে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ জগতে পুরুষরূপে পরিচিত হইল, এবং অপর ভাগ স্ত্রী-রূপে বর্ত্তমান রহিল। এই ভাবে বহির্লিঙ্গভেদে স্ত্রী পুরুষের পরিচয় জগতে দৃষ্টিগোচর হয়—উভয়েরই অন্তর মধ্যে পুরুষ লুকায়িত আছে, এবং বাহ্যভাবে স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্নভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পরন্তু এ ভাবের লুকাচুরির প্রয়োজন কি?—প্রকৃতি জানে যে ব্রহ্মরূপ পুরুষ-সমীপে তাহার ভৌতিক সত্তা থাকিবে না, সে কারণ ব্রহ্মকে অন্তরালে রাখিয়া ভৌতিক সৃষ্টির রক্ষার জন্য তাহার চেষ্টা হইয়া থাকে। এক্ষণে সে নিজেই পুরুষ এবং নিজেই স্ত্রী সাজিয়াছে, এবং অবলম্বিত বাহ্যদেহ সাহায্যে সে কখন রমণীরূপে আবির্ভূত হইতেছে, আবির্ভূত হইয়া সে স্বকল্পিত পুরুষের সহিত রতিক্রিয়ায় নিযুক্ত হইতেছে; রতিক্রিয়ান্তে সে পুরুষকে নিজ গর্ভস্থ করিতেছে—এই ভাবে প্রকৃতি কখন রমণী কখন জননী ভাবে জগতে অভিনয় করিতেছে; এবং এইরূপ স্ত্রী পুরুষের সংযোগে পুত্রোৎপাদন করিয়া বংশবৃদ্ধি করিতেছে; চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম উপলক্ষ মাত্র, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সে নিজেই সমস্ত কার্য্য করিতেছে।

এতাদৃশ ভ্রান্তজীবের প্রকৃতি-কবল হইতে উদ্ধারের উপায় কি? এক্ষণে সে জন্ম-মৃত্যুর নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াছে, কখন জন্মদাতা হইয়া পিতারূপে অবস্থান করিতেছে, কখনও বা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জরাব্যাধি আদি বহুরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে। পরন্তু মায়ারূপা প্রকৃতির অনন্ত শক্তি, সে জীবকে বুঝাইতেছে, "জীব! ইহাই তোমার নিত্যসংসার, তুমি একাকী ছিলে, স্ত্রী সংযোগে দুই হইলে, এবং পুত্রোৎপাদনে এবং পুত্রের পুত্র

সংযোগে তুমি বৃহৎ সংসারের অধিপতি হইলে, এ সংসারের নিত্যভাবে স্থিতি আছে জানিও, এ সংসারের মৃত্যুর দ্বারা ক্ষয় আছে সত্য, কিন্তু ইহার উপচয়ও আছে, তাহা নব নব সন্ততি উৎপন্ন হওয়ায় সাধিত হয়। এখানে ভালবাসারূপ গ্রন্থির দ্বারা তোমার দৃঢ়ভাবে স্থিতি আছে, এবং মৃত্যু হইলেও তুমি পুনর্জন্মের দ্বারা এই সংসারে বংশাবলিক্রমে উপভোগ করিতে থাকিবে। সংসারে কষ্ট আছে সত্য, পরন্তু কষ্টের পরবর্ত্তিনী সুখ-আশা তোমাকে সদা রক্ষা করিয়া চলিবে, সুতরাং ইহাকেই সুখের আশ্রয় জানিয়া এই সংসার-সেবায় নিযুক্ত থাক।" প্রকৃতি এক্ষণে প্রবলা বলিয়া নিজ পতিকে জীব-দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে সক্ষম হইয়াছে. জীব বুঝিল যে, প্রকৃতি যাহা বলিতেছে তাহাই সত্য এবং অদৃশ্য অপর বস্তু—ব্রহ্ম-মিথ্যা।

জীব স্ত্রী অবলম্বনে ছিল, পরন্তু তাহার মৃত্যুভয়ও ছিল. পাছে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাহার নিজসত্তা লুপ্ত হয় ইহাই তাহার ভয়, এক্ষণে পুত্রপ্রাপ্তিতে সে আশ্বস্ত হইল. সে বুঝিতেছে যে পুত্র তাহার আত্মজ, সুতরাং নিজ দেহের অবসানে পুত্রদেহ বর্ত্তমান থাকিবে, সে কারণ প্রকৃতপ্রস্তাবে দেহের নাশ হইল না, পুত্রের আবির্ভাবে পিতার দেহান্তরগতি হইয়া জীবসত্তা রক্ষিত হইল। জীব আত্মহারা হইয়াছে, তাই এই মিথ্যাজ্ঞান, তাহার আত্মাকে প্রকৃতি লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাই দেহকে সম্মুখে দেখিতেছে বলিয়া ইহাকেই সে আত্মজ্ঞানে দেখিতেছে, জীব দেহাত্মবাদী হইয়াছে, তাই দেহেতে তাহার পরিণতি হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ পুত্রের দ্বারা সাধিত হয় ইহাও মিথ্যাজ্ঞান, সুতরাং দেহজাত পুত্রকে অজ্ঞানরূপ পুত্র বলা হয়। এ পুত্র প্রকৃতিকবল হইতে জীবের উদ্ধার সাধন করিবে না, পরন্তু জীবকে অধঃপতিত করাইয়া পাতালে তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করাইবে।

অতএব এই প্রকৃতি-অধিকৃত জগৎ-সংসার হইতে জীব কি করিয়া উদ্ধার পায় তাহারই বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে। জীব প্রকৃতিকে পুরুষ ভাবিয়া তাহারই সংসর্গে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞানরূপ পুত্র উৎপন্ন করিয়াছে; এক্ষণে তাহাকে ব্রহ্মরূপ পুরুষের সংসর্গে থাকিয়া জ্ঞানরূপ পুত্রের উৎপত্তি করিতে হইবে। সেই পুত্রই জীবকে নিম্ন জগতে

স্থিত পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মপদে লইয়া গিয়া তাহার শ্রেয়ঃসাধন করিবে।

জানিবার বিষয় হইতেছে এই গুণযুক্ত জগৎ, ব্রহ্ম জানিবার বস্তু নহেন, পরন্তু জগৎ সম্বন্ধে জানা শেষ হইলে, ব্রহ্মে গতি হইয়া জীব ব্রহ্ম হইয়া যায় (গীতা ১৪শ অ, ২৬ শ্লোক দেখ)। জীব জগতে আবদ্ধ আছে, যে পর্য্যন্ত না জগতের অসারত্ব তাহার নিকট প্রতিপাদিত হইতেছে, সে পর্য্যন্ত সে জগতের সহিত আবদ্ধভাবে আছে। সেই অসারত্ব প্রতিপাদনের জন্য হইতেছে সাধন-ক্রিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মাবলম্বনে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের চেষ্টা। সেই ব্রহ্মের অবস্থিতি হইতেছে জগতের বহির্দ্দেশে, এবং বহির্দ্দেশে থাকিলেই জগৎকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া জগতের যথাযথ নির্ণয় হইবে, নচেৎ জগতের অন্তরঙ্গভাবে থাকিয়া মোহজনিত জ্ঞানলাভে জগতের প্রকৃত জ্ঞান হইবে না। সে কারণ ব্রহ্ম-সঙ্গে থাকিয়া জগতের জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রে ব্যবস্থা হইয়াছে। পরন্তু ব্রহ্ম ত জীব দৃষ্টির অগোচর, সুতরাং তাঁহার দর্শন হয় কি করিয়া? সে দর্শন ব্রহ্মভাবাপন্ন সদ্‌গুরু করাইয়া দেন এবং তাঁহারই উপদেশানুসারে জীব ব্রহ্মপথে গতির জন্য নিয়োজিত হয়। জীব কি করিতেছে?—এ দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া কথিত হয়, উহার মধ্যস্থলে সূর্য্য এবং সেই সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া গ্রহগণের গতি হইতেছে; জীবও সেই আবর্ত্ত অনুগমনে নিযুক্ত আছে, বায়ু সেই কার্য্যে সাহায্য করিতেছে, এবং সূর্য্যস্বরূপ ব্রহ্মে গতি হইবার জন্য জীব সূর্য্যধ্যানে নিরত আছে। এই আবর্ত্ত দ্বাদশভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে রাশি কহে, এক এক রাশি অতিক্রম করিতে এক এক মাস লাগিয়া থাকে, সুতরাং সূর্য্যাবর্ত্ত পরিভ্রমণে সাধকের এক বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। এইরূপ জানিবার বিষয় যে জগৎ, তাহার ব্যাস অর্থাৎ পরিমাণ করিবার জন্য সাধক নিযুক্ত আছে বলিয়া তাহার নাম হইল বেদব্যাস। জীব দেহরূপ জগতের অধিবাসী, প্রকৃতির বাহ্য রূপে মুগ্ধ হইয়া, সে প্রকৃতিরূপকে স্বামিরূপে বরণ করিয়াছে; জীব স্ত্রী, এবং প্রকৃতি তাহার স্বামী, এইরূপ স্ত্রীপুরুষের জড় সঙ্গমে জীব গর্ভবতী হইল। এই গর্ভের সঞ্চার নিম্ন জগতে হয়, শুক্রপাতে এবং সুখবোধে এই গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহার ফলে

স্বামিরূপ প্রকৃতিদেহে জীবের গতি হইয়া জীব জড়ভাব লাভ করে, এবং গর্ব্বমধ্যে জড়াকারে ভ্রূণের উৎপত্তি হয়, ইহাই পরে অজ্ঞানরূপ পুত্র বলিয়া পরিচিত হয়। সাধকের পক্ষে প্রকৃতির সহিত সঙ্গম সদ্‌গুরু অন্যভাবে নির্দ্দেশ করিতেছেন, জীবের এখানে পতি হইতেছেন সূর্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহার প্রতি ধ্যাননিরত থাকিয়া সাধক সঙ্গম কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, সঙ্গম অগ্নিসন্দীপক যজ্ঞীয় অরণীকাষ্ঠে কাষ্ঠের সংঘর্ষণে হইতে লাগিল। সুষুম্না পথে বায়ু সংযোগে এই সঙ্গম-হইতে লাগিল, ইহারাই কাষ্ঠস্বরূপ। সেই সঙ্গম হেতু বীর্য্যস্খলন হইতে লাগিল, পরন্তু এ বীর্য্য কি? ইহা মনের চতুষ্পার্শ্ববেষ্টিত সংস্কাররূপ মল। সঙ্গমকার্য্যের দ্বারা মন কূটস্থপদে আসিয়া, একবার জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, আবার কূটস্থ পদের নির্ম্মল জ্যোতি প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহার ফলে সাধক অপার আনন্দ অনুভব করিতেছে, এবং জগতের রূপ তুচ্ছবোধে উহা পরিত্যক্ত হইতেছে, সুতরাং মলস্বরূপ (দেহসংস্কাররূপ মল) বীর্য্যস্খলন হইতেছে। ক্রমশঃ মলশূন্য হইয়া মন বিশুদ্ধভাব ধারণ করিল এবং সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে (পিতৃপদে) গতি হইয়া উক্ত মণ্ডলাকার গর্ভাশয়ে স্থিতিসম্পন্ন হইয়া রহিল। গর্ভস্থ শিশুর নাম শুক, (শুভ্‌ অর্থে দীপ্তি পাওয়া) দীপ্তিমান বলিয়া ইহার নাম শুক। সূর্য্যাবর্ত্তের দ্বাদশ বার পরিভ্রমণে ইহার প্রকাশ (পিতৃপদে) কূটস্থ-ব্রহ্ম-পদে দৃষ্টিগোচর হয় (অর্থাৎ দ্বাদশটি উত্তম প্রাণায়ামে প্রত্যাহার হয়, এবং প্রত্যাহারের অবস্থা হইলে সাধক কূটস্থপদে স্থিতিলাভ করিয়া উর্দ্ধস্থিত অক্ষরব্রহ্মপদ (মুক্তিপদ) এবং নিম্ন জগৎ, এই উভ পদের মধ্যে থাকিয়া বিচারে সমর্থ হয়)। এই শুকই সাধকের জ্ঞানরূপ পুত্র, নিম্নজগৎ অধিকারী পিতাকে (বিষয়কলুষিত মনকে) ইনিই নিম্ন জগৎ হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মপদে লইয়া গিয়া পিতার পরম শ্রেয়ঃ বিধান করিয়া থাকেন।

এই কূটস্থপদ স্বর্গধাম বলিয়া কথিত হয়, এখানে প্রাণায়ামাদি পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধকের গতি হয়, এস্থান অতি মনোহর বলিয়া কথিত হয়, নিম্ন জগতের মনোহর ছবি সকলের প্রতিমূর্ত্তি এখানে প্রতিফলিত হয় বলিয়া এস্থান মনোহর হইয়াছে, সুতরাং এখান হইতেও পতনের আশঙ্কা আছে (গীতা ৯ম অঃ ২০, ২১ শ্লোক

দেখ)। 'স্বর্গেঽপি দুঃখসম্ভোগঃ পরস্ত্রীদর্শনাদিষু'—সুতরাং এখান হইতেও জগতের বাধা ও বিঘ্নাদি অতিক্রম করিতে সাধকের কর্ম্ম আছে, উহা কর্ম্মশূন্য কর্ম্ম যাহা বিচারের দ্বারা কর্ম্মের অসারতা প্রতিপাদনের দ্বারা নিরূপিত হয়। সে কারণ রম্ভার সহিত বহুবিচারের কথা পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই কূটস্থব্রহ্ম দ্বিবাহু বলিয়া কথিত হয়েন, এক বাহু অবলম্বনে মনের নিম্নজগতে গতি হইয়া উহা জগতের জ্ঞানবিষয়ে অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছে, এবং অপর বাহুতেও লক্ষ্য পড়িতেছে, পরন্তু কোথায় গিয়া এই বাহুর পরিসমাপ্তি হইয়াছে তাহা মন বুঝিতেছে না। উহাতে সসীম জগতের কোন সাদৃশ্য নাই, উহা অনন্তে গিয়া মিশিয়াছে। সাধক বুঝিতেছে যে, কূটস্থপদে আসিয়াও সে সসীমপদে বদ্ধ আছে, সুতরাং এখানে থাকিয়াও সে বন্ধযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; জগতের বহু নরকে বাস করিয়া সে যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তদপেক্ষা এযন্ত্রণা লক্ষগুণ অধিক বলিয়া অনুমিত হইল, কারণ নরকে থাকিয়া সে নরকের কীট হইয়া যন্ত্রণা তাহার সংস্কারগত হইয়া উহা তাহার তত অধিক কষ্টদায়ক হয় নাই, পরন্তু সংস্কারশূন্য হইয়া সে যন্ত্রণার আধিক্য বহু পরিমাণে অনুভব করিতেছে (৩য় শ্লোক দেখ); সুতরাং এক্ষণে অনন্তে মিশিবার জন্য সে উদগ্রীব হইয়া আছে। সুতরাং বুঝা গেল যে কূটস্থপদে আসিয়া মন দ্বিভাগে বিভক্ত হইল—একভাগ নিম্নদেশে প্রোথিত রহিয়াছে এবং অপর ভাগ ঊর্দ্ধদেশে লক্ষ্য করিতেছে। এই দ্বিখণ্ডীকৃত মনের এক খণ্ড হইতেছেন পিতাস্বরূপ বেদব্যাস, এবং অপর খণ্ডের নাম পুত্ররূপী শুকদেব। পুত্রই পিতার উদ্ধার-সাধন করিবে (পুত্রপিণ্ডঃ প্রয়োজনম্), সুতরাং এতাদৃশ পুত্র শুকদেব পিতাকে প্রবোধ-বাক্য দ্বারা বুঝাইয়া, পিতাকে নিজ অঙ্গে মিশাইয়া এক হইলেন, পরে শুক পক্ষী (শুক্—গমন করা) হৃদয়াকাশ ছাড়িয়া মহাকাশে ব্রহ্মালয়ে গিয়া অন্তর্ধান হইলেন (১২৪ শ্লোকে এবং এখান হইতে প্রকাশিত কালমাহাত্ম্য ৩য় পরিচ্ছেদ দেখুন)। জগতে অবস্থানের জন্য তিনটি আশ্রয়স্থল আছে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল (২২ শ্লোক দেখ), ইহাদের প্রত্যেকটিকে গর্ভাবাস বলে। শুকের স্বর্গগর্ভে

গতি হইয়া পরে গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া স্বপদে অনন্তধামে স্থিতির জন্য চেষ্টা হইতেছে—ইহাই পুস্তকের উল্লিখিত বিষয়।

জগতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামে দুইটী পন্থা আছে, একটী পন্থা অনুসরণে জীব ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মে গতি হইয়া জগতের বন্ধন হইতে উদ্ধার পায়, এবং অপর পন্থা অবলম্বনে তদ্রূপ বন্ধন দৃঢ়ীভূত হইয়া জীবের মৃত্যুবশে গতি হইয়া দেহেতেই পরিণতি হয়। অধর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, কারণ অধর্ম্মের বিষয়সমূহ আমাদের প্রত্যক্ষীভূত আছে; পরন্তু ধর্ম্মের বিষয় (ব্রহ্মের স্বরূপ) আমাদের প্রত্যক্ষীভূত নহে বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ধর্ম্মপন্থায় গতির জন্য বহুপ্রকারে এবং বহু ভাষায় উপদেশ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল উপদেশ জীবের অবগতির জন্য উপমেয় বস্তু নির্দ্দেশের জন্য উপমানস্বরূপ মাত্র। পরন্তু উপমান কখন উপমেয়ের স্বরূপ হইতে পারে না; উহা উপমেয়ে গতিসূচক নির্দ্দেশ মাত্র। ভাষা-জ্ঞানে পণ্ডিত বলিয়া আমরা পণ্ডিতাভিমানী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা পণ্ডিত নহি, আমরা অবিপশ্চিৎ (গীতা ২য় অঃ, ৪২,৪৩, ৪৪ শ্লোক দেখুন) এবং বাহ্যভাবে উপলব্ধ ভাষাজ্ঞানকে সারজ্ঞান ভাবিয়া, প্রকৃত সারকে বর্জ্জন করিয়া অসার তক্রপানে রত হইয়া থাকি (সারন্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ)। সে কারণ আমরা কথার সারাংশকে অগ্রাহ্য করিয়া উহা রূপকথা ভাবিয়া থাকি, আমরা কেবল কথা লইয়া বিব্রত থাকি এবং ইহাতেই আমাদের ধর্ম্মপথে গতি হইতেছে বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকি, সুতরাং মন্ত্রের আবৃত্তিকেই ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া থাকি। এতাদৃশ আবৃত্তি-কার্য্যের জন্য আমরা অধিকার ভেদের ব্যবস্থা করিয়া থাকি, তদ্রূপ অধিকারী-নির্ণয় বংশভেদে হয়, যথা ব্রাহ্মণবংশজাত হইলেই ওঁকার উচ্চারণ অথবা বেদপাঠে অধিকারী হয়, পরন্তু শাস্ত্র অন্য কথা বলে, শাস্ত্র বলিতেছে যে বংশভেদে জাতির নির্ণয় হয় না, উহা গুণ ভেদে হয় (গীতা ৪র্থ অঃ, ১৩ শ্লোক দেখ)। মনুও বলিতেছেন,—জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।

আমরা বাহ্যপূজার বিরোধী নহি, ধর্ম্মোদ্দেশে জগতে প্রচলিত বহু প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও আমরা বিরোধী নহি; আমরা বুঝি যে ইহা সমস্তই ধর্ম্মমার্গে গতির জন্য সোপানস্বরূপ প্রবৃত্তি-উৎপাদক পন্থা,

সুতরাং উহা আমরা অনুমোদনই করিয়া থাকি। পরন্তু যাঁহারা ইহাই ধর্ম্মপন্থা এবং ইহাই একমাত্র ভগবল্লাভের উপায় বলিয়া প্রচার করেন, যাঁহারা ধর্ম্মপন্থার অনধিকারী হইয়াও অধিকারী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; এবং অর্থগ্রাহী না হইয়া শাস্ত্রের বহু কথা মুখে মাত্র উচ্চারণ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, এইরূপ বাক্য-উচ্চারণই ধর্ম্মচর্চ্চার সার মর্ম্ম এবং উহার অন্য পন্থা নাই (গীতা ২য় অঃ, ৪২,৪৩,৪৪ শ্লোক দেখুন); যাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্ম কথা বুঝাইবার জন্য উপমাছলে প্রযুক্ত শাস্ত্রবাক্য উহাই সারবাক্য বলিয়া প্রকাশ করেন, এবং উহার গূঢ়ার্থ কিছু নাই বলিয়া গূঢ়ার্থ কাল্পনিক বলিয়া উহার প্রত্যাখ্যান করিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া থাকেন; এবং যাঁহারা ধর্ম্মের বহু পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্মবিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া থাকেন; তাঁহাদের অধিকার হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য গুরু আদেশে আমাদের চেষ্টা হইতেছে। ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্য ভালই, পরন্তু ধর্ম্মাধিকারী হইয়া প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলে, উহা নিজের এবং জনসাধারণের শুভফলদায়ক হয়, নচেৎ বিদ্যাভিমানী হইয়া শাস্ত্রমতের দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া নিজমতের সমর্থন ও প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রমত সব একই—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, সকল শাস্ত্রের একই মত, যিনি ধর্ম্মমার্গে আছেন, তিনিই উহা বুঝিয়া থাকেন; এবং যিনি ইন্দ্রিয়পথে আছেন, তিনি শাস্ত্রমধ্যে বিভিন্ন মত দেখিয়া থাকেন, এবং অধর্ম্মরূপ নিজ ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন।

পুস্তকের মূল শ্লোক বহু স্থলে জটিল অর্থ সংযুক্ত থাকা হেতু, উহা আমরা অন্বয় সংযুক্ত করিলাম। ইতি—

বৈশাখ
১৩৩৬ সাল

প্রকাশক—
শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগোপনিষৎ।

ভদ্রাশ্রমপদে রম্যে সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতে।
ত্রৈলোক্যবিশ্রুতে দেশে নানাদ্রুমসমাকুলে।
নানাগুল্মসমাকীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে।
সরোভির্বিবিধাকারৈস্তোয়পূর্ণৈর্ম্মনোহরৈঃ।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈশ্চক্রবাকোপসেবিতৈঃ।
পক্ষিভির্বিবিধাকারৈর্নিনাদৈর্ম্মধুরস্বনৈঃ।
কহ্লারৈঃ শতপত্রৈশ্চ পদ্মৈশ্চ মধুরাকুলৈঃ।
সেব্যতে মুনিভির্নিত্যং ব্রাহ্মণৈশ্চ তপোধনৈঃ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তত্র সন্তিষ্ঠেৎ স মহামুনিঃ।
পরাশরসুতো ব্যাসো মহাভারতচন্দ্রমাঃ॥ ১॥

অথ স্বর্গলোকং বর্ণয়তি।

(যৎ আশ্রমপদং) তপোধনৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ মুনিভিশ্চ নিত্যং সেব্যতে, হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ চক্রবাকোপসেবিতৈঃ মনোহরৈঃ তোয়পূর্ণৈঃ মধুরাকুলৈঃ (মধুপূর্ণৈঃ অনিলান্দোলিতৈশ্চ) কহ্লারৈঃ শতপত্রৈঃ পদ্মৈশ্চ (যুক্তৈঃ) বিবিধাকারৈঃ সরোভিঃ (যুক্তে) (তথা চ) মধুরস্বনৈঃ বিবিধাকারৈঃ পক্ষিভিঃ (যুক্তে) [তথা চ তেষাম্] নিনাদৈঃ [পরিপূরিতে] নানাদ্রুমসমাকুলে ত্রৈলোক্যবিশ্রুতে দেশে সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতে রম্যে (তস্মিন্) ভদ্রাশ্রমপদে স মহাভারতচন্দ্রমা পরাশরসুতঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ ব্যাসঃ সন্তিষ্ঠেৎ (সন্তিষ্ঠতে, প্রতিবসতি ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

পরাশরসুত মহাভারতচন্দ্রমা মহামুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কল্যাণময় নিজ আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন। সে আশ্রম অতি মনোহর; সিদ্ধ ও

গন্ধর্ব্বগণ সেবিত ; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন লোক মধ্যে সকল স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান ; উহা বহুবিধ বৃক্ষ, গুল্মাদি দ্বারা সমাকীর্ণ ; বহুবিধ কুসুমরাজি দ্বারা পরিশোভিত ; বিবিধাকার তোয়পূর্ণ মনোহর সরোবরের দ্বারা শোভিত ; যথায় হংস ও কারণ্ডবাদি বিহগকুল বিচরণ করিতেছে ; যথায় বিবিধাকার পক্ষিগণ মধুরস্বরে গান করিতেছে ; যথায় কহ্লার, শতপত্র, ও মধুপূর্ণ পদ্মসমূহ শোভা পাইতেছে ; যে আশ্রমে তপস্বিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও মুনিগণ নিত্যভাবে সেবাকার্য্যে রত আছেন (অর্থাৎ যাঁহাদের আশ্রম ছাড়িয়া অন্যত্র বসবাস নাই) ॥ ১ ॥

ইহাই স্বর্গলোকের বর্ণনা হইতেছে, যে ব্যক্তি স্বর্গধামে আছে, সেই ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে এবং অপরে নহে। এখানে আসিয়া সাধক আত্মবশী (আত্মা অর্থাৎ কূটস্থব্রহ্ম) হয়, এবং সে পরবশে (ইন্দ্রিয়বশে) নহে। এখানে আসিয়া সাধকের লয়জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয়-বশে লয়জ্ঞান নাই বলিয়া, জীব আপনাতে বস্তুসমূহের লয় দেখিতে পায় না, পরন্তু তাহার নিজ লয় বস্তুতে সাধিত হয়। সুন্দর গীতি হইতেছে, যাহার লয়বোধ নাই, সে গীতির মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না ; সুন্দর দৃশ্য সম্মুখে রহিয়াছে, পরন্তু সৌন্দর্য্যের বিকাশ যে আপনাতে লয় করিতে জানে না, সৌন্দর্য্যতত্ত্বের তাহার অবগতি নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। যথা পশ্বাদি জন্তুগণ মানুষের মধুর গীতির মাধুর্য্য গ্রহণে সক্ষম হয় না, অথবা কোন সুন্দর দৃশ্যের ভাবগ্রাহী হয় না ; তদ্রূপভাবে লয়জ্ঞানশূন্য মানুষও দর্শন ও শ্রুতির ভাবগ্রহণে অসমর্থ হয়। ইহারা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়ের বশে বলিয়া, ইন্দ্রিয়ের অনুজ্ঞানুসারে কার্য্য করে, এবং ইন্দ্রিয়বিষয়ে আত্মসমর্পণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে তুষ্ট করে, তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ তুষ্ট হইল বটে, এবং ইন্দ্রিয়-গণের পরিতৃপ্তিতে জীবও সাময়িকভাবে পরিতৃপ্তি অনুভব করিল বটে, তথাপি ইহার পরিণামফল কল্যাণকর হয় না, এবং জীবভাগ্যে পরিশেষে দুঃখই হইয়া থাকে। স্বর্গধামই কূটস্থব্রহ্মের পদ, তদ্রূপ ব্রহ্ম অক্ষরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন সূত্রের দ্বারা গ্রথিত (জন ১ম পরিচ্ছেদ, ১ম শ্লোক দেখ—"In the beginning was the Word, the Word was with God")। সুতরাং তদীয় পদে আসিয়া জীবের অতি সুন্দর অক্ষরব্রহ্মের শূন্যপদে লক্ষ্য আছে, এবং সেই পদ হইতে

সমুদ্ভূত সৃষ্ট জগৎও সে দেখিতেছে। প্রত্যক্ষভাবে সে দেখিতেছে যে যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমূহ ব্রহ্মপদ হইতে উদ্ভূত হইয়া সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিতেছে; তথাপি এ সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী নহে, উহা পুনঃ ব্রহ্মপদে গিয়া সুন্দরভাবে লয় পাইতেছে।—ইহা জীব দেখিতেছে এবং ইহাতেই জীবের আনন্দ। এ আনন্দ চিরস্থায়ী হয়, যদি জীবের আনন্দময় পুরুষে নিত্যভাবে স্থিতি থাকে, পরন্তু লক্ষ্যচ্যুতি হইলেই মোহ জীবকে নিম্নজগতে লইয়া গিয়া তাহার অধোগতির ব্যবস্থা করিবে (গীতা ৯ম অঃ, ২১ শ্লোক দেখ)। ভাবগ্রাহী পুরুষ ভাবের বশে গেলে সে ভাবদশা প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানাভিভূত হয়, এবং ব্রহ্মে লক্ষ্য থাকিলে সে ভাবগ্রাহী হইয়াও জ্ঞানসম্পন্ন থাকে।

পরন্তু ইন্দ্রিয়সেবী জীবের তাদৃশী দৃষ্টি নাই, সে ভাবিয়া থাকে যে, ইন্দ্রিয়বস্তুর সৌন্দর্য্যের বিকাশ স্বতঃসিদ্ধ এবং উহা ইন্দ্রিয়গণের সেবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে। জীব মোহবশে, তাই ইন্দ্রিয়গণের সেবায় সে রত আছে, এবং ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্তির জন্য সে ইন্দ্রিয়বিষয়ে আত্ম-সমর্পণ করে। এতাদৃশ আত্মসমর্পণে তাহার সাময়িক সুখবোধও আছে, পরন্তু পরিশেষে সে বুঝিয়া থাকে যে উহা সুখমূর্ত্তি নহে, পরন্তু দুঃখের পূর্ব্বাভাস মাত্র, যাহা জীবকে ছলনা করিবার জন্য প্রকাশ হইয়াছিল।

জগতের যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মূর্ত্তির অগ্রে কূটস্থপদে বিকাশ হয় (জন ১ম অঃ, ১৪ শ্লোক দেখ), পরে জগতে উহা প্রকাশ পায়, এবং প্রকাশানন্তর কূটস্থপদে তদীয় রূপ প্রতিফলিত হয়—ইহাই জীবের বস্তুতত্ত্ব জ্ঞানলাভের কারণ, নচেৎ কূটস্থপদ (বুদ্ধিস্থল) হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, কোন প্রকার অনুভূতির সম্ভাবনা থাকে না, এবং সম্যক্‌ভাবে বিচ্ছিন্ন হইলে জীবসত্ত্বা লুপ্ত হয় (গীতা ২য় অঃ, ৬৩ শ্লোক দেখ)।

বেদব্যাসকে মহাভারতচন্দ্রমা বলা হইয়াছে। নিম্ন জগৎকেই ভারত বলে, এই ভারতের জ্ঞান মহাভারত পাঠে হয়। কূটস্থপদই সেই মহাভারত পুস্তক-স্বরূপ, তৎপাঠে জীব সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন হয় (গুরুগীতা ৯২ শ্লোক দেখ), এবং সেই মহাভারতের মনঃ স্বরূপে অধিষ্ঠিত চন্দ্রমার স্বরূপ হইতেছেন মহামুনি বেদব্যাস (অর্থাৎ সূর্য্যরূপ

কূটস্থব্রহ্মের আলোকে আলোকিত হইয়া চন্দ্রমারূপে তিনি তথায় অবস্থিত আছেন।

তস্য পুত্রো মহাযোগী বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ।
মায়য়া চ স গর্ব্ভেষু দ্বাদশাব্দং প্রতিষ্ঠতি।
গর্ব্ভস্থঃ পিতরং ব্যাসং সমাভাষ্য বচোঽব্রবীৎ ॥২

তস্য পুত্রঃ (শুকঃ) বেদার্থশাস্ত্রপারগঃ মহাযোগী চ মায়য়া গর্ব্ভেষু দ্বাদশাব্দং প্রতিষ্ঠতি, গর্ব্ভস্থঃ (সন্) সঃ পিতরং ব্যাসং সমাভাষ্য বচঃ অব্রবীৎ ॥ ২

বেদশাস্ত্র পারদর্শী মহাযোগী সেই ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব মায়াবশে দ্বাদশবর্ষ গর্ব্ভবাসে থাকিয়া গর্ব্ভাশয় হইতেই পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ॥২

তন্ত্রসার বলিতেছেন যে—
উৎপাকব্রহ্মদাত্রো গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্ ॥

অর্থাৎ জগতে দ্বিবিধ পুত্রের উৎপত্তি হয়, একটি অজ্ঞানরূপ পুত্র, যাহার পিতা হইতেছে পুরুষবেশে প্রকৃতি, এবং অপরটি জ্ঞানরূপ পুত্র, যাঁহার পিতা হইতেছেন ব্রহ্মভাবাপন্ন সদ্গুরু। গুরু শিষ্যদেহে ব্রহ্মবীজ অর্পণ করিলেন, উহা শিষ্য-গর্ব্ভমধ্যে প্রবেশ করিল, (ঐতরেয় উপনিষদ্ ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ডে ১-৪ শ্লোক দেখ) ; গর্ব্ভাশয় প্রদক্ষিণ করিতে ভ্রূণের দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইল, পরে ভ্রূণ গর্ব্ভাশয় হইতে বহির্মুখ হইয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। এখানে শিষ্যদেহ অর্থে মনকে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যেমত অজ্ঞানী জীব দেহকে অবলম্বন করিয়া, দেহ হইতে দেহান্তরে গতি বিশিষ্ট হইয়া, অজ্ঞানরূপ পুত্রউৎপাদন করে, তদ্রূপভাবে গুরুসাহায্যে শিষ্যের এই মনের প্রকৃতি-অধিকার হইতে মুক্তি হইয়া, কূটস্থব্রহ্ম সংযোগে উহা পুরুষভাবাপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং এক্ষণে উহা পিতার স্বরূপ লাভ করিয়া, স্ত্রীভাব বর্জ্জন করিয়া, পিতৃবৎ অবস্থান করিতেছে। (গুরু উপদেশ দ্বারা) পুরুষসংযোগে সে পুরুষ

হইল বটে, তথাপি এখনও সে জড়দেহ অবলম্বনে আছে সুতরাং পিতৃপদে গতির জন্য তাহাকে দেহরূপ জগৎ পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে। সুতরাং এক্ষণে এই দেহই মনের স্ত্রীরূপে পরিগণিত হইয়াছে, এবং এই স্ত্রীর গর্ভাশয়ে মন পুত্ররূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। মনের মলযুক্ত স্ত্রী-আকার পরিবর্তিত হইয়া ব্রহ্মসংযোগে উহা পুরুষাকার শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সুতরাং পিতারূপী মন গর্ভাশয়ের ব্যাস সমাপনান্তে পুত্ররূপী শুক হইল। এক্ষণে একই মন পিতাও পুত্ররূপে দ্বিভাগে বিভক্ত হইল, একজনের লক্ষ্য হইল দেহের প্রতি, এবং অপর জনের লক্ষ্য হইল দেহাতিরিক্ত ব্রহ্মের প্রতি; সুতরাং এক্ষণে উভয়ের মধ্যে বিচার চলিতেছে, পিতা বলিতেছেন দেহ পরিত্যাজ্য নহে, এবং পুত্র বলিতেছেন যে দেহ পরিত্যাজ্য, কারণ উহাই পিতাকে বদ্ধাবস্থায় রাখিয়া পিতার দুঃখোৎপাদনের কারণ হইয়াছে। উভয়ের পরস্পর বিচার পরবর্ত্তী শ্লোক কয়টিতে বিবৃত হইয়াছে। দ্বাদশবর্ষ গর্ভে অবস্থিতি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্যচিন্তাশূন্য হইয়া দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মে লক্ষ্য রাখিয়া একটি প্রাণায়াম সাধনে এক বৎসর সময় অতিবাহিত হয়; এইরূপ দ্বাদশটি প্রাণায়াম সাধনে, দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হয়, তখন জীবের প্রত্যাহারের অবস্থা লাভ হয়, অর্থাৎ জীবের তখন ব্রহ্মসমীপে গতি হইয়া, ব্রহ্ম ও জগৎ উভয় বস্তু সমীপস্থ করিয়া বিচার হইতেছে যে, জীব এক্ষণে কি গতি অবলম্বন করিবে? ব্রহ্মগতি, কি জগতের গতি? (ভূমিকা দেখুন)।

এইরূপ জগৎ পরিভ্রমণে জীবের জগতের জ্ঞান হইল, এবং ব্রহ্মে লক্ষ্য থাকা হেতু, জগতের শাসকস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হইয়া শাস্ত্রেরও জ্ঞান হইল, সুতরাং মূল শ্লোকে বেদশাস্ত্রপারগ কথার উল্লেখ হইয়াছে।

শুক উবাচ।

চতুরশীতিসহস্রেষু যদ্দুঃখং নরকেষু চ।

তদ্দুঃখমেকগর্ভে হি ভুক্তং লক্ষগুণং ময়া॥ ৩

শুক উবাচ।

চতুরশীতিসহস্রেষু নরকেষু চ যদ্দুঃখং (সঞ্জায়তে) তৎ দুঃখং একগর্ভে হি ময়া লক্ষগুণং ভুক্তম্॥ ৩

শুকদেব কহিলেন, চুরাশী হাজার নরক বাসে যেরূপ দুঃখভোগ হয়, এই এক গর্ব্ভবাসেই আমি তদপেক্ষা লক্ষগুণ দুঃখ ভোগ করিলাম॥ ৩

নরকে পাপকর্ম্মজনিত কর্ম্মফলের ভোগ হয় মাত্র, পরন্তু গর্ব্ভবাসে এক বিশিষ্ট ভোগ আছে, যাহা কর্ম্মফল ভোগ অপেক্ষা বহুপরিমাণে অধিক। কর্ম্মফল স্বরূপ দুঃখ ভোগে ভাবিসুখের আশা থাকে, অর্থাৎ দুঃখের পর সুখ আসিবে এই আশা অবলম্বনে জীব কতকটা আশ্বস্ত থাকে, নরকের জীব বুঝিয়া থাকে যে নরকই তাহার বাসভূমি, সুতরাং নিজভূমিতে সে কখন সুখে এবং কখন বা দুঃখে কালাতিপাত করিতে পারিবে, ইহাই তাহার ভরসার বিষয় আছে; পরন্তু শুকদেবের গর্ব্ভবাসের কষ্ট অন্যভাবের, তিনি ব্রহ্মসঙ্গে আনন্দ অনুভব করিতেছেন, সুতরাং জাগতিক সুখ-দুঃখ তিনি অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, জাগতিক সুখদুঃখ জগৎসম্পর্কে হয় বলিয়া, তদ্রূপ সুখতুলনায় ব্রহ্মানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতেছেন বলিয়া, তদ্রূপ আনন্দও তিনি অগ্রাহ্য করিতেছেন, সুতরাং তিনি সর্ব্ববিষয়ে আশাশূন্য, এবং পরকীয় বস্তু কিছুই তাঁহার ভরসাস্থল নহে। তবে তাঁহার দুঃখ কিসের?—তিনি নরকের জীব নহেন বলিয়া, তিনি নরকমধ্যে বদ্ধভাবে থাকিতে চাহেন না, অনন্তব্রহ্মপদই তাঁহার উপযুক্ত বাসভূমি, এবং এই বদ্ধভাব ঘুচাইয়া ব্রহ্মে বাস করিয়া ব্রহ্ম হইতে পারিলেই, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার কষ্ট দূরীভূত হইবে, ইহাই তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, সুতরাং এই বদ্ধাবস্থাকেই তিনি নরকদুঃখ অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক দুঃখ বলিয়া ভাবিতেছেন।

কুম্ভীপাকময়াৎ ঘোরং নরকং ন হি বিদ্যতে।
পতিতোঽহং পুরা তত্র গর্ব্ভবাসে ততোঽধিকম্॥ ৪

কুম্ভীপাকময়ং ঘোরং নরকং, ততোঽধিকং (অপরং) হি (নিশ্চিতং) ন বিদ্যতে, অহং পুরা তত্র পতিতঃ, (অস্মিন্) গর্ব্ভবাসে (তু) ততোঽধিকম্ (ঘোরতরং দুঃখম্ অনুভবামি ইত্যর্থঃ)॥ ৪

কুম্ভীপাকনরক অপেক্ষা ঘোরতর দুঃখদায়ক স্থান আর নাই,

এতাদৃশ নরকেও আমি পূর্ব্বে পতিত হইয়াছিলাম, পরন্তু এই গর্ব্ভবাস তদপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক বলিয়া আমার বোধ হইতেছে ॥ ৪

কুম্ভীপাক নরকে উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ পাত্রে পাপী জীবকে পাক করা হয়। যমদূতেরা সেই পাককার্য্য সম্পাদন করে, এবং জীবের দেহ সম্পর্কীয় পক্কমাংস তাহারা ভক্ষণ করে। পাপীর দেহই হইল তাহার জীবনস্বরূপ, সুতরাং সে যমদূতগণের তাড়নায় অধীর হইয়া পড়ে। এতাদৃশ নরকের জ্ঞান পাপী জীবের থাকিয়াও নাই; যমদূতগণ সহ তাহার একত্রবাস সর্ব্বদাই রহিয়াছে, পরন্তু সে ইহাদের পীড়ক বলিয়া ভাবে না, অপরন্তু সে ইহাদের বন্ধুভাবেই দেখিয়া থাকে। এ যমদূতেরা কে?—ইহারা দেহস্থিত ছয় রিপু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। প্রকৃতপক্ষে ইহারা জীবের শত্রু, এবং শত্রু বলিয়াই ইহাদের রিপু বলা হয়, পরন্তু জীব ইহাদের মিত্র বলিয়া ভাবিয়া থাকে। কাম জীবমনে ইন্ধনস্বরূপ ইচ্ছাবীজ রোপণ করিয়া জীবকে দগ্ধীভূত করিতেছে, কাম বলিতেছে—'জীব, আমি তোমার মাংস ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব'; জীব কামের দাস, কামশরে প্রপীড়িত হইয়া এবং জর্জ্জরিত হইয়া কামের ইচ্ছা পূরণের জন্য সে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল, অদূরে রূপলাবণ্যসম্পন্না নারীরূপে কামের স্বরূপ প্রকাশিত হইল, লোভ উহা জীবকে দেখাইয়া দিল, জীব দাহপ্রশমনের আশায় তৎপ্রতি ধাবিত হইল। জীব ভাবিল বুঝি সে মূর্ত্তি শীতলগুণসম্পন্না, এবং তদালিঙ্গনে তাহার দাহ-দোষ নিবারিত হইবে। জীব সে মূর্ত্তি আলিঙ্গন করিল, এবং সাময়িকভাবে দাহ প্রশমিত হইয়া জীব সুখবোধও করিল, পরন্তু ইহা সুখ নহে, ইহা ভাবিদুঃখের কারণ,—ইহার ফলে জীবের শরীর ও মনের ক্ষয় সম্পাদিত হইল। তদ্রূপ ক্ষয়ের ক্ষয়িতাংশ ভক্ষণে কাম চরিতার্থতা লাভ করিয়া বলীয়ান্ হইল। পরন্তু জীব জানে না যে, ইন্ধনের শৈত্যগুণই জ্বলনের বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে, এবং কামের পরিতৃপ্তিতে কামের ক্ষুধার লাঘব না হইয়া বরং অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব এবমেবাভিবর্দ্ধতে ॥), সুতরাং আবার সেই দাহ অধিকতর বৃদ্ধি পাইল, আবার প্রশমনের চেষ্টা, এইভাবে জীব কামপ্রকোপে সর্ব্বদা দগ্ধীভূত

হইতেছে, কামবেগ ক্ষণিক সাম্যভাবও ধারণ করিতেছে, পরন্তু দেহ ও মনের ক্ষয় অনবরত রহিয়াছে, পরিশেষে কাম সর্ব্বভুক্ হইয়া জীবের সর্ব্বাংশ ভক্ষণ করিয়া জীবসত্তা লোপ করাইয়া থাকে।

রিপুগণের দৃশ্যমান স্বরূপ জগতে বিবিধভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহারাই জীবের শত্রু ও মিত্রভাবে পরিচিত হয়। মিত্রগণ স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি বহুরূপে অবস্থান করিতেছে, এবং শত্রুগণ জীবের ইন্দ্রিয়-সম্পত্তি লুণ্ঠন আশায় দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। মিত্রগণ জীবকে ইন্দ্রিয়-সম্পত্তির সংযোগ করিয়া দিয়া, ক্রমশঃ মিত্রভাবে জীবের ক্ষয় সাধন করিতেছে, এবং শত্রুগণ বলপূর্ব্বক সেই সম্পত্তি হরণ করিয়া অপরভাবে জীবের ক্ষয়সাধন করিতেছে। মিত্রেরা জীবকে সম্পত্তি দান করিল, শত্রু তাহা কাড়িয়া লইল, ইহাতেই ক্রোধ আসিয়া জীবের ক্ষয়সাধন করিল। আত্মীয় ও সম্পত্তি লইয়া জীব মোহবশে মুগ্ধ, মোহ কি করিতেছে?—মোহ জীবকে বুদ্ধিস্বরূপ আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার ধ্বংসসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে; সম্পত্ত্যাদি লাভে জীব মদমত্ত হইয়াছে, সে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিতেছে, এবং মাৎসর্য্যগুণে অপরকে তুচ্ছভাবে দেখিতেছে, পরিশেষে এই তুচ্ছ-পদাবলম্বিগণই বিদ্বেষযুক্ত হইয়া তাহার ধ্বংস সাধন করে। সুতরাং বুঝা গেল যে, যমদূত হইতেছে রিপুগণ, উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ পাত্র হইতেছে এই দেহ বা জগৎ, তথায় দগ্ধীভূত হইতেছে জীবের পাপ-মন। যমদূতগণ শত্রুমিত্র-ভাবে জগতে প্রকাশিত আছে, ইহারা নিজ নিজ ভাবে জীবের বধসাধনে নিযুক্ত আছে। জীব ইন্দ্রিয়-সম্পত্তিবিয়োগে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে, অমনি মিত্রগণ আসিয়া সম্পত্তিসংযোগের দ্বারা জীবকে আশ্বস্ত করিতেছে; অথবা শত্রুগণ আসিয়া জীবকে বিপদে বিশেষভাবে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে; জীব সম্পত্তি পাইয়া সম্পত্তিশালী হইয়াছে, অমনি মিত্রগণ আসিয়া বন্ধুত্বভাণে সম্পত্তিশোষন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, অথবা শত্রুগণ আসিয়া নির্দ্দয়ভাবে জীবের প্রাপ্ত সম্পত্তি হরণ করিতেছে। জীবের যমপুরীতে গতি হইল, তখন ইন্দ্রিয়-কার্য্য রুদ্ধ হইল এবং জীবের বাহ্যভাবে সকল দর্শন ঘুচিল, এক্ষণে জীব স্বপ্নাকারে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে যে অপর কেহ নাই এবং এই শত্রু মিত্রগণই তাহার সহগামী হইয়াছে; পরিশেষে ইহারা কি করিল?

—জীবের সর্ব্বসত্তা গ্রাস করিয়া জীবকে বিস্মৃতিগর্ত্তে লুকাইয়া রাখিল।

শুকদেব বলিতেছেন যে, এইরূপ পাপময় জগতে আসিয়া কুম্ভী-পাকরূপ নরকে পতিত হইয়া আমি বহু কষ্টভোগ করিয়াছি সত্য, তথাপি তদ্রূপ কষ্ট এই গর্ভবাসের যন্ত্রণা অপেক্ষা অনেকাংশ ন্যূন। বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নরকে থাকিয়া তিনি নরকেরই জীব ছিলেন, তথায় সুখ-দুঃখ বিমিশ্রণে কালাতিপাত করিতেন, দুঃখের পর সুখ-ভোগে সান্ত্বনা পাইতেন, পরন্তু গর্ত্তবাসে থাকিয়া তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে বলিয়া ভৌতিক সুখোপভোগে তাঁহার প্রীতি নাই, নরকবাসে ইন্দ্রিয়গণমধ্যেই তাঁহার নিজ সত্তা বুঝিতেন, সুতরাং তখন বদ্ধাবস্থার জ্ঞান ছিল না, এক্ষণে নিজসত্তা ব্রহ্মেতে নিরূপিত হইয়াছে, সে কারণ পরসত্তায় বদ্ধভাব অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইতেছে। জীব অজ্ঞানরূপ পুত্র সহ জগৎগর্ত্তে বাস করিতেছিল, এক্ষণে সে জ্ঞানরূপ পুত্র লাভ করিয়াছে, তদ্রূপ পুত্র সহ জগৎগর্ত্ত তাহার আর বাসোপযোগী স্থান নহে, সুতরাং এখানে থাকিয়া বদ্ধভাব কষ্টকর বোধ হইতেছে, সে কারণ ব্রহ্মলোকে গতির জন্য সে ব্যস্ত হইয়াছে।

যেন গর্ত্তাদ্ বিনিঃসৃত্য তৎ করিষ্যামি যত্নতঃ।
গর্ত্তবাসং পুনর্যেন ন গচ্ছামি মহামুনে॥ ৫

হে মহামুনে, যেন (গর্ভবাসদুঃখহেতুনা) গর্ত্তাৎ বিনিঃসৃত্য যেন (উপায়েন) গর্ত্তবাসং পুনঃ ন গচ্ছামি তৎ (অহং) যত্নতঃ করিষ্যামি॥ ৫

হে মহামুনে, সেই কারণে গর্ত্ত হইতে বিনির্গত হইয়া যাহাতে পুনরায় আর গর্ত্তাবরণে প্রবেশ না করিতে হয়, তাহারই বিধান আমি যত্ন সহকারে করিব॥ ৫

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে গর্ত্তবাসে থাকিয়া ব্রহ্মকে দূর হইতে দেখিয়া আনন্দানুভূতি বিষয়ে অথবা জ্ঞানগর্ত্তমধ্যে বাস করিয়া যোগৈশ্বর্য্য লাভে সন্তুষ্ট থাকিবার আমার আর ইচ্ছা নাই, পরন্তু ব্রহ্মে গতি হইয়া পরাধীনতা ঘুচাইয়া ব্রহ্মত্বলাভ করিব, ইহাই আমার ইচ্ছা (কূটস্থপদই জ্ঞানগর্ত্ত, সে পদ অতিক্রম করিলে জ্ঞান অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানপদে স্থিতি হয়)।

যদি তাত মুহূর্ত্তৈকং বিষ্ণুমায়া ন তিষ্ঠতি।
তদহং নিঃসরিষ্যামি নান্যথৈব কদাচন ॥ ৬

হে তাত, যদি মুহূর্ত্তৈকং বিষ্ণুমায়া ন তিষ্ঠতি, তৎ (তন্মুহূর্ত্তমেব) অহং নিঃসরিষ্যামি, অন্যথা (অন্যোপায়েন) কদাচন এব ন (অহং ন নিঃসরিষ্যামি ইত্যর্থঃ) ॥ ৬

হে তাত, যদি এক মুহূর্ত্ত মাত্র বিষ্ণুমায়ার অবস্থিতি সৃষ্টিমধ্যে না থাকে, তাহা হইলে আমি সেই মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব, এবং অন্য উপায়ে নহে ॥ ৬

বিষ্ণু মায়াজাল বিস্তার করিয়া তন্মধ্যে থাকিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন (ইহাই বিষ্ণুর যোগমায়ায় অবস্থিতি, গীতা ৭ম অঃ, ২৫ শ্লোক দেখ, ইহাই হিরণ্ময় পাত্রমধ্যে ভগবানের অবস্থিতি—ঈশোপনিষৎ ১৫শ শ্লোক দেখ)। তাদৃশ আবরণ ভৌতিক দৃশ্য মাত্র, উহা ক্ষণকালের জন্য অপসারিত হইলেই, উহার অসারত্ব প্রতিপাদিত হয়; এবং উহার চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে না, পরন্তু আবরণ অপসারিত না হইলে গর্ভস্থ বিষ্ণুর স্বপ্রকাশের সম্ভাবনা নাই।

জ্ঞান মনের নিয়ামক হইলেও, জ্ঞানের প্রকাশ মনের কার্য্যানুসারে হয়, সে কারণ এখানে পুত্র পিতাকে বিষ্ণু উপাসনায় নিযুক্ত হইতে বলিতেছেন।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্যাসঃ শোকাকুলোঽভবৎ।
ত্রৈলোক্যনাথো ভগবান্ যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ ॥ ৭

তস্য (পুত্রস্য) তৎ বচনং শ্রুত্বা, ত্রৈলোক্যনাথঃ ভগবান্ কেশবঃ যত্র তিষ্ঠতি (তত্র স্থিতঃ) ব্যাসঃ শোকাকুলঃ অভবৎ ॥ ৭

পুত্রের সেই বচন শ্রবণানন্তর ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান কেশব যেখানে আছেন, তৎপদে থাকিয়া ব্যাসদেব শোকাকুল হইলেন (অর্থাৎ বুঝিলেন যে এ পদও নিশ্চিন্তপদ নহে) ॥ ৭

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কূটস্থব্রহ্মপদে থাকিয়া জ্ঞানের বিকাশ হেতু ব্যাসমনে সিদ্ধান্তীকৃত হইল যে, এতাদৃশ জ্ঞানগর্ভে স্থিতিও

কষ্টের কারণ হইয়া থাকে, সুতরাং জ্ঞানের অতীতাবস্থায় স্থিতিই বাঞ্ছনীয়, পরন্তু জ্ঞানগর্ভ ছাড়িতে হইবে, ইহাই তাঁহার বর্ত্তমান সময়ের শোকের কারণ।

বিষ্ণুমারাধ্য যত্নেন প্রার্থয়িত্বা শুভং ক্ষণম্।
ঈষত্তুষ্টো মুনির্ব্যাসঃ পুনরেবাগতো গৃহম্॥ ৮

শুভং ক্ষণং প্রার্থয়িত্বা বিষ্ণুং যত্নেন আরাধ্য ঈষত্তুষ্টঃ (সন্) মুনিঃ ব্যাসঃ পুনঃ এব গৃহম্ আগতঃ॥ ৮

নিজ আবাস পরিত্যাগানন্তর সেই শুভক্ষণের প্রার্থনা করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মহামুনি ব্যাসদেব ঈষৎ তুষ্ট হইয়া পুনরায় স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন॥ ৮

পিতা শব্দের উৎপত্তি 'পা' ধাতু হইতে হইয়াছে, সুতরাং পুত্রকে প্রতিপালন করাই হইতেছে পিতার কার্য্য; সে কারণ পুত্র কিসে সুখে থাকে ইহাই পিতার দেখিবার বিষয়। শাস্ত্র বলিতেছে যে পুত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পন্ন হইলেই তাহার সুখে অবস্থিতি হয়। এখানে পুত্র ত জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে, পরন্তু এখনও সে বিজ্ঞান পদলাভে সমর্থ হয় নাই, সুতরাং জ্ঞানগর্ভে থাকিবার তাহার আর ইচ্ছা নাই—সে বিজ্ঞানপদ লাভে সুখী হইবে, ইহাই তাহার বর্ত্তমান সময়ের ইচ্ছা। সে কারণ পুত্রের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতার বিষ্ণুলোকে গতি হইতেছে। এ বিষ্ণুলোক কোথায়?—ইহার স্থান হইতেছে স্বর্গাদি সপ্তলোকের অতীত অষ্টম লোকে। ইহা আকাশের অতীত বলিয়া ইহাকে মহাকাশ বলা হয়। এ স্থানের অধিষ্ঠাতৃদেব হইতেছেন কেশবরূপী বিষ্ণু। গর্ভ মধ্যে বিষ্ণু রূপান্তরে মায়াজাল বিস্তার করিয়া কেশী অসুরের বধসাধন করিয়া গর্ভ রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম কেশব, পরন্তু গর্ভের অতিরিক্ত স্থানে ইহার আর একটি রূপ আছে, এবং তখনও তিনি কেশব নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। পরন্তু এ কেশবের ভিন্নার্থে প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। 'ক' অর্থে ব্রহ্মা, 'অ' অর্থে বিষ্ণু, 'ঈশ' অর্থে শিব এবং গমনার্থে 'ব' এর প্রয়োগ হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং মহেশ্বরের যেখানে গতি হইয়া শেষ হয় এবং সৃষ্টির লোপ হয়, উহাই কেশবের

রূপ। সুতরাং ইঁহাকে মহাকাল বলা হয়, কালস্বরূপ অক্ষরব্রহ্মের অতীত বলিয়া ইঁহাকে মহাকাল বলা হয়। এতাদৃশ পদে গিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া ঈষৎ তুষ্ট হইয়া স্বগৃহে গর্ত্তাবাসে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। ঈষৎ তুষ্টি বলিবার তাৎপর্য্য হইতেছে যে, সম্যক্ তুষ্ট হইলে তাঁহার আর স্বগৃহে ফিরিবার কারণ হইত না, এবং ঈষৎ তুষ্ট বলিয়াই ফিরিলেন।

অপি চ মনের গতি একাকী হয় না, জ্ঞানই গতির প্রবর্ত্তক হয়, সুতরাং জ্ঞানকে পশ্চাতে রাখিয়া মন অগ্রগামী হইতে পারে না, সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ শুকরূপ পুত্রের অগ্রগতি হইয়া মনোরূপ পিতার বিজ্ঞানপদে লয় হইবে, সুতরাং পুত্রই পিতার উদ্ধারের কারণ হইয়া থাকে (১২৪ শ্লোক দেখ)। পুত্রের প্রবর্ত্তনে পিতার বিষ্ণুলোকে গতি হইবে, তখন পুত্র বুঝিবে যে, বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া পিতার উদ্ধার সাধিত হইবে, সুতরাং পুত্রকার্য্য শেষ হইবে বলিয়া, তাহারও স্থিতি অনাবশ্যক বোধে বিষ্ণুপদে বিলীন হইবার চেষ্টা হইতেছে।

তস্মিন্ শুভক্ষণে ভূতে বিষ্ণুমায়াবিবর্জ্জিতঃ।
গর্ত্তাদ্ বিনিঃসৃতঃ শুকস্তৎক্ষণাদ্ গন্তুমুদ্যতঃ॥ ৯

তস্মিন্ শুভক্ষণে ভূতে (আগতে) বিষ্ণুমায়া-বিবর্জ্জিতঃ গর্ত্তাদ্বিনিঃসৃতঃ শুকঃ তৎক্ষণাৎ গন্তুম্ উদ্যতঃ॥ ৯

সেই শুভক্ষণ আসিলে শুকদেব বিষ্ণুমায়াবিবর্জ্জিত হইলেন, এবং গর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণেই চলিয়া যাইবার জন্য (অর্থাৎ বিষ্ণুপদে অন্তর্ধান হইবার জন্য) উদ্যত হইলেন॥ ৯

গর্ত্তাশয় পরিত্যাগান্তে যখন (পিতারূপ) মনের বহির্গতি হইল, তখনই (পুত্ররূপ) জ্ঞানের লোপ পরিদৃশ্যমান হইল। অর্থাৎ মনের (পিতার) বিজ্ঞানপদে স্থিতি হইল বলিয়া জ্ঞানের (পুত্রের) কার্য্য শেষ হইল বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ পিতা অজ্ঞানবশে নিম্ন জগতে পর-ভাবে বদ্ধ ছিলেন, এক্ষণে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মসংযোগে আসিয়া পিতার (মনের) স্বতন্ত্র সত্তা লুপ্ত হইল বলিয়া, পুত্রের সাহায্য অনাবশ্যক বোধ হইতেছে, সুতরাং পুত্রও বিষ্ণুপদে মিশিতে চলিয়াছে। যাহার যেখান হইতে উৎপত্তি তাহার সেখানেই নিবৃত্তি হয় (নাশঃ

কারণলয়ঃ—সাংখ্য); অজ্ঞানের উৎপত্তি দেহসম্পর্কে হইয়া থাকে, সুতরাং মৃত্যুকালে যখন মনের লয় দেহেতে হয়, তখন মেনর চালক অজ্ঞানেরও লয় দেহেতেই হয়: তদ্রূপভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে, সুতরাং মনের লয় ব্রহ্মে হইলে, জ্ঞানেরও লয় ব্রহ্মপদে হইয়া থাকে।

বেদশাস্ত্রাগমাদীনি কাব্যানি বিবিধানি চ।

শুক ইব পঠেদ্ যস্মাৎ শুকনামাভবত্তদা ॥ ১০

যস্মাৎ (কারণাৎ) বেদশাস্ত্রাগমাদীনি, বিবিধানি কাব্যানি চ (সঃ) শুক ইব পঠেৎ, (তস্মাৎ কারণাৎ) [স] তদা শুকনামা অভবৎ ॥ ১০

যেমত শুক পক্ষী শ্রবণ মাত্র উচ্চারিত বাক্যের অনুরূপ কথা কহিতে পারে, তদ্রূপভাবে (ব্রহ্মস্বরূপ) পুস্তকপাঠে শাস্ত্রাদি অর্থের প্রকাশ শুকদেবে স্বতঃই হইয়া থাকে, সে কারণ তাঁহাকে শুক বলা হয় ॥ ১০

বেদজ্ঞ (অর্থাৎ যদ্দারা জগৎসংসারের জ্ঞান অবগত হওয়া যায় সে বিষয়ে অভিজ্ঞ, গীতা ১৫শ অঃ, ১ম শ্লোক দেখ)। শাস্ত্রজ্ঞ (অর্থাৎ এই জগৎসংসার যাঁহার শাসনাধীনে আছে তাঁহারই সম্বন্ধে জ্ঞান যাঁহার আছে)। আগমজ্ঞ (অর্থাৎ এই জগতের কি ভাবে ব্রহ্মে গতি হইতেছে ইহা যিনি জানেন)। বিবিধ কাব্যজ্ঞ (অর্থাৎ বিবিধ প্রকার রহস্য কথায় অভিজ্ঞ)। বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রাদির অর্থজ্ঞান ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষ বলিয়া অন্ধজীবের চিন্তাশক্তি দ্বারা আনুমানিক ও কল্পনাসিদ্ধ নিষ্পত্তি হয়, পরন্তু শুকদেবের ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ বলিয়া তদ্রূপভাবের নিষ্পত্তি নাই এবং যথাযথ নিষ্পত্তি স্বতঃই ব্রহ্ম সমীপে প্রকাশমান হয়, এক্ষণে তদ্রূপ প্রকাশ পিতা ব্যাসের (মনের) গোচরীভূত করিতেছেন (পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি দেখুন)। (বাক্যের দ্বারা অর্থের প্রকাশ হয় বলিয়া অর্থ-নির্দ্দেশক বাক্যের কথা বলা হইতেছে, পরন্তু ইহা শুকপক্ষীর অর্থ-শূন্য বাক্য নহে)।

ততঃ সংগৃহ্য চরণৌ পিতুর্ব্বচনমব্রবীৎ।

রাগদ্বেষৌ পরিত্যজ্য শ্রূয়তাং তাত মে বচঃ ॥ ১১

ততঃ (তদনন্তরং) পিতুঃ চরণৌ সংগৃহ্য বচনম্ অব্রবীৎ ; হে তাত, রাগদ্বেষৌ পরিত্যজ্য মে বচঃ (বচনং) শ্রূয়তাম্ ॥ ১১

তদনন্তর পিতার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া পুত্র বলিতেছেন, হে তাত ! রাগদ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া আমার কথা শ্রবণ করুন ॥ ১১

চরণ ধরিয়া বলিবার তাৎপর্য্য এই যে পিতাকে জগৎ সম্পর্কে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া সেই অনুরাগ শিথিল করিবার উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে উক্তি হইতেছে। তদ্রূপ অনুরাগের কারণ হইল, রাগ-দ্বেষ। জগতে আসক্তি (ভালবাসা) আছে বলিয়া রাগ, এবং তদ্বিরুদ্ধে কথা হইলেই দ্বেষভাব বা বিরক্তির সঞ্চার হয়। রাগদ্বেষযুক্ত হইয়া বাক্যের যথাযথ অর্থগ্রহণে সমর্থ হওয়া যায় না, সুতরাং রাগদ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া শ্রবণ করিতে বলিতেছেন ॥ ১০

সংসারো বিবিধৈ র্ভেদৈ র্ময়া দৃষ্টঃ সহস্রশঃ।

মাতরঃ পিতরশ্চৈব বান্ধবাশ্চাপ্যনেকশঃ ॥ ১২

সংসারো বিবিধৈঃ ভেদৈঃ ময়া সহস্রশঃ দৃষ্টঃ, মাতরঃ পিতরশ্চ এব, বান্ধবাশ্চ অপি অনেকশঃ (ভেদবিষয়াঃ) সন্তি ॥১২

বিবিধভেদযুক্ত সংসার আমি সহস্রবার দৃষ্টিগোচর করিয়াছি, তথায় পিতা, মাতা, বান্ধব প্রভৃতি বহু আকারে ভেদ দৃষ্টিগোচর হয় ॥ ১২

ইচ্ছার দ্বারা জীবের জন্ম হয়, এবং সেই ইচ্ছার কারণ হইতেছে ইন্দ্রিয়গণ এবং তৎসম্পর্কীয় ইন্দ্রিয়বস্তুনিচয়। ইন্দ্রিয়বস্তু দেখিয়া জীব মোহান্ধ হইয়া তদ্ভাবাপন্ন হইয়া পুত্রের সৃষ্টি করে এবং পিতার মন অনুযায়ী পুত্রেরও মনের গঠন হয়। এইভাবে পিতারূপী জীবের পুত্ররূপে জন্ম হইয়া পুত্রের বহু প্রকার ভোগ হয়, মাতা বিষয় সংযোগ করিয়া দিয়া পুত্রদেহের পোষণকার্য্য করিতেছে, এবং বন্ধুগণ তদ্রূপ সংযোগ-বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। এইরূপে সংসারগতি পরিচালিত হইতেছে।

আগতোঽহং গতশ্চৈব তির্য্যগ্‌যোনিমনেকধা।

ভ্রাম্যমাণশ্চ তত্রাহং জলজন্তুর্ঘটে যথা ॥১৩

অহং অনেকধা তির্য্যগ্‌যোনিম্ আগতঃ গতশ্চ এব (আসম্), যথা জলজন্তুঃ ঘটে ভ্রাম্যমাণঃ (ভবতি) অহং চ তত্র (তথৈব) ভ্রাম্যমাণঃ (আসম্) ॥১৩

ইচ্ছার অধীনে থাকিয়া এই জন্ম-মৃত্যুরূপ যাতায়াত গতিবশে বহুবার আমাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছে (গীতা ৯ম অঃ, ২১ শ্লোক দেখ), এবং ঘটস্থ জলজন্তুর মত ঘটমধ্যে বদ্ধ থাকিয়া আমি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছি ॥ ১৩

তির্য্যক্‌যোনিগত জন্ম—অর্থাৎ পশুজন্ম, কারণ যাহার যেরূপ মনোভাব, তাহার তদনুরূপ যোনি প্রাপ্তি হইয়া জন্ম হয়।

প্রাপ্তোঽথ মানুষং লোকং কর্ম্মভূমিষু দুর্ল্লভম্।
স্বর্গসোপানমেকন্তু বেদশাস্ত্রৈরধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৪

অথ কর্ম্মভূমিষু দুর্ল্লভং, একন্তু স্বর্গসোপানং, বেদশাস্ত্রৈরধিষ্ঠিতং মানুষং লোকম্ অহং প্রাপ্তঃ ॥১৪

এক্ষণে দুর্ল্লভ কর্ম্মভূমি, স্বর্গগমনের একমাত্র সোপান স্বরূপ, মানুষ লোকে আসিয়াছি, সে লোকের অধিষ্টান (ভিত্তি) হইতেছে, বেদশাস্ত্র ॥ ১৪

মানুষলোক—'মনোরপত্যমিতি মনুষ্যঃ'। এ মনু কে ?—ইনি (কুটস্থব্রহ্মরূপ) সূর্য্যপুত্র (সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো বৈষ্ণবো মনুঃ—ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ)। শুকদেব এক্ষণে পশুলোক ছাড়িয়া মানুষলোকে (পিতৃলোকে) আসিয়াছেন ; সে লোক দুর্ল্লভ অর্থাৎ বহু সাধনে লাভ হয়। পশুলোক বলা হইল কেন ?—পশয়ন্তি পশ্যন্তি-পার্শ্বহস্তাভ্যাং হিতাহিতম্—ইতি ভরতঃ। আরও দেখুন—গৌরবিরজোঽশ্বোঽশ্বতরো গর্দ্দভো মনুষ্যশ্চেতি সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ।—ইতি দুর্গোৎসবতত্ত্বে পৈঠীনসিঃ।

কর্ম্মভূমি—এই মানুষলোকই কর্ম্মভূমি ; অর্থাৎ পশুলোকে (২৪ শ্লোক দেখ) শুকদেবের পরবশে (ইন্দ্রিয়বশে) কার্য্য হইয়াছে, সুতরাং স্ববশে কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া, উহা ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মভূমি ছিল এবং শুকদেবের নহে।

একমাত্র স্বর্গসোপানস্বরূপ মানুষলোক স্বর্গকে ত্রিদিব বলা হয়

অর্থাৎ নাভিচক্রস্থিত মণিপুরে স্থিতির দ্বারা তথা হইতে আকাশে মণি-রূপে সূর্য্যদর্শন হয় বলিয়া উহাকে স্বর্গ বলা হয় (এখানকার গীতার ভূমিকা দেখ); সূর্য্য অধিকৃত স্থানকেও (কূটস্থব্রহ্মের স্থানকে) স্বর্গলোক বলে; এতাদৃশ স্বর্গলোক-প্রাপ্ত-জীব এ স্থানে আসিয়া অন্য স্বর্গ গমনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। এ স্বর্গকে মহাকাশ বা বিষ্ণুলোক বলে, এবং এই কূটস্থপদই মহাকাশে গতির জন্য সোপান স্বরূপ।

বেদশাস্ত্রোপরি অধিষ্ঠিত পদ—অর্থাৎ সেখানে জীবের স্থিতি হইলে জগৎ ও জগতের উৎপত্তিকারণের জ্ঞান স্বতঃ হয়।

পূর্ব্বমাসমহং স্বর্গে অপ্সরোগণসেবিতঃ।
নক্ষত্রৈ স্তারকৈশ্চৈব দীপ্যমানশ্চ রশ্মিভিঃ ॥১৫

অপ্সরোগণসেবিতঃ অহং স্বর্গে পূর্ব্বং আসম্, নক্ষত্রৈঃ তারকৈঃ চ রশ্মি ভিঃ দীপ্যমানঃ (আসম্) ॥১৫

(প্রকৃতির বাহ্যসৌন্দর্য্যে সুশোভিতা) অপ্সরোগণ দ্বারা সেবিত হইয়া আমি এই স্বর্গধামে এককালে অবস্থিত ছিলাম। আমি নক্ষত্র ও তারকারাশির রশ্মিমালায় দীপ্যমান ছিলাম ॥ ১৫

নিম্নজগতের জীব প্রকৃতি-সেবক, পরন্তু এখানের জীবকে প্রকৃতি সেবা করিয়া থাকে, সুতরাং এখানে জীব যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া অবস্থান করে। নিম্নজগৎ মোহকর্তৃত্বে তমসাচ্ছন্ন বলিয়া, সেখানে নক্ষত্র ও তারকারাশির প্রকাশ নাই, অর্থাৎ স্বর্গলোকে নক্ষত্র ও তারকা-রাশি সূর্য্যালোকে (কূটস্থব্রহ্মালোকে) দীপ্যমান হয়, সেই দীপ্তি জীব-শরীরে প্রত্যর্পিত হওয়ায় জীবও দীপ্যমান হয়, পরন্তু নক্ষত্রাদির এইরূপ দীপ্তি নিম্নজগতের জীবশরীরে প্রবেশ করে না, সেখানে মোহের ঘোরভাবের মধ্যে আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নক্ষত্র ও তারকারাশি এই জগতেরই বিষয়, তাহারা সূর্য্যালোকমধ্যে গিয়া সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়া দীপ্তিমান হইয়াছে, এবং স্বর্গগত জীবসম্পর্কে আসিয়া তাহাদের দীপ্তি জীবের প্রতি প্রতিফলিত হইয়া, জীবকে দীপ্তিমান করিয়াছে। এই সকল নক্ষত্ররাশি (চিন্তালব্ধভাবসংস্কার) নিম্নজগতেও ছিল, তথায় উহারা ইন্দ্রিয়বিষয়

বলিয়া পরিচিত হইত, এবং আলোকের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়গুণ স্বরূপে তমোভাবে জীবশরীরে প্রবেশ করিত, জীবও তৎসম্পর্কে তমসাচ্ছন্ন থাকিত। (১৩ পৃষ্ঠা, ১ম শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)।

অপ্সরোভির্বৃতশ্চাহং গন্ধর্ব্বগণসেবিতঃ।

তত্র ভোগঃ ময়া ভুক্তঃ মনসা যদভীপ্সিতম্ ॥ ১৬

অহং অপ্সরোভিঃ বৃতঃ গন্ধর্ব্বগণসেবিতশ্চ আসম্, ময়া তত্র মনসা যদভীপ্সিতং স ভোগঃ ভুক্তঃ ॥ ১৬

সেখানে অপ্সরোগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া এবং গন্ধর্ব্বগণের গীতিশ্রবণে (ওঁকারধ্বান শ্রবণে) পরিতুষ্ট থাকিয়া (গুরুগীতা ৫৪, ৫৫ শ্লোক দেখ), স্বেচ্ছানুসারে (পরবশে নহে) সর্ব্বপ্রকার ভোগ করিয়াছি ॥১৬

এখানেও ভোগ আছে, পরন্তু এ ভোগ নিম্নজগতের ভোগের মত নহে, তদ্রূপ ভোগের দ্বারা তমসাবৃত হইয়া নরকে গতি হয়, কিন্তু এখানকার ভোগ সূর্য্যালোকে হইতেছে বলিয়া (অর্থাৎ ব্রহ্মে লক্ষ্য রাখিয়া হইতেছে বলিয়া) তমসাবৃত হইবার কোন কারণ নাই।

ভ্রষ্টোঽহঞ্চ ততঃ স্বর্গাদ্ভূতে জাতস্তপঃক্ষয়ে।

পুনঃ কীটপতঙ্গেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতেষু চ ॥ ১৭

সিংহব্যাঘ্রবরাহেষু মার্জ্জারমহিষেষু চ।

গোষ্বশ্বেষপরান্যেষু বিবিধেষ্বপি দেহিষু ॥ ১৮

নরকেষু চ ঘোরেষু পচ্যমানোঽপ্যহং পুরা।

ছিন্নোঽহং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈর্যমদূতৈর্ম্মহাবলৈঃ ॥ ১৯

ততঃ চ তপঃক্ষয়ে ভূতে অহং স্বর্গাৎ ভ্রষ্টঃ জাতঃ, (অতএব) পুনঃ চ কীটপতঙ্গেষু তির্য্যক্‌যোনিগতেষু, (তথা) সিংহব্যাঘ্রবরাহেষু, মার্জ্জারমহিষেষু, গোষু, অশ্বেষু, অপরান্যেষু (অন্যান্যেষু) অপি বিবিধেষু চ দেহিষু (গতিং লব্ধঃ)। অপি চ অহং পুরা ঘোরেষু নরকেষু পচ্যমানঃ, (তত্র) অহং মহাবলৈঃ যমদূতৈঃ (প্রযুক্তৈঃ) বিবিধশস্ত্রৈঃ ছিন্নঃ অভবম্ ॥ ১৭।১৮।১৯

তপঃ ক্ষয় হইলে আমি স্বর্গলোক হইতে স্খলিতপদ হই, এবং পুনরায় কীট পতঙ্গাদি তির্য্যক্ যোনিতে গতি হইয়া, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, মহিষ, গো, অশ্ব, ও অপরাপর বহুবিধ দেহেতে গতি হইয়া, ঘোর নরকে পচ্যমান হইয়াছি; তথায় মহাবল যমদূতগণ প্রযুক্ত শস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন হইয়াছি ॥ ১৭।১৮।১৯

যতক্ষণ জীব সূর্য্যালোক অবলম্বনে আছে, ততক্ষণ তাহার পতনের সম্ভাবনা নাই। তদ্রূপ সূর্য্যালোক অবলম্বনে থাকার নামই তপস্যা। যথা—'অম্ভোপরি তপোলোকস্তেজোময় উদাহৃতঃ। বৈরাজা যত্র তে দেবা বসেয়ুর্দ্দেবপূজিতাঃ ॥ বাসুদেবে মনো যেষাং বাসুদেবেঽর্পিত-ক্রিয়াঃ। তপসা তোষ্য গোবিন্দমভিলাষবিবর্জ্জিতাঃ ॥'—ইতি পদ্মপুরাণ। (বাসুদেব এবং গোবিন্দ সূর্য্যস্বরূপ কূটস্থব্রহ্মের নাম)। এই স্বর্গলোকে জীব অভিলাষবর্জ্জিত হইয়া ভোগ করিয়া থাকে, অর্থাৎ সূর্য্যজ্যোতিঃ প্রতি লক্ষ্য থাকায়, ইন্দ্রিয়বস্তুও জ্যোতিঃবিশিষ্ট হইয়াছে, পরন্তু ভোগের বিশেষত্ব আছে, ইহাকে অনিচ্ছার ইচ্ছায় ভোগ বলে, অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়ে পরিণতির ইচ্ছা নাই, অপরন্তু ভোগ্য-বিষয়কে স্বাবলম্বিত বিষয় সূর্য্যদেবে পরিণত করিবার ইচ্ছা আছে, সুতরাং জ্ঞানসংযোগে ইন্দ্রিয়বিষয় সমূহ 'নেতি' 'নেতি' বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। 'নেতি' অর্থাৎ 'ইদং মমাবলম্বনযোগ্যং ন ইতি মত্বা বর্জ্জয়তি' অর্থাৎ ইহা আমার অবলম্বনযোগ্য নহে, এই বোধে পরিত্যক্ত হইতেছে, এবং তদীয় লব্ধসংস্কার সূর্য্যদেবে 'স্বাহা' মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা অর্পিত হইতেছে।

যতক্ষণ সূর্য্যসম্পর্কে জীব দৃঢ়ভাবে থাকে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য অপ্রকাশ থাকে, ইন্দ্রিয়গণ তখন সূর্য্যবশে, সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়-কার্য্যের প্রকাশ নাই; পরন্তু যে হেতু ইন্দ্রিয়গণ জীবসঙ্গে একত্রে ভ্রমণ করিতেছে, তখন তাহাদেরও প্রকাশ পাইবার চেষ্টা আছে, সুতরাং তাহারাও জীবকে বশে আনিবার জন্য জীবমধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করিয়া থাকে। সূর্য্যতাপে তাহারা দগ্ধীভূত হইতেছে সত্য, পরন্তু দগ্ধ হইয়াও তাহারা এখনও ভস্মে পরিণত হয় নাই, এখনও উহাদের মধ্যে রস আছে, সে কারণ উহারা জ্বলিতেছে, এবং প্রজ্জ্বলিত শিখার দীপ্তি জ্যোতিরূপে তদীয় অঙ্গে জীব দৃষ্টিতে প্রতীয়-

মান হইতেছে। জলন শেষ হইলে তবেই আত্মা (জীবমন) বিশুদ্ধ-ভাব (অর্থাৎ বিষয়সংস্কাররহিত ভাব) ধারণ করিবে, তখনই জীবের মনসংযুক্ত জীবভাব ঘুচিয়া সে আত্মভাব প্রাপ্ত হইবে; নচেৎ দেহ ভস্মাচ্ছাদিত রহিল অর্থাৎ দাহগুণবিশিষ্ট দেহ অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং উহার বাহ্যাংশ মাত্র সূর্য্যসম্পর্কে দগ্ধীভূত হইয়া ভস্মাকার লাভ করিল। ইহারই অনুকরণে সন্ন্যাস-বেশধারী প্রবঞ্চক-জীব জড়দেহ ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া সন্ন্যাসী আখ্যা গ্রহণ করিয়া অপরাপর জীবের নিকট প্রকাশ হইয়া থাকে।

অগ্নি যেমত ইন্ধনের রসগুণ শোষণ করিয়া পরিশেষে উহাকে ভস্মে পরিণত করিয়া থাকে, তদ্রূপভাবে তপোলোকে দেহসম্পর্কীয় রস-সংস্কার শোধিত হইতেছে মাত্র, পরন্তু উহা এখনও ভস্মে পরিণত হয় নাই, সুতরাং জীব যেন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত (ছাই চাপা আগুনের মত) অবস্থান করিতেছে, ইহাই তাহার পুণ্যের অবস্থা। 'পূ' ধাতুর অর্থ শুদ্ধ করা, সে কারণ সূর্য্যসম্পর্কে আসিয়া জীব শুদ্ধীকৃত হইতেছে. পরন্তু এখনও সে সম্যক্‌ভাবে বিশুদ্ধভাব লাভ করে নাই, এবং যদি লাভ করিত. তাহা হইলে তাহার বিষয়সম্বন্ধ রাখিবার কারণ থাকিত না, চিন্তার কারণ ঘুচিয়া যাওয়ায় সে চিন্তাশূন্য হইত, এবং বিচারের পরপারে গিয়া বিজ্ঞান অবস্থা লাভ করিয়া, স্পষ্টতঃ সৃষ্টিরহস্য অবগত হইয়া, বিচারপদ্ধতি তাহার নিকট অনাবশ্যকবোধ হইত।

তপোলোকে বিষয় সংস্কার জীবের মনোমধ্যে জাগরিত হইল, সংস্কারের রসগুণ মেঘাকারে পরিণত হইয়া, সূর্য্যদেবকে ঢাকিয়া ফেলে. সে কারণ গীতা বলিতেছেন 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' (৯ম অঃ, ২১ শ্লোক দেখ), এবং জীবের আবার মর্ত্ত্যলোকে গতি হইয়া তির্য্যক্ যোনি ভ্রমণে সে বাধ্য হয়, এবং আবার যমদূতপীড়নে কষ্টানুভূতি হয়। সুখেচ্ছাই যে কষ্টের কারণ, ইহা জীব জ্ঞানাতীত অবস্থাসম্পন্ন হইলে বুঝিতে পারে, সুতরাং শুকদেবের ঐ সমস্ত উক্তি হইতেছে।

গো, অশ্ব প্রভৃতি বহুবিধ নামোল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, জীবের মর্ত্ত্যলোকে গতি হইয়া পশুভাব প্রাপ্ত হইয়া, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভাব অবলম্বনে সে প্রকৃতির বহুরূপ প্রাপ্ত হয়।

ঘোরসংসারভীতোঽহং রোগশোকৈঃ প্রপীড়িতঃ।
জননমরণক্লেশঃ যমদ্বারে নিরন্তরম্॥ ২০

অয়ং ঘোরসংসারঃ (যমদ্বারমিব), তস্মাৎ রোগশোকৈঃ প্রপীড়িতঃ অহং ভীতঃ, যতঃ (তস্মিন্) যমদ্বারে নিরন্তরং জনন-মরণ-ক্লেশঃ (বিদ্যতে ইতি শেষঃ)॥ ২০

এই ঘোর সংসারই যমদ্বার, এবং রোগশোকাদি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া তাহা হইতে ভীত হইয়া আমি অবস্থান করিতেছি (ভয় পাছে দেহ নষ্ট হইয়া যমসদনে গতি হয়); যেহেতু তদ্রূপ যমদ্বারে জনন-মরণরূপ ক্লেশ সর্ব্বদা অপেক্ষা করিতেছে॥ ২০

জনন-মরণ-ক্লেশ—ইচ্ছার দ্বারা জনন, ইচ্ছানাশে মরণ, দেহসত্তা রক্ষা করিবার জন্য ক্লেশ।

কিমনেন করিষ্যামি জরামরণভীরুণা।
অধ্রুবেণ শরীরেণ মৃত্যুপূর্ব্বানুবর্ত্তিনা॥ ২১

জরামরণভীরুণা অধ্রুবেণ মৃত্যুপূর্ব্বানুবর্ত্তিনা অনেন শরীরেণ (অহং) কিং করিষ্যামি॥ ২১

দেহ সম্পর্কে থাকিয়া জরামরণ ভয়ে ভীত হইয়া এই অনিশ্চিত শরীর লইয়া আমি কি করিব? এই শরীরের গতি হইতেছে মৃত্যু-মুখে, মৃত্যু অগ্রগামী হইয়াছে, এবং শরীর তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে॥ ২১

পরিশেষে এই শরীরকে মৃত্যু গ্রাস করিবে এবং যমদূতগণ জীবকে যমালয়ে লইয়া গিয়া কষ্ট দিবে।

ময়া সর্ব্বমিদং দৃষ্টং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
স্বর্গাদ্ ভ্রষ্টে তু সংসারে সংসারান্নরকেঽপি চ॥ ২২

ময়া সচরাচরম্ ইদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং দৃষ্টম্; তু (কিন্তু) স্বর্গাৎ ভ্রষ্টে (সতি, সংসারে গতিং লব্ধ্বা) অপি চ সংসারাৎ নরকে (গতিং লব্ধ্বা) যে যে ভাবাঃ ভবন্তি তান্ অহং দৃষ্টবান্॥ ২২

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই সচরাচর তিন লোকের সর্ব্বপ্রকার অবগতি

আমার আছে ; পরন্তু স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমি সংসারে (মর্ত্ত্যলোকে) প্রবিষ্ট হইলাম, পুনঃ সংসার হইতে নরকে (পাতালে) গতি লাভ করিয়া এই তিন লোকের যাহা যাহা ভাব, তৎসম্বন্ধে আমি অবগত আছি॥ ২২

স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জীবের সংসারে গতি হইয়া সে স্মৃতি-ভ্রষ্ট হয় (কূটস্থব্রহ্মই স্মৃতির স্বরূপ, তাঁহাকে ভুলিয়া যায়), তাহার ফলে সংসারে তাহাকে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হয়; এক্ষণে মোহ তাহার সহায়, মোহ জীবকে জ্ঞানান্ধ করিয়া তদীয় সমীপে সুখমূর্ত্তি আনয়ন করিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করে, এবং স্মৃতিভ্রংশ কারণে সে পূর্ব্বভুক্ত দুঃখবোধ ভুলিয়া গিয়া সুখোপভোগে মত্ত হয়, তাহার ফলে আবার দুঃখ ; এইরূপ সুখদুঃখে প্রপীড়িত হইয়া সে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়, তখন তাহার বিস্মৃতিগর্ত্তে পাতালে গতি হয় (গীতা ২য় অঃ, ৬৩ শ্লোক দেখ— স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি)। জীব স্বর্গলোকে আসিয়া স্মৃতি ও জ্ঞানগর্ত্তে প্রবেশ করে, তখন তাহার অজ্ঞানসম্ভূত বিস্মৃতি আর নাই, সুতরাং অতীত ও বর্ত্তমান বিষয় সমূহ তাহার দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছে, এবং যে জ্ঞানের দ্বারা সে এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছে তাহারই নাম শুক (৯ম শ্লোক দেখ)। সেই জ্ঞানবলে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে অধ্রুব চরাচর পদ ত্যাগ করিয়া তাহাকে দিব্য নিশ্চিত পদ লাভ করিতে হইবে।

বিধিনা রচিতে কূপে মোহদারুণসঙ্কুলে।
মায়াপাশসমাকীর্ণে সংসারগহনে বনে॥ ২৩
বিষ্ণুনা যোজিতে যন্ত্রে ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলে।
রোগশোকভয়ানর্থে রমন্তে পশবঃ সদা॥ ২৪

দারুণমোহসঙ্কুলে মায়াপাশসমাকীর্ণে বিধিনা রচিতে কূপে, ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলে বিষ্ণুনা যোজিতে যন্ত্রে রোগশোকভয়াদয়ঃ বহুবিধাঃ অনর্থাঃ ভবন্তি, তত্র পশবঃ সদা রমন্তে॥ ২৩॥ ২৪

এই সংসার নিবিড় বনস্বরূপ (অর্থাৎ উহা মনুষ্য বাসোপযোগী অনাবৃত স্থান নহে, এবং উহা পশুগণেরই আবাসভূমি), উহা দারুণ

মোহসমাকুল স্থান (অর্থাৎ তথায় মোহের ভীষণভাবে প্রাদুর্ভাব আছে), উহা বিধাতা দ্বারা কূপবৎ রচিত (অর্থাৎ উহা মায়াপাশ দ্বারা সমাকীর্ণ (অর্থাৎ উহা মায়াজালের দ্বারা পরিবেষ্টিত), এই সংসার ক্ষেত্র বিষ্ণুরচিত যন্ত্রযোজনের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে (অর্থাৎ আসক্তি বীজ রোপণের দ্বারা বিষ্ণুযন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে), "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (গীতা ১৮ অঃ, ৬১ শ্লোক)। সেই যন্ত্রের কার্য্যফল ক্ষুৎপিপাসা সমাকুল (অর্থাৎ ক্ষুধা ও পিপাসা আছে বলিয়া জীব দেহরক্ষার্থে পানাহার করিতে বাধ্য হইয়াছে), পরন্তু দেহ অনিত্য বলিয়া উহার সদাই ধ্বংসমুখে গতি হইতেছে বলিয়া, রোগ শোক, ভয়, এবং বহু অনর্থের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং ইহাতেই পশুভাবাপন্ন জীব সদাই রমণ করিতেছে (অর্থাৎ সুখ-আশায় কষ্ট স্বীকার করিয়াও কালযাপন করিতেছে॥ ২৩। ২৪

এই দেহ লইয়াই জীবের সংসার-জ্ঞান হইয়াছে, এবং দেহ নাই ত সংসারের অস্তিত্বও নাই, সে কারণ শুকদেবের কথা হইতেছে যে, এই দেহে আসক্তি হেতু দেহরক্ষার জন্য আমি দেহের বহু সম্পর্কের সৃষ্টি করিয়াছি, সম্পর্ক বিষয়ে গতির জন্য দেহের চেষ্টা হইতেছে, সুতরাং আমাকে ছাড়িয়া আমার দেহ অন্যত্র চলিয়াছে, তজ্জন্য আসক্তি হেতু আমারও দেহ হইতে দেহান্তরে গতি হইতেছে, সে কারণ ভয় শোকও রোগাদি হইতেছে, অতএব এই অনর্থের আকর দেহ লইয়া আমার স্বাচ্ছন্দ্য নাই বলিয়া ইহা পরিত্যাজ্য।

যে পুনস্তাত তত্ত্বজ্ঞাঃ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।
সংসাররৌরবং ঘোরং দূরতো বর্জ্জয়ন্তি তে॥ ২৫

হে তাত! যে পুনঃ তত্ত্বজ্ঞাঃ (তে) পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ (চ); তে ঘোরং সংসাররৌরবং দূরতঃ বর্জ্জয়ন্তি॥ ২৫

হে তাত! যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ (অর্থাৎ যাঁহারা তত্ত্বের অতীতাবস্থায় থাকিয়া তত্ত্বপঞ্চকবিষয়ে অবগতি লাভ করিয়াছেন) তাঁহারা (জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াছেন বলিয়া) পণ্ডিত, এবং পণ্ডিত বলিয়া সমদর্শী (অর্থাৎ সবই ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহারা দেখিতেছেন

এবং ভিন্নভাবে যে দর্শন হয়, উহা কাল্পনিক দর্শন এবং উহা তত্ত্বান্তর্গত জীবের মাত্র হইয়া থাকে। এমত পণ্ডিতগণ সংসাররূপ ঘোর নরককে দূর হইতে (অর্থাৎ তত্ত্বের অতীতাবস্থায় থাকিয়া এবং তন্মধ্যে না যাইয়া) বর্জ্জন করিয়া থাকেন॥ ২৫

ব্যাস উবাচ।

যৎকিঞ্চিন্মন্যসে পুত্র তৎসর্ব্বং নিষ্ঠুরং বচঃ।
যদা ধর্ম্মবিনির্ম্মুক্তং ধর্ম্মাধর্ম্মবচঃ পরম্॥ ২৬

হে পুত্র! যদা (ত্বয়া উক্তং) ধর্ম্মবিনির্ম্মুক্তং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপং পরং বচঃ যৎকিঞ্চিৎ মন্যসে, তৎসর্ব্বং বচঃ নিষ্ঠুরম্ (জ্ঞেয়ম্)॥ ২৬

হে পুত্র, যেহেতু তব কথিত ধর্ম্মবহির্ভূত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পরম বাক্য বলিয়া যাহা তুমি ভাবিতেছ, তৎসমস্ত বাক্য নিষ্ঠুর বলিয়া জানিবে॥ ২৬

দুঃখিতা পুত্র তে মাতা দুঃখিতোঽহং পিতা তব।
অধর্ম্মোঽয়ং মহাঘোরঃ কুতস্তে ধর্ম্মসাধনম্॥ ২৭

হে পুত্র, মহাঘোরঃ অয়ং অধর্ম্মঃ (ত্বয়া কৃতশ্চেৎ) তে (তব) মাতা দুঃখিতা, তব পিতা অহম্ (অপি) দুঃখিতঃ (অতএব) তে ধর্ম্মসাধনং কুতঃ॥ ২৭

হে পুত্র, তোমার এই মহাঘোর অধর্ম্মকার্য্যের জন্য তোমার মাতা দুঃখিতা, এবং তোমার পিতা আমিও দুঃখিত, অতএব তোমার ধর্ম্ম-সাধন কোথায়? (অর্থাৎ ইহাই অধর্ম্ম)॥ ২৭

মাতা পিতা উভয়েই দুঃখিত অর্থাৎ শরীর ও মন উভয়েই দুঃখিত।

শুক উবাচ।

কথাং মে শ্রূয়তাং তাত যদ্দৃষ্টং পূর্ব্বজন্মনি।
অস্তি দেশে মহারণ্যে নগরং বীজপূরকম্॥ ২৮

শুকঃ উবাচ। হে তাত! পূর্ব্বজন্মনি (ময়া) যদ্দৃষ্টং (তাম্) মে কথাং শ্রূয়তাং; মহারণ্যে (জনশূন্যে) দেশে বীজপূরকং (নাম) নগরম্ অস্তি॥ ২৮

শুক কহিলেন। হে তাত! পূর্ব্বজন্মে যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ কর। কোনও মহারণ্য দেশে বীজপূরক নামক নগর আছে॥ ২৮

পূর্বজন্মে—পূর্ব্বজন্মে অজ্ঞানরূপে ছিলেন এবং বর্ত্তমান জন্মে জ্ঞানরূপে আছেন।

মহারণ্য—কূটস্থব্রহ্মপদকে মহারণ্য বলে, তথায় কূটস্থব্রহ্ম ছাড়া অন্য কেহ নাই বলিয়া সে স্থানকে মহারণ্য বলে; এবং অন্যজন তথায় গেলে সেও তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়।

বীজপূরক—অর্থাৎ জীব তথায় গেলে তাহার মধ্যস্থিত অজ্ঞান-বীজ জ্ঞান-বীজে পরিণত হয়। জগৎসম্পর্কে অজ্ঞানবীজের উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্মসঙ্গে জ্ঞানবীজের উৎপত্তি হয়।

তস্য পশ্চিমদিগ্‌ভাগে নদী চন্দ্রাবতী শুভা।
তন্নদীপশ্চিমে তীরে কাননং চন্দ্রশেখরম্॥ ২৯

তস্য নগরস্য পশ্চিমদিগ্‌ভাগে চন্দ্রাবতী নাম শুভা নদী (বিদ্যতে), তস্যাঃ নদ্যাঃ পশ্চিমে তীরে চন্দ্রশেখরং নাম কাননম্ (বিদ্যতে)॥ ২৯

সেই নগরের পশ্চিমদিগ্‌ভাগে শুভা অর্থাৎ রমণীয়া চন্দ্রাবতী নদী আছে, চন্দ্রাবতীর পশ্চিমতীরে চন্দ্রশেখর নামীয় কানন আছে॥ ২৯

শুভা—জীব এই মায়ারূপ নদীস্রোতকে শুভকল্পনায় দেখিতেছে, এবং সেই স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া বীজপূরক নগরবাস সে অশুভ বলিয়া ভাবে। এই নদীর বর্ণন বাইবেলের সেণ্ট জন্ গস্‌পেলের ৫ম পরিচ্ছদে লিখিত আছে (এখান হইতে প্রকাশিত উক্ত পুস্তক দেখুন)। ইহাকে অন্যান্য স্থলে মায়া গঙ্গা বলা হইয়াছে। যথা—হিমবচ্ছিখরান্মুক্তা নাম্না মন্দাকিনী নদী। গঙ্গিতা সা ভবেদ্‌গঙ্গা মায়ৈষা মম কীর্ত্তিতা॥ —ইতি কল্কিপুরাণম্। এই গঙ্গা বিষ্ণুপদসম্ভূতা, এবং মায়াস্রোতের বিপরীতগতি লাভ করিয়া জীব বিষ্ণুপদে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে (এখান হইতে প্রকাশিত সেণ্ট জন্ গস্‌পেলের ১ম পরিচ্ছেদের অবতরণিকা দেখুন)।

চন্দ্রাবতী—চন্দ্রের সুখপ্রদ আলোকের দ্বারা আলোকিত বলিয়া ইহাকে চন্দ্রাবতী বলা হয়। ইহার স্থান হইতেছে কূটস্থব্রহ্মপদের

পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে। জীব সুখলোভী, পরন্তু সুখই যে দুঃখ আনয়ন করে ইহা সে জানে না বলিয়া সুখাভিলাষী, এবং দুঃখের কারণ সুখমূর্ত্তিকেই সে শুভমূর্ত্তি বলিয়া বরণ করে।

চন্দ্রশেখর—অর্থাৎ যাহার শিখরদেশে চন্দ্র অবস্থান করিয়া সুখপ্রদ আলোক বিতরণ করিতেছে। এ আলোক চন্দ্রের নিজস্ব নহে, পরন্তু সূর্য্য হইতে সংগৃহীত হইয়া বিতরিত হইতেছে। বিনা আলোকে দেহ থাকিতে পারে না, কারণ জীবদেহ অন্ধকারময় স্থান, এবং আলোক বিনা জীবের অনুভবশক্তি নাই বলিয়া আলোকের প্রয়োজনীয়তা হইয়া থাকে। আলোকদাতা সূর্য্যদেব দেহমধ্যে প্রাণ স্বরূপে আছেন, পরন্তু জীব তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে না, বীজপূরক নগর তাঁহার বাসভূমি, তথায় জীব উপস্থিত হইলেই তাহার অন্ধকারময় দেহসত্তা লুপ্ত হইয়া সূর্য্যসত্তায় পরিণত হয়। সে কারণ চন্দ্রালোকে আলোকিত হইয়া চন্দ্রাবতী নদীকে পূর্ব্বভাগে রাখিয়া তদীয় পশ্চিমতীরে সুখবীজোৎপন্ন নানা বিটপী দ্বারা পরিপূর্ণ শোভন কাননে জীবের গতি হইতেছে। বিটপী-স্বরূপ বহু ইন্দ্রিয়বিষয়পূর্ণ কানন-স্বরূপ জগৎ রহিয়াছে, তাহারই প্রতিকৃতি জীবের মস্তিষ্কদেশে চিন্তারূপে প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং তত্তৎ চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া জীব সুখানুভব করিতেছে। জীব চন্দ্রালোকে স্ত্রী-সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুখানুভব করিতেছে, সেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ চন্দ্রালোকে হইয়াছে, এবং উহা জীব চন্দ্রালোক অবলম্বনে দেখিতেছে, পরন্তু সূর্য্যালোক অবলম্বনে দৃষ্টি হইলে, অর্থাৎ সূর্য্য স্বরূপ প্রাণে লক্ষ্য রাখিয়া দৃষ্টি হইলে চন্দ্রলব্ধ কাল্পনিক সৌন্দর্য্য তিরোহিত হয়। (ইহা প্রত্যক্ষাবগম্য)।

ব্যাধোঽহং তত্র গচ্ছামি মৃগান্বেষী দ্বিজোত্তম।
মৃগং হত্বা মৃগং নীত্বা বিক্রীণামীহ জীবিতুম্ ॥৩০

হে দ্বিজোত্তম! মৃগান্বেষী ব্যাধোঽহং তত্র (কাননে) গচ্ছামি, (তত্র) মৃগং হত্বা মৃগং নীত্বা ইহ জীবিতুং (ইহলোকে জীবিতুমিচ্ছন্) (তান্) বিক্রীণামী ॥৩০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি মৃগান্বেষী হইয়া সেই কাননে বাস

করিতাম; তথায় মৃগবধ করিয়া এবং মৃগ আনয়ন করিয়া জীবন রক্ষণোদ্দেশে (ইন্দ্রিয়গণকে) বিক্রয় করিতাম ॥ ৩০

মৃগ = পঞ্চতত্ত্বান্তর্গত ইন্দ্রিয়বিষয়। যথা—

পৃথিব্যপ্‌বায়ুগগনাস্তেজোঽধিকাস্ত পঞ্চধা।

ভিদ্যন্তে নৈকভেদাস্ত সমস্তা মৃগজাতয়ঃ ॥—গার্গ্যঃ

বিক্রীণামি—ইন্দ্রিয়গণের পরিতুষ্টির জন্য ইন্দ্রিয়বিষয় সকল আহরণ করিয়া আনিয়া তাহাদের দিতাম, তদ্রূপ দানে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত এবং তাহাদের তুষ্টিতে আমিও তুষ্ট থাকিতাম, উহাই আমার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ বা ফলস্বরূপ। সেই সুখোপভোগেই আমি বাঁচিয়া ছিলাম।

পুনস্তত্রৈব গচ্ছামি নিত্যং তাত ন সংশয়ঃ।

বিচরামি বনং সর্ব্বং চাপহস্তঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৩১

হে তাত! তত্রৈব (কাননে) অহং নিত্যং গচ্ছামি, (অস্মিন্ গমনবিষয়ে) পুনঃ সংশয়ঃ ন (এতাদৃশং নিত্যগমনং ন কর্ত্তব্যং ইতি কদাচিৎ মম মনসি সংশয়ঃ নাভবৎ), অহং শনৈঃ শনৈঃ সর্ব্বং বনং চাপহস্তঃ বিচরামি ॥ ৩১

হে তাত! সেই কাননে আমার নিত্যগতি হইত, এবং তদ্রূপ গতিবিষয়ে আমার মনে কখন সংশয় হয় নাই যে, ইহা জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী যথাযথ পন্থা নহে, সুতরাং আমার বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গতি হইয়া ধনুহস্তে বনপরিভ্রমণ হইতে লাগিল ॥ ৩১

চাপহস্ত—মনের ইন্দ্রিয়বিষয়ে লক্ষ্য থাকায় উহা ধনুর মত বক্রাকৃতি ধারণ করিয়াছে, তাহাতে কল্পনায় ইন্দ্রিয়বিষয়রূপ শর অর্থাৎ বিষয়-সংস্কার যোজিত হইয়াছে, এবং লক্ষ্য বিষয় হইতেছে ইন্দ্রিয়বিষয়।

বটবৃক্ষাশ্রমেঽরণ্যে দৃষ্টশ্চ পুরুষো ময়া।

আচার্য্যব্রাহ্মণঃ শিষ্যং পাঠয়েৎ পুস্তকান্তরম্ ॥ ৩২

অরণ্যে (পূর্ব্বকথিতে অরণ্যে) বটবৃক্ষাশ্রমে (বটবৃক্ষমূলস্থিতে আশ্রমে) ময়া পুরুষঃ (কূটস্থব্রহ্মরূপপুরুষঃ) দৃষ্টঃ, (সঃ) আচার্য্যঃ ব্রাহ্মণশ্চ, (সঃ) শিষ্যং পুস্তকান্তরং পাঠয়েৎ ॥ ৩২

এইরূপে বনমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বকথিত অরণ্য প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল, এবং তত্রস্থিত বটবৃক্ষমূলে আশ্রমের প্রতি লক্ষ্য পড়িয়া আমি দেখিলাম যে, একটি পুরুষ (কূটস্থব্রহ্মরূপী) তথায় অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মের অবগতি আছে বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ, তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া শিষ্য তাঁহার নিকট উপদেশ পাইতেছেন বলিয়া, তিনি আচার্য্য। তিনি শিষ্যকে পুস্তকান্তর পাঠ করাইতেছেন (অর্থাৎ তত্ত্বান্তর্গত ইহজগতের পুস্তক পাঠে শব্দমাত্র শ্রুতিগোচর হয়, এবং তত্ত্ববিষয়ক শব্দার্থের উপলব্ধি হয় না, পরন্তু তত্ত্বের অতীতাবস্থায় গিয়া এই পুস্তক পাঠে জীবতত্ত্বজ্ঞ হয়। যথা—গুরুগীতাম্ভসি স্নানং তত্ত্বজ্ঞঃ কুরুতে সদা'—গুরুগীতা ॥ ৩২

অরণ্য = অরণিকাষ্ঠ সমাকুল নির্জ্জন স্থান, স্থানমাহাত্ম্য জন্য অরণিরূপ ইন্দ্রিয়বিষয় সমূহ তথায় জ্বলিতেছে এবং স্থানের স্বাভাবিক দীপ্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বটবৃক্ষ—বটবৃক্ষের মূল হইতেছে অশ্বত্থবৃক্ষের মত উর্দ্ধে (গীতা ১৫শ অঃ, ১ম শ্লোক দেখ)। এই বটবৃক্ষ অবলম্বনে তদীয় মূলে গতি হইলে জীব অক্ষয়পদ লাভ করে বলিয়া ইহার নাম অক্ষয়বট (গুরুগীতা ১৫ শ্লোক দেখ)। এই দেহরূপ জগতের পূর্ব্বভাগে অশ্বত্থবৃক্ষের এবং পশ্চিমভাগে অক্ষয়বটের স্থিতি আছে। সুষুম্না মার্গই ইহার কাণ্ডস্বরূপ। ইহারই অনুকরণে সাধারণে অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের একত্র রোপণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে ॥ ৩৩

দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা সানন্দো হর্ষপূরিতঃ।
শ্রুতঞ্চ সর্ব্বতত্ত্বার্থং নির্গতো বিটপান্তরে ॥৩৩

(তং) দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা (অহং) সানন্দঃ। হর্ষপূরিতঃ, (ময়া) সর্ব্বতত্ত্বার্থং শ্রুতঞ্চ, (অহং) বিটপান্তরে নির্গতঃ ॥ ৩৩

সেই পুরুষ দর্শনে আমি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আনন্দযুক্ত ও হর্ষপূর্ণ হইলাম, এবং (কাণ্ডাবলম্বনে গতিলাভের অধিকারী হই নাই বলিয়া) আমি বৃক্ষের শাখার উপর অবস্থান করিয়া তত্ত্বার্থ সকল শুনিতে লাগিলাম (অর্থাৎ) আমার তত্ত্ববিষয়ে অবগতি হইতে লাগিল) ॥ ৩৩

(কাণ্ডমধ্য দিয়া অর্থাৎ সুষুম্নাপথ দিয়া গতি হইলে, চলাচলগতি

ক্রমশঃ স্থিরভাবসম্পন্ন হয়, তখন সমস্ত নিঃশব্দ হয়, উহাই শ্রুতির অতীতাবস্থা)।

পাপপুণ্যবিচারশ্চ মায়ামোহস্য কারণম্।
বন্ধমোক্ষপ্রভেদশ্চ তত্র সর্ব্বং শ্রুতং ময়া॥ ৩৪

পাপপুণ্যবিচারশ্চ মায়ামোহস্য কারণং, বন্ধমোক্ষপ্রভেদশ্চ ময়া তত্র সর্ব্বং শ্রুতম্॥ ৩৪

পাপপুণ্যের বিচার, মায়ামোহের কারণ, বদ্ধভাব ও মুক্তির প্রভেদ, এই সমস্ত আমি তথায় শুনিলাম॥ ৩৪

নষ্টঃ পাপচয়ঃ সর্ব্বস্তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।
তৎক্ষণাৎ কার্ম্মুকং ত্যক্ত্বা সাষ্টাঙ্গপতিতো ভুবি॥ ৩৫

সর্ব্বং তমঃ যথা সূর্য্যোদয়ে নষ্টং ভবতি, তথা মম পাপচয়ঃ নষ্টঃ, অহং তৎক্ষণাৎ কার্ম্মুকং ত্যক্ত্বা সাষ্টাঙ্গঃ (সন্) ভুবি পতিতঃ॥ ৩৫

(এই সমস্ত শুনিয়া পাপ, পুণ্য, মায়া, মোহ, ইহারা বন্ধনের হেতু ইহা বুঝিলাম), যেমত সূর্য্যোদয়ে তমঃ নষ্ট হয়, সেইভাবে আমার পাপরাশি নষ্ট হইল; আমি তৎক্ষণাৎ শরাসন ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তারহিত হইয়া সেই পুরুষের পদে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলাম॥ ৩৫

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত—অর্থাৎ দণ্ডবৎ প্রণিপতিত হইলাম (গুরুগীতা ২৪ শ্লোক দেখ)।

আশীর্ব্বাদপ্রসাদশ্চ প্রাপ্তো গুরুপ্রসাদতঃ।
পুত্রদারাদিকং গেহং ব্যাধত্বং ত্যাজিতং ময়া॥ ৩৬

গুরুপ্রসাদতঃ ময়া আশীর্ব্বাদপ্রসাদশ্চ প্রাপ্তঃ, (ময়া) পুত্রদারাদিকং, গেহং, ব্যাধত্বং (চ) ত্যাজিতম্॥ ৩৬

গুরুপ্রতি লক্ষ্য পড়িলেই গুরু প্রসন্ন হন, সেকারণ পূর্ব্বশ্লোকে প্রণিপাত কথার প্রয়োগ হইয়াছে, এবং নতশির না হইয়া উর্দ্ধশির হইয়া অন্যত্র লক্ষ্য থাকিলে গুরুর প্রসন্ন হইবার কোন কারণ নাই। গুরু প্রসন্ন হইয়া কি ফল হইল?—তাহার ফলে আমার প্রতি গুরুর

মাঙ্গলিক বচন প্রযুক্ত হইল এবং আমিও প্রসন্ন হইলাম। তদ্রূপ মাঙ্গলিক বচনের প্রয়োগফল কি হইল?—আমার পুত্রদারাদি, গৃহ ও (মৃগশিকাররূপ) ব্যাধধর্ম্ম অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইল, অর্থাৎ অভাববোধ নিবারণের জন্য ঐ সমস্ত বিষয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে, গুরু প্রাপ্তিতে সকল অভাব ঘুচিল, সুতরাং ঐ সকল বিষয় অনাবশ্যক-বোধে পরিত্যক্ত হইল॥ ৩৬

ভিক্ষাশিনা ময়া ভূত্বা গুরোরাজ্ঞানুপালিতা॥

তেন সৎকর্ম্মণা তাত বিমুক্তোঽহং ভবার্ণবাৎ॥ ৩৭

ময়া ভিক্ষাশিনা ভূত্বা গুরোঃ আজ্ঞা অনুপালিতা, হে তাত! তেন সৎকর্ম্মণা অহং ভবার্ণবাৎ বিমুক্তঃ॥ ৩৭

আমার এক্ষণে আর জগতের নিকট ভিক্ষা নাই, এক্ষণে আমি গুরুর নিকট তদনুগ্রহলব্ধ ভিক্ষাভোজী হইয়াছি (এ ভিক্ষা দেহ-পোষণের জন্য নহে, পরন্তু ইহা মনের পুষ্টির জন্য গুরুপ্রসাদরূপ ভক্ষ্য বিষয় (গীতা ২য় অঃ, ৬৫ শ্লোক দেখ—"প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে"), আমি তাঁহারই আজ্ঞাপালন করিয়া চলিতেছি, এবং তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট সৎকর্ম্ম সাধনে আমি ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি॥ ৩৭

বহির্ভাবে দেখিতে গেলে জীব নিজ মঙ্গলের জন্য সদ্‌গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করে, সদ্‌গুরু জীবকে তাহার অন্তর মধ্যে নিজ স্বরূপ, (কূটস্থরূপ) দেখাইয়া দেন, জীব সে রূপের প্রসন্নভাব দেখিয়া নিজে প্রসন্ন হয়, জীবের প্রসন্নতা লাভে সদ্‌গুরু ও প্রসন্নভাব ধারণ করেন। জীব দেখিতেছে যে, গুরু অন্তরে ও বাহিরে অভিন্নভাবে আছেন (জন ৯ম পরিচ্ছেদ, ৩৭ শ্লোক দেখ), সুতরাং গুরূপদিষ্ট সৎকর্ম্ম সাধনে সে ব্রতী হইয়াছে, এবং সেই কর্ম্মের ফলে সে ভবার্ণব হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে।

তেন পুণ্য প্রভাবেন দ্বিজত্বং বিদ্যয়া সহ।

ব্রহ্মজ্ঞানং ময়া লব্ধং কিং করোমি মহামুনে॥ ৩৮

তেন (সৎকর্ম্মণা) পুণ্যপ্রভাবেন ময়া বিদ্যয়া সহ দ্বিজত্বং (তথা) ব্রহ্মজ্ঞানং চ লব্ধং, (অতএব) হে মহামুনে! (অহং) কিং করোমি ॥ ৩৮

তদ্রূপ সৎকর্ম্মের পুণ্যপ্রভাবে আমি (অবিদ্যা পরিহার করিয়া) বিদ্যাসহ দ্বিজত্ব লাভ করিয়া (জগৎসম্পর্কে থাকিলে অবিদ্যা লাভ হয় এবং ব্রহ্মসঙ্গে থাকিলে বিদ্যালাভ হয়) ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি; অতএব হে মহামুনে! আমি কি করিব? (২৫ শ্লোকের নিষ্ঠুর বচন প্রয়োগের উত্তরে ইহা বলা হইল) ॥ ৩৮

অবিদ্যা সাহায্যে মোহজনিত অজ্ঞানের উৎপত্তি হয় (মহাভারত-পাঠে অর্থাৎ কূটস্থপদে থাকিয়া আমি বিদ্যা লাভ করিয়াছি); তদ্রূপ বিদ্যার সাহায্যে অজ্ঞানের নাশ হইয়া জ্ঞানরূপে আমার দ্বিতীয় জন্ম হইয়াছে, এবং দ্বিজত্ব লাভ করিয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। অজ্ঞানচক্ষে সত্য কথা কঠোর ও নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হয়, আমি সত্য সঙ্গে সত্যভাবসম্পন্ন, সুতরাং সত্যকথা বলিতেছি, উহা অন্যের অপ্রিয় হইলে আমি কি করিতে পারি?

দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম কুলে জন্ম সুদুর্ল্লভম্।
দুর্ল্লভং জ্ঞানরত্নঞ্চ ঘোরে চাত্র মহার্ণবে ॥ ৩৯

অত্র ঘোরে (সংসাররূপে) মহার্ণবে মানুষং জন্ম দুর্ল্লভ, কুলে (মানুষকুলে) চ জন্ম সুদুর্ল্লভং, জ্ঞানরত্নঞ্চ দুর্ল্লভম্ ॥ ৩৯

এই ঘোর সংসাররূপ মহার্ণবে মানুষ জন্ম লাভ করা দুর্ল্লভং (কেবল নরদেহধারণে মনুষ্য জন্ম হয় না,—উহাকে পশু জন্ম বলে—১৪ শ্লোক দেখ), মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া মানুষ কুলে জন্ম সুদুর্ল্লভ (কূটস্থপদে অবস্থিতি হইলে মানুষকুলে জন্ম হয়, সেই পদই মানুষের বাসোপযোগী স্থান, তথায় জীবের দেবরূপী ভগবানের সঙ্গ হয়, ভগবানের সেই রূপকে মানুষ-রূপ বলে, গীতা ১১শ অঃ, ৪৫ ও ৫১ শ্লোক দেখ; নররূপী জীবের নিম্ন জগতে [পশুলোকে] স্থিতি হইয়া পশুসঙ্গ হয়, সুতরাং তদ্রূপ জন্মকে পশুকুলে জন্ম বলে), আবার এইরূপ মানুষকুলে জন্ম হইলেও জ্ঞানরত্ন লাভ দুর্ল্লভ হয় (তত্ত্বের অতীতাবস্থায় গিয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হইলে জ্ঞানরত্ন লাভ হয়; গীতা ১১শ অঃ, ৫৪ শ্লোক দেখ) ॥ ৩৯

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শুকস্য চ মহামুনিঃ।
অশ্রুপূর্ণময়ো দুঃখী আসনাৎ পতিতো ভুবি ॥ ৪০

তস্য শুকস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মহামুনিঃ (বেদব্যাসঃ) অশ্রুপূর্ণময়ঃ দুঃখী চ (অভবৎ) [সঃ] আসনাৎ ভুবি পতিতঃ ॥ ৪০

শুকদেবের বচন শ্রবণ করিয়া মহামুনি বেদব্যাস দুঃখিত ও অশ্রুপূর্ণনেত্র হইয়া আসনচ্যুত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন (জ্ঞানের উদয়ে মনের পতন হইল, মন ধরাপৃষ্ঠে আসন করিয়া উর্দ্ধস্থিত ব্রহ্মধ্যানে ছিল, ব্রহ্মাকর্ষণে আসন উত্তোলিত হইল, মনেরও উর্দ্ধগতি হইয়া সূক্ষ্মে লয় পাইল, অমনি তদাশ্রিত সংস্কাররূপ দেহ পৃথিবীর বস্তু বলিয়া, পৃথিবী বক্ষে পতিত হইল (জন ২য় অঃ, ৪র্থ শ্লোক দেখ) ॥ ৪০

পরাশরস্মুতো ব্যাসো বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ।
বিষ্ণুমায়াং সমাশ্রিত্য পুত্রশোকেন মূর্চ্ছিতঃ ॥ ৪১

বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ পরাশরসুতঃ ব্যাসঃ বিষ্ণুমায়াং সমাশ্রিত্য পুত্র-শোকেন মূর্চ্ছিতঃ (অভবৎ) ॥ ৪১

বেদশাস্ত্রাভিজ্ঞ পরাশরপুত্র ব্যাস বিষ্ণুমায়াকে আশ্রয় করিয়া পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ৪১

বেদাদি শাস্ত্রার্থগ্রহণে সমর্থ হইলেও, যে পর্য্যন্ত না অনন্যভক্তির দ্বারা অর্থবিষয়ে লীন হইতেছে, সে পর্য্যন্ত জীবের মায়াবশে পুনরাগমনের সম্ভাবনা আছে (গীতা ১১শ অঃ, ৫২ হইতে ৫৫ শ্লোক এবং ৭ম অঃ, ১৪ শ্লোক দেখ)। অন্যে পরে কা কথা, এমন কি মহামুনি বেদব্যাস বেদশাস্ত্রার্থপারগ হইয়াও মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

ব্যাস উবাচ।

কথং পুত্র পরিত্যজ্য মাতরং পিতরঞ্চ মাম্।
পন্থানং গন্তুকামোঽসি ন ধার্য্যং জীবিতং ময়া ॥ ৪২

ব্যাসঃ উবাচ। হে পুত্র! মাতরং পিতরঞ্চ পরিত্যজ্য কথং পন্থানং (জ্ঞানস্য পন্থানং) গন্তুকামঃ অসি, (ত্বয়ি গতে সতি) ময়া জীবিতং ন ধার্য্যম্ ॥ ৪২

ব্যাসদেব কহিলেন। হে পুত্র, তুমি মাতাপিতা ত্যাগ করিয়া কেন স্বপন্থায় (জ্ঞান পন্থায়) যাইবার জন্য ইচ্ছা করিতেছ, তুমি চলিয়া গেলে আমি জীবনধারণ করিতে সক্ষম হইব না॥ ৪২

জ্ঞান অভাবে দেহ বা মনের সত্তা থাকে না (গীতা ২য় অঃ, ৬৩ শ্লোক দেখ)। মন দেহাবলম্বনে আছে, দেহাবলম্বনে মনের কর্ম্ম হইতেছে; জ্ঞানই মনের কর্ম্মবিষয়ে প্রবর্ত্তক (কারণ মন অন্ধ সে কারণ কর্ম্মনির্দ্দেশক পুত্র বিনা সে কোন কর্ম্মই করিতে পারে না (গীতার অবতরণিকা দেখ), এক্ষণে দেহকে অনিত্য ভাবিয়া, নিত্যত্ব লাভের জন্য ব্রহ্মপন্থা অবলম্বন করিলে সর্ব্বকর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইবে (গীতা ৪র্থ অঃ, ৩৩ শ্লোক দেখ), সুতরাং কর্ম্মশূন্য হইয়া মনেরও জীবনধারণের সম্ভাবনা থাকিতেছে না।

যদি গচ্ছসি মাং পুত্র অবমুচ্য তপোবনম্।
প্রাণত্যাগং করিষ্যামি নাস্তি মে জীবিতে ফলম্॥ ৪৩

হে পুত্র! যদি মাং অবমুচ্য তপোবনম্ গচ্ছসি (তদা অহং) প্রাণত্যাগং করিষ্যামি, মে (মম) জীবিতে (জীবনে) ফলং নাস্তি॥ ৪৩

হে পুত্র! যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে তোমার গতি হয়, তাহা হইলে আমার জীবনধারণে ফল কি? অতএব আমি প্রাণত্যাগ করিব॥ ৪৩

উপভোগের আশাতেই মনের সত্তা রক্ষিত হইয়াছে, মন অন্ধ বলিয়া পুত্র তাহার চক্ষু স্বরূপ (গীতার অবতরণিকা দেখ), সুতরাং জ্ঞানরূপ পুত্র অভাবে অর্থাৎ মন জ্ঞানশূন্য হইলে, উপভোগসুখও রহিল না, অতএব সেরূপ জীবনধারণে ফল কি? সে কারণ আমি প্রাণত্যাগ করিব।

তপোবন—ব্রহ্মলোককেও তপোবন বলা হয়। বহ্নিপুরাণ দেখ —'তপসা বিন্দতে পরম্'। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মের অবগতি হইয়া তপঃ-কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয় বলিয়া উহাকে তপোবন বলে। যেমত নিম্নজগৎ হইতে জগৎসম্পর্ক ঘুচাইবার জন্য কূটস্থব্রহ্মপদরূপ তপোবনে গতি হইয়া জগৎসম্পর্ক ঘুচিয়া যায়, তদ্রূপভাবে কূটস্থসংস্কার ঘুচাইবার জন্য অন্য তপোবনে গতি হইতেছে।

শুক উবাচ।

পিতৃমাতৃসহস্রাণি পুত্রদারাশতানি চ।
জন্ম জন্ম মনুষ্যাণাং কস্য বা কুত্র বান্ধবাঃ॥ ৪৪

পিতৃমাতৃসহস্রাণি সন্তি (পিতৃমাতৃরূপাভ্যাং লোকানাং জগতি আবির্ভাবঃ সহস্রশঃ ভবতি), তথা পুত্রদারাশতানি চ অপি সন্তি (পুত্রকলত্ররূপাভ্যাং আবির্ভাবঃ শতশোঽপি ভবতি), (এষঃ ক্রমঃ) মনুষ্যাণাং (মনুষ্যমধ্যে) জন্ম জন্ম (জন্মানুসারেণ প্রতিজন্ম ভবতি), পরন্তু কস্য (কে কস্য বান্ধবা ভবন্তি), কথং (কেন প্রকারেণ বা) বান্ধবাঃ (ন কোঽপি বন্ধুঃ ইতি জ্ঞেয়ম্)॥ ৪৪

জগতে পিতা মাতা সহস্রাকারে দৃষ্টিগোচর হয়, পুত্র কলত্রও শত শত ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা সমস্তই মনুষ্যগণের জন্মানুসারে প্রতিজন্ম হইয়া থাকে, পরন্তু কে কাহার বন্ধু হয় এবং কি প্রকারেই বা বন্ধু হইবে?॥ ৪৪

পিতা স্ত্রীদেহ অবলম্বন করিয়া স্ত্রীগর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, পুনঃ তদ্ভাবে উৎপন্ন পুত্রও পিতৃভাবে থাকিয়া নারীগর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। এইভাবে জন্ম জন্মান্তর গতি ইচ্ছাসূত্রেই হইয়া থাকে, এবং গর্ভপ্রবেশের ইচ্ছা না থাকিলে জন্ম হইত না। শূন্যরূপ পিতাও জড়বীর্য্যাশ্রয়ে নারীগর্ভে প্রবেশ করিলেন, সেই গর্ভমধ্যে মাতা জড়পিণ্ডরূপ দেহ পুষ্ট করিতে লাগিলেন, এবং ইচ্ছাবীজ অনুসারে দেহের গঠন হইতে লাগিল,—উহা পিতৃমাতৃ দেহের স্বরূপ অনুসারে গঠিত হইল। পুত্র পিতৃসংস্কার অনুসারে, এবং মাতার প্রতি পিতার আসক্তি হেতু তদাসক্তিবশে উভয় দেহের সংমিশ্রণে নব-কলেবর ধারণ করিল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ইচ্ছাবীজ অনুসারে দেহের কাল্পনিক সৃষ্টি হয়। এইভাবে জড়জগতে বহুভাবে বহুসৃষ্টি হইতেছে, এবং কেবল মাত্র স্ত্রীগর্ভে প্রবেশের দ্বারা নহে, পরন্তু যেখানেই ইচ্ছাবশে সঙ্গ হইতেছে, সেইখানেই ভাবগ্রাহী জীব যে ভাবে তাহার পরিণতি সেই ভাবানুসারে রূপান্বিত হইয়া জন্মলাভ করে, এবং জন্মহেতু তাহার বাহ্যাকারের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যথা পাপী জীবের পাপকর্ম্মহেতু সে পাপদেহ লাভ করে এবং

পাপচিহ্ন তাহার বহিরঙ্গে অঙ্কিত থাকে, এবং পুণ্যাত্মার পুণ্যদেহে পুণ্যলক্ষণ পরিস্ফুট হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, ইচ্ছাবশে জন্ম হইয়া জীব বহু পিতা, বহু মাতা ও বহু পুত্র সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত হয়; পরন্তু কোন সম্বন্ধেরই নিত্যভাবে স্থিতি নাই, পুত্র পিতাকে ছাড়িয়া নিজে পিতৃপদ গ্রহণ করিয়া পুত্রভাবে জন্মগ্রহণ করে, পুত্রও মাতাকে ছাড়িয়া স্ত্রীগর্ব্বে প্রবেশের দ্বারা তাহার স্বতন্ত্রভাবে উৎপত্তির চেষ্টা হয়। এইরূপ যখন অবস্থা, তখন কেই বা তোমার বন্ধু বা আত্মীয় এবং কি প্রকারেই বা সে আত্মীয় হইতে পারে?

অহং জাতস্ত্বয়া জাতো ময়া জাতস্ত্বমেব হি।
সুতৈশ্চ পিতরো জাতা মোহমায়াবিমোহিতাঃ॥ ৪৫

অহং ত্বয়া জাতঃ, ত্বয়া জাতোঽপি ত্বমেব হি ময়া জাতঃ, (এবং প্রকারেণ) মোহবিমোহিতাঃ পিতরঃ সুতৈশ্চ জাতাঃ॥৪৫

আমি তোমা হইতে জাত হইয়াছি, পরন্তু জাত হইলেও তুমিও আমা হইতে জাত হইয়াছ, এইভাবে মোহমুগ্ধ পিতৃগণ পুত্রগণ হইতে জন্মলাভ করিয়া থাকে॥ ৪৫

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণ দেহ সম্পর্কে আসিয়া মনের গঠন হইয়া, মন হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হইল বটে, কিন্তু জ্ঞান উৎপন্নবস্তু হইলেও জ্ঞানসংযোগে মনের ভিন্নাকারে জন্মের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মন মায়ামুগ্ধ, মায়ামুগ্ধ বলিয়াই সে অজ্ঞানরূপ পুত্রের দ্বারা নীত হয়, এবং নীত হইয়া সে বহুবিধ দেহসম্পর্কে আসিয়া তদ্ভাবাপন্ন হয় ও সেই সেই দেহাকারে তাহার জন্ম হয়, এবং সেই জন্মের কারণ হইল অজ্ঞান। এক্ষণে জ্ঞানসংযোগে সেই সেই আকার ঘুচিয়া মন ব্রহ্মের আকার লাভ করিতে চলিল, সুতরাং জ্ঞানের দ্বারা মনের ভিন্নজন্ম হইতেছে।

পরাশরো মহাতেজাস্তপোরাশিঃ পিতা তব।
সোঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তঃ, কা বার্ত্তা মদ্‌বিধেষু চ॥ ৪৬

মহাতেজাঃ তপোরাশিঃ তব পিতা পরাশরঃ (আসীৎ), সঃ অপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তঃ, মদ্বিধেষু (জনেষু) চ কা বার্ত্তা (কথা)?॥ ৪৬

আপনার পিতা পরাশর মহাতেজস্বী এবং তপোরাশিযুক্ত ছিলেন; তিনি ও মৃত্যুবশে গিয়াছিলেন (অর্থাৎ তাঁহার দেহ মৃত্যুমুখে গিয়া-

ছিল), অতএব মদ্‌বিধ লোকের কথা কি? (অর্থাৎ সকলকেই দেহ ছাড়িতে হইবে, অতএব দেহাবলম্বী মনের দেহানুগামী না হইয়া মনের উৎপত্তিস্থান পিতৃপদে আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য)॥ ৪৬

মন দেহসম্পর্কে মায়ামুগ্ধ। দেহই তাহার স্ত্রী ও সহধর্ম্মিণী, পরন্তু মমতাবশে মন ইহা ভুলিয়া গিয়াছে, সে দেহের সহধর্ম্মী হইয়া দেহকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য নিজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া দেহের সহধর্ম্মী হইয়া দেহসেবায় নিযুক্ত আছে। পরন্তু দেহ অনিত্য বস্তু, সে মৃত্যু-কবলে যায়, এবং মন তাহার অনুগামী বলিয়া মনের দেহ হইতে দেহান্তরে গতি হয়। মনের এইরূপ দুর্গতি অজ্ঞানবশে হইতেছে। মন ত জ্ঞানরূপ পুত্র লাভ করিল, পরন্তু মায়াঘোরে পুত্রের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া, অজ্ঞান আকার ধারণ করিয়া, পিতৃপন্থা অবলম্বন না করিয়া অন্যপন্থায় (দেহসম্পর্কীয় ইন্দ্রিয়পন্থায়) তাহার গতি হইয়াছে, সুতরাং তদ্দ্বারা পিতার (মনের) অধোগতি হইতেছে। কূটস্থব্রহ্মরূপ পিতৃসংযোগে অজ্ঞানের আকার পরিশোধিত হইয়া বিশুদ্ধাকার ধারণ করে, তখন অজ্ঞান জ্ঞানরূপে পরিণত হয়, এবং তদ্রূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুত্রই শুকদেব, তদীয় পিতার (মনের) অভ্যাসহেতু দেহসম্পর্কে গতি হইতেছে, এবং জ্ঞান পিতৃপদ (ব্রহ্মপদ) প্রতি লক্ষ্য করাইয়া দিয়া পিতার (মনের) উদ্ধারসাধনে যত্নবান হইয়াছে (পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনমিতি মনুঃ)।

অগস্ত্যো ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ ভৃগুরঙ্গিরসস্তথা।

তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা, অনিত্যে কা গতির্ম্মম॥ ৪৭

কেবলং তব পিতা ন, পরন্তু অন্যে চ বহবঃ ঋষয়ঃ মৃত্যুবশং গতাঃ যথা অগস্ত্যঃ, ঋষ্যশৃঙ্গঃ ভৃগুঃ তথা অঙ্গিরসশ্চ। তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তাঃ, (অতএব অস্মিন্) অনিত্যে (দেহে) [গতিং লব্ধ্বা] মম কা (শুভা) গতিঃ স্যাৎ (ইমাং দেহগতিং লব্ধ্বা কিং শুভফলং লভেয় ইত্যর্থঃ)॥ ৪৭

কেবল মাত্র আপনার পিতা নহে, পরন্তু অন্যান্য বহু ঋষিগণের ও দেহ মৃত্যুবশে গিয়াছে, যথা অগস্ত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, ভৃগু, অঙ্গিরস—ইঁহারা সকলেই মৃত্যুবশে গিয়াছেন। অতএব এই অনিত্য দেহে গতি হইয়া আমি কি শুভাগতি লাভ করিব? ॥ ৪৭

মার্কণ্ডেয়ো ভরদ্বাজো বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ।
তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা, অনিত্যে কা গতির্ম্মম ॥ ৪৮

মার্কণ্ডেয়ঃ, ভরদ্বাজঃ, মুনিপুঙ্গবঃ বাল্মীকিঃ, তে অপি (সর্ব্বে) মৃত্যুবশং প্রাপ্তাঃ, (অতএব) অনিত্যে (দেহসম্পর্কে) মম কা শুভা গতিঃ স্যাৎ ॥ ৪৮

মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি ইহারাও মৃত্যুবশে গিয়াছেন, অতএব এই অনিত্য দেহে গতি হইয়া আমার কি শুভ হইবে ? ॥ ৪৮

মাণ্ডব্যো গালবশ্চৈব শাণ্ডিল্যো মুনিরেব চ।
তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা, অনিত্যে কা গতির্ম্মম ॥ ৪৯

মাণ্ডব্যঃ গালবশ্চ তথা শাণ্ডিল্য মুনিঃ এব চ, তে (সর্ব্বে) মৃত্যুবশং প্রাপ্তাঃ, (অতএব) অনিত্যে (দেহসম্পর্কে) মম কা গতিঃ স্যাৎ ॥ ৪৯

মাণ্ডব্য, গালব এবং শাণ্ডিল্য মুনি ইহারাও মৃত্যুবশে গিয়াছেন। অতএব এই অনিত্য দেহগতিতে কি শুভ ফল হইবে ? ॥ ৪৯

দুর্ব্বাসাঃ কশ্যপশ্চৈব গোপালো গোলকস্তথা ॥
তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা, অনিত্যে কা গতির্ম্মম ॥ ৫০

দুর্ব্বাসাঃ কশ্যপশ্চ এব তথা গোপালঃ গোলকশ্চ তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তাঃ (অতএব) অনিত্যে মম কা গতিঃ স্যাৎ ॥ ৫০

দুর্ব্বাসা, কশ্যপ, গোপাল, গোলক প্রভৃতি মুনিগণ ও মৃত্যুবশে গিয়াছেন, অতএব এই অনিত্য দেহগতিতে শুভ কি আছে ? ॥ ৫০

যমশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জমদগ্নিস্তথৈব চ।
এতে চান্যে চ ঋষয়ঃ সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ ॥ ৫১

অস্য তাৎপর্য্যার্থঃ যথা—যমঃ, যাজ্ঞবল্ক্যঃ, জমদগ্নিঃ তথা যে চ অন্যে ঋষয়ঃ মুনয়ঃ বা মৃত্যুম্ অতিক্রম্য অমরা অভবন্, তে সর্ব্বে দেহং ত্যক্ত্বা অমরলোকং গতবন্তঃ ॥ ৫১

যম, যাজ্ঞবল্ক্য, জমদগ্নি এবং অন্যান্য যে সকল ঋষি ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মৃত্যুপথে গতিশীল হইয়া ছিলেন ॥ ৫১

এত কথা বলিবার উদ্দেশ্যে এই যে, যে সকল ঋষি ও মুনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অনিত্য দেহ ত্যাগ করিয়া অমরপদে গতিশীল হইয়াছেন।

অধঃশিরা ঊর্দ্ধপাদা বায়ুভক্ষ্যোঽম্বুভোজিনঃ।

তেঽপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অনিত্যে কা গতির্ম্মম ॥ ৫২

অধঃশিরাঃ ঊর্দ্ধপাদাঃ বায়ুভক্ষ্যাঃ (অথবা) অম্বুভোজিনঃ (যে পুরুষাঃ) তে অপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তাঃ, (অতএব) (দেহরূপে) অনিত্যে (বস্তুনি) মম কা গতিঃ স্যাৎ ॥ ৫২

যাঁহার মস্তক নমিত হইয়াছে, এবং পদযুগল ঊর্দ্ধে স্থিতিলাভ করিয়াছে, যিনি বায়ুভুক্ (অর্থাৎ যাঁহার শরীররক্ষার্থে অন্য আহারের আবশ্যকতা নাই, এবং কেবল মাত্র বায়ুভক্ষণ করিয়াই যিনি জীবন-ধারণ করিতে পারেন), অথবা যাঁহারা জলমাত্র পান করিয়া অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন; ইঁহারা সকলেই মৃত্যুবশে গিয়াছেন, অতএব দেহরূপ অনিত্য গতিতে আমার প্রয়োজন কি? ॥ ৫২

ঊর্দ্ধশিরাঃ—অর্থাৎ মস্তকোপরি গুরুপদে মনের অবস্থিতি হেতু মস্তকে ভারবোধ অনুভূত হয় এবং তার জন্য মস্তক নমিত হয়। কবির 'সাক্ষী' পরিচ্ছেদের ২২ শ্লোক দেখ—

কবির মাথেতে উৎরে, শব্দ বিহুনা হোয়।

তাকো কাল ঘসেটি হ্যায়, রাখি সকে নাহি কোয় ॥

অর্থাৎ সাধক গুরুসহ মাথায় থাকিয়া শব্দ (ওঁকার ধ্বনি) শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে, তথা হইতে নামিয়া আসিলেই মাথার ভার কমিয়া যায় এবং শব্দশূন্য হয় বলিয়া আনন্দচ্যুত হয়, তখন গুরুলব্ধ শক্তি প্রয়োগে সে বিষয়োপভোগে মত্ত থাকে, তখন অহঙ্কারের আবির্ভাব হইয়া সে জীবকে ঊর্দ্ধশির করিয়া দেয়, তখন জীবের মৃত্যু-বশে গতি হয়, এবং সে গতি নিবারণের কোন উপায় নাই। ঊর্দ্ধপাদঃ—শ্বাসপ্রশ্বাসকে হংস বলে (গুরুগীতা ৮৬ শ্লোক দেখ—'পদং হংস-

মূদাহৃতম্'। ইহারা মনকে নিম্নগামী করিয়া বিষয়োপভোগে রত করে, সুতরাং মৃত্যুর কারণ হয়। সে কারণ সাধক দৃঢ়ভাবে উর্দ্ধদেশে (কূটস্থপদে) থাকিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিরোধ করাইয়া উহাদের সেই পদে স্থিতিসম্পাদন করাইয়াছেন, (কবির 'সদ্‌গুরুকা অংশ', ২৩ শ্লোক দেখ)। বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এতাদৃশ যত্ন সহকারে যাঁহারা দেহরক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও দেহকে অনিত্যবোধে পরিহার করিয়া ব্রহ্মালয়ে চলিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে জগতের কুৎসিত বস্তুর স্থান হইতে পারে না বলিয়া, তাঁহারা জগতের বস্তু জগৎকে দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরেরও দেহরূপ পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গতি হইয়াছিল।

রাজা বেণুধকুমারো ধর্ম্মপুত্রঃ পুরুরবাঃ।
রঘুর্দশরথশ্চৈব ততস্তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৫৩

নহুষশ্চ দিলীপশ্চ নানানৃপবিচক্ষণাঃ।
কৌরবাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ॥ ৫৪

রাজা বেণুধকুমারঃ, ধর্ম্মপুত্রঃ (যুধিষ্ঠিরঃ), পুরুরবাঃ, রঘুঃ, দশরথশ্চ এব, ততঃ তৌ রামলক্ষ্মণৌ, নহুষশ্চ, দিলীপশ্চ, (এতে) নানা বিচক্ষণাঃ নৃপাঃ, কৌরবাঃ, পাণ্ডবাশ্চ এব সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ॥ ৫৩॥ ৫৪

রাজা বেণুধকুমার, ধর্ম্মপুত্র (যুধিষ্ঠির), পুরুরবা, রঘু, দশরথ, রামলক্ষ্মণ, নহুষ, দিলীপ প্রভৃতি সকল বিচক্ষণ নৃপতি, এবং কৌরব ও পাণ্ডবগণ সকলেই মৃত্যুপথে গিয়াছেন॥ ৫৩॥ ৫৪

অন্ধকো মহিষশ্চৈব কংসো বাণাসুরস্তথা।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব প্রহ্লাদশ্চ তথৈব চ॥ ৫৫

পুরন্দরপুরশ্চৈব, সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ।
ইন্দ্রশ্চ বরুণশ্চৈব কুবেরশ্চ তথৈব চ॥ ৫৬

অন্ধকঃ, মহিষঃ, তথা এব কংসঃ, বাণাসুরশ্চ, হিরণ্যকশিপুশ্চৈব তথা এব চ প্রহ্লাদশ্চ, পুরন্দরপুরশ্চ এব, ইন্দ্রশ্চ, বরুণশ্চ এব, তথা এব চ কুবেরশ্চ, সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ॥ ৫৫॥ ৫৬

অন্ধক. মহিষ, কংস, বাণাসুর, হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, পুরন্দরপুর, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, ইঁহাদের সকলেরই মৃত্যুপথে গতি হইয়াছে ॥৫৫॥৫৬

যক্ষাশ্চৈবাথ গন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্বে চ যমকিঙ্করাঃ।
দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ ॥৫৭

যক্ষাঃ অথ গন্ধর্ব্বাশ্চ, সর্ব্বে যমকিঙ্করাশ্চ, দৈত্যাশ্চ, দানবাশ্চ এব, সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ ॥ ৫৭

যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সকল যমকিঙ্করগণ, দৈত্য, দানব সকলেই মৃত্যুপথে গিয়াছেন ॥ ৫৭

সুগ্রীবশ্চ মহাতেজাস্তথা বালির্মহাবলঃ।
মহাবলো মহাতেজা হনূমাংশ্চ তথৈব চ ॥ ৫৮
নলশ্চ জাম্ববাংশ্চৈব সুষেণশ্চাঙ্গদস্তথা।
অপরা বানরা বীরাঃ সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ ॥ ৫৯

মহাতেজাঃ সুগ্রীবঃ, তথা চ মহাবলঃ বালিঃ, তথা এব মহাবলঃ মহাতেজাঃ হনূমান্ চ, নলশ্চ জাম্ববান্ চ এব, তথা সুষেণঃ, অঙ্গদঃ, তথা অপরাঃ বীরাঃ বানরাঃ চ, সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ ॥ ৫৮।৫৯

মহাতেজা সুগ্রীব, মহাবল বালি, মহাবল ও মহাতেজা হনূমান, নল, জাম্ববান, সুষেণ, অঙ্গদ ও অপরাপর বানরগণ সকলেরই মৃত্যুপথে গতি হইয়াছে ॥ ৫৮।৫৯

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বে লোকাশ্চরাচরাঃ।
ত্রৈলোক্যে তং ন পশ্যামি যো ভবেদজরামরঃ ॥ ৬০

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বে চরাচরাঃ লোকাঃ ত্রৈলোক্যে (সন্তি), (তস্মিন্ ত্রিলোকমধ্যে) তং ন পশ্যামি যঃ অজরামরঃ ভবেৎ ॥ ৬০

স্থাবরজঙ্গমাত্মক স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিলোকে যাহা কিছু শরীর-বিশিষ্ট হইয়া বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ সূক্ষ্ম কূটস্থব্রহ্ম হইতে জড় তৃণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেহসম্পন্ন বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে কেহই অজরামর বলিয়া দেখিতেছি না ॥ ৬০

কূটস্থব্রহ্মেরও দেহ আছে, যাহা স্বর্ণপাত্রের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় (ঈশোপনিষৎ ১৫ শ্লোক দেখ)। বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, দেহ ভঙ্গুর গুণসম্পন্ন এবং উহাকে কোন মতে চিরস্থায়ী করা যায় না।

সত্যধর্ম্মসমুৎপন্নঃ প্রব্রজ্যায়াং মহামুনে।
সংসারার্ণবভীতোঽহং গন্তুকামো ন সংশয়ঃ॥ ৬১

হে মহামুনে! অহং সত্যধর্ম্মসমুৎপন্নঃ, অহং সংসারার্ণবভীতঃ, অহং প্রব্রজ্যায়াং গন্তুকামঃ, (অত্র) সংশয়ঃ ন (কেনাপি কারণেন মম সঙ্কল্পরোধঃ ন ভবেদিত্যর্থঃ)॥ ৬১

হে মহামুনে, আমি সত্যধর্ম্মসমুৎপন্ন, আমি সংসারার্ণব হইতে ভীত, আমি প্রব্রজ্যাশ্রমে (ব্রহ্মালয়ে) যাইব ইহাতে সংশয় নাই অর্থাৎ কোন কারণে আমার গতিরোধের কারণ সম্ভব হইবে না॥ ৬১

সত্যধর্ম্মসমুৎপন্ন—অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মসম্পর্কে জাত বলিয়া ব্রহ্মপদেই তাহার গতি হইবে, এবং জগৎসম্পর্কে জন্ম হইলে জন্ম জন্মান্তর গতি হয়।

সংসারার্ণব—অর্থাৎ মোহসমুদ্র, যেখানে নিমজ্জনের ভয় আছে.

এবং নিরাকৃতো ব্যাসঃ শুকেনৈব মহাত্মনা।
পুত্রশোকেন সন্তপ্তো গতঃ শীঘ্রং সুরালয়ম্॥ ৬২

(সঃ) ব্যাসঃ মহাত্মনা শুকেন এব এবং নিরাকৃতঃ পুত্রশোকেন সন্তপ্তঃ (সন্) সুরালয়ং শীঘ্রং গতঃ॥ ৬২

মহাত্মা শুকদেব কর্ত্তৃক এইরূপে নিরাকৃত হইয়া পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া, ব্যাসদেব শীঘ্র সুরালয়ে যাইলেন॥ ৬২

জ্ঞান অভাবে মনের অস্তিত্বই থাকিবে না; এই বোধে মন শোকাকুল হইয়াছে যে, জ্ঞানের দ্বারা যখন নিষ্পন্ন হইল যে ভোগ বৃথা, এবং ভোগেচ্ছা আছে বলিয়াই জ্ঞানের অস্তিত্বের আবশ্যক হইয়া থাকে, তখন বৃথা-ভোগের নিষ্প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া জ্ঞানের অন্তর্ধান হইবার চেষ্টা হইতেছে, সুতরাং তৎসঙ্গে মনেরও লয় হইবে, সুতরাং সে

শোকাকুল। মনের এখনও সে অবস্থা হয় নাই যে, সে ভোগেচ্ছা অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহার মধ্যে এখনও ঐশ্বর্য্যভোগের বীজ নিহিত আছে, সুতরাং জ্ঞানের অবস্থিতি সম্পাদনের জন্য তাহার স্বরলোকে গতি হইতেছে। যাইবার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, স্বরলোক হইতে ঐশ্বর্য্য আনয়ন করিয়া জ্ঞানসমীপে উপস্থিত করিয়া যদি জ্ঞানের অন্তর্ধান-গতির বাধাস্বরূপে দাঁড় করাইয়া, সে কোনপ্রকারে সফলকাম হইতে পারে।

কূটস্থব্রহ্ম দ্বিবাহু বলিয়া কথিত হয় (গুরুগীতা ৫ পৃষ্ঠা দেখ), এক বাহু অক্ষরব্রহ্ম প্রতি উর্দ্ধদেশে উত্তোলিত আছে, এবং অপর বাহু নিম্নদেশে ঐশ্বর্য্যের প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে। উর্দ্ধোত্তোলিত বাহু অবলম্বনে বিচার হইতেছিল, পরন্তু মন সে বাহু অবলম্বনে অক্ষরব্রহ্মে গতিবিষয়ে অক্ষম বলিয়া, সে পশ্চাৎপদ হইয়া অপর বাহু প্রতি স্বরলোকের অপরাংশে আসিয়া পড়িল।

মনের ভোগেচ্ছা আছে বলিয়া সে জ্ঞানের মহিমা সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই—সে জ্ঞানকে অজ্ঞানের তুলনায় দেখিতেছে। সূক্ষ্ম ও জড়ের একত্র-সংযোগে মনের গঠন হইয়াছে, মন ইহাও দেখিয়াছে যে, জ্ঞানশূন্য হইয়া মনের জড়বিষয়ে পরিণতি হইলে, মনের লোপ হইয়া স্থাবর জড়রূপে উহার পরিণতি হয়, এবং জ্ঞান অভাবে নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে ইহা সে কখন ইচ্ছা করে না। এতাদৃশ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের বিচারবশে সম্প্রতি তাহার আশঙ্কা হইতেছে যে, বুঝি সূক্ষ্মে পরিণতি হইয়া মনের সেই দশা হয়, এবং মনের সূক্ষ্মাকাশে লয় হইয়া সে চৈতন্যশূন্য হয়। পরন্তু প্রত্যক্ষাভাবে মনের এখনও সে বোধ হয় নাই যে, সূক্ষ্মে লয় হেতু চৈতন্যের নাশ নাই। সূক্ষ্মব্রহ্ম চিৎস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, উহা এখনও মনের অপ্রত্যক্ষ রহিয়াছে বলিয়াই এই আশঙ্কার কারণ হইয়াছে, অর্থাৎ 'মরিয়া যাইব' এই ভয় মনোমধ্যে উদয় হইয়াছে। মন ভাবের অধীনে থাকিয়া ঐশ্বর্য্যভোগে প্রীতিলাভ করে, পরন্তু ভাবাতীত অবস্থাবিষয়ে সে এখনও অনভিজ্ঞ, উহাই স্বাধীনতার অবস্থা, সে অবস্থায় ভাবসুখকে অগ্রাহ্য করিয়া, আত্মা ভাবের অতীত স্বচ্ছন্দরূপ নিজভাবে অবস্থান করে। তখন তিনি ভাববশে নহেন, পরন্তু তাঁহা হইতে ভাবের কল্পনা প্রসূত হইতে

থাকে, এবং সৃষ্ট ভাব সকল নিম্নগামী হইয়া জগতে সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়।

সুরনাথং সমভ্যর্চ্চ্য রম্ভামাদায় তৎক্ষণাৎ।
আগতো ভগবান্ ব্যাসঃ পুত্রস্নেহান্নিজালয়ম্ ॥ ৬৩

(সঃ) ভগবান্ ব্যাসঃ সুরনাথং সমভ্যর্চ্চ্য রম্ভাম্ আদায় পুত্রস্নেহাৎ তৎক্ষণাৎ নিজালয়ম্ আগতঃ ॥ ৬৩

ভগবান্ ব্যাস সুররাজের যথাবিহিত অর্চ্চনা করিয়া রম্ভাকে লইয়া পুত্রস্নেহ হেতু তৎক্ষণেই নিজালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৩

কূটস্থব্রহ্মই সুররাজ, তাঁহার অপর নাম ইন্দ্র। তিনি সূর্য্যরূপে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' তিন লোকের অধিপতি, সুতরাং এই তিন লোকের ঐশ্বর্য্যের অধিপতিও তিনি। এক্ষণে কূটস্থধ্যানে থাকিয়া ঐশ্বর্য্যের স্বরূপ রম্ভা নাম্নী অপ্সরাকে সঙ্গে লইয়া নিজালয়ে অর্থাৎ সুরলোকের যে অংশ আশ্রয় করিয়া জ্ঞান ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, তথায় আসিয়া ব্যাসদেব উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে ঐশ্বর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের অতীত তুরীয় অবস্থা, উভয় অবস্থার মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিচার হইবে।

শুক উবাচ।

সংসার-ঘোরে সরুজে সদাকুলে,
শোকান্তরে দুঃখনিরন্তরান্তরে।
মোক্ষান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥ ৬৪

শুক উবাচ। সদাকুলে সরুজে (সদা রোগাভিভূতে ইত্যর্থঃ), শোকান্তরে (যস্য অন্তরে শোকো বিদ্যতে), দুঃখনিরন্তরান্তরে (যস্য অন্তরে নিরন্তরং দুঃখং বিদ্যতে), সংসারঘোরে (ঘোরে সংসারে) [স্থিতঃ সন্] যঃ পুরুষঃ মোক্ষান্তরং (সংসারাৎ ভিন্নং মোক্ষবিষয়কং কামাতিরিক্তং মোক্ষমূলং ধর্ম্মম্ ইত্যর্থঃ) ন সেবতে, তস্য নরস্য জীবনং বৃথান্তরম্ (তজ্জীবনং বৃথৈব অন্তরযুক্তম্) ॥ ৬৪

• শুক কহিলেন। রোগ, শোক ও দুঃখপূর্ণ এই ঘোর সংসারে আসিয়া, যে ব্যক্তি সংসার ধর্ম্ম পরিহার করিয়া (কামাতিরিক্ত) মোক্ষ-ধর্ম্মসেবী না হয়, তাহার বৃথাজীবন বুঝিতে হইবে॥ ৬৪

রম্ভোবাচ।

বসন্তমাসে কুসুমৌঘসঙ্কুলে,
বনান্তরে পুষ্পনিরন্তরান্তরে।
কামান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥ ৬৫

রম্ভোবাচ। কুসুমৌঘসঙ্কুলে বসন্তমাসে, পুষ্প-নিরন্তরান্তরে (নিরন্তরং পুষ্পাদিভিঃ পরিশোভিতে) বনান্তরে (তপোবনাৎ ভিন্নে বাহ্যশোভাভিঃ পরিপূরিতে বনে), কামান্তরং (কামভাবঃ বিরাজতি যত্র তং কামধর্ম্মং), যঃ পুরুষঃ ন সেবতে, তস্য নরস্য জীবনং বৃথান্তরম্ (বৃথৈব তজ্জীবনলাভঃ)॥ ৬৫

রম্ভা বলিলেন। কুসুমরাজিসমাকুল বসন্তকালে নিরন্তর পুষ্পপুঞ্জে সুশোভিত কামবিরাজিত উপবনে যে ব্যক্তি কামসেবী নহে, তাহার বৃথাজীবন বুঝিতে হইবে॥ ৬৫

উত্তুঙ্গপীনস্তনবর্ত্তুলান্তরং,
মুক্তাবলীহারবিভূষিতান্তরম্।
স্তনান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥ ৬৬

উত্তুঙ্গৌ, পীনৌ, বর্ত্তুলাকারৌ (বর্ত্তুলাকারবিশিষ্টৌ) স্তনৌ (তয়োঃ) অন্তরং (মধ্যভাগং) মুক্তাবল্যা গ্রথিতহারেণ বিভূষিতং যদন্তরং, তৎ স্তনান্তরং যঃ পুরুষঃ ন সেবতে, তস্য নরস্য জীবনং বৃথান্তরং (বৃথৈব ভবতীত্যর্থঃ)॥ ৬৭

উন্নত, পীন ও বর্ত্তুলাকার স্তনযুগলের মধ্যভাগ যাহা মুক্তাহারের দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, যে পুরুষ তদ্রূপ স্তনান্তরসেবী নহে তাহার বৃথা জীবন বুঝিতে হইবে॥ ৬৬

শুক উবাচ ।

মায়া-বিমোহক্ষয়কারকান্তরং,
নেত্রান্তরং ধ্যাননিমীলিতান্তরম্ ।
যোগান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥ ৬৭

অত্র সর্ব্বমেব দৃষ্টিদোষেণ ভবতি তদর্থম্ কথয়তি ।

শুক উবাচ । (মায়য়া আক্রান্তং তদ্বেতোঃ মোহনগুণসম্পন্নং যৎ নেত্রং তস্য ক্ষয়কারকং) নেত্রান্তরং (অপরনেত্রং), (তস্য লক্ষণং যথা) ধ্যাননিমীলতান্তরং (অন্তরস্থিতব্রহ্মধ্যানে বিলয়গতং) যোগান্তরং (ব্রহ্মণিযুক্তং ন তু কাম্যবস্তুনি), (এতাদৃশং) যোগান্তরং যঃ পুরুষঃ ন সেবতে (তাদৃশনেত্রযোগেন ন পশ্যতি), তস্য নরস্য জীবনং বৃথান্তরং (বৃথৈব ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৬৭

এক্ষণে সমস্তই দৃষ্টিদোষে হইয়া থাকে তদুদ্দেশে বলিতেছেন ।

শুক বলিলেন । মায়ার দ্বারা আক্রান্ত বলিয়া বিমোহের কারণ হইয়াছে কামনেত্র । তাহারই ক্ষয়ের জন্য অপর নেত্র আছে । সে নেত্র অন্তরস্থিত ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া বিলয়প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ বিষয়ধ্যানে লয় নাই), সে নেত্র ব্রহ্মে যুক্ত আছে এবং কাম্যবস্তুতে নহে ; এতাদৃশ নেত্রসংযোগে যাহার দর্শন হয় না, তাদৃশ নরের জীবন বৃথা বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬৭

রম্ভোবাচ ।

লোলীকৃতং কজ্জলরঞ্জিতান্তরং,
দীর্ঘং বিশালং নয়নান্তরান্তরম্ ।
নেত্রান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥ ৬৮

রম্ভোবাচ । লোলীকৃতং (চপলং), কজ্জলরঞ্জিতান্তরং (কজ্জলেন রঞ্জিতং অন্তরং যস্য), দীর্ঘং, বিশালং চ যৎ নয়নান্তরং তস্য অন্তরং

অনুপ্রবিশ্য তৎ (কামস্পৃক্ নেত্রান্তরং যঃ পুরুষঃ ন সেবতে, তস্য নরস্য জীবনং বৃথান্তরম্ (বৃথৈব ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৬৮

রম্ভা কহিলেন। কজ্জলের দ্বারা রঞ্জিত যাহার অন্তর, দীর্ঘ ও বিশাল আকারযুক্ত, এবং চপলতা গুণযুক্ত যে অপর নেত্র, তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া নয়নের কামস্পর্শী ভাব গ্রহণে যে পুরুষ অসমর্থ, তাদৃশ নরের জীবন বৃথা জীবন বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬৮

কস্তূরিকাকুঙ্কুমচর্চ্চিতান্তরং,
কেয়ুরভূষাদিবিভূষিতান্তরম্।
ভুজান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥ ৬৯

কস্তূরিকাকুঙ্কমাদিভিঃ চর্চ্চিতং অন্তরং (অবয়বঃ) যস্য, কেয়ূরভূষণাদিভিঃ বিভূষিতং অন্তরং (অবয়বঃ) যস্য, (তাদৃশং) ভুজান্তরং (ভুজবিশেষং) যঃ পুরুষো ন সেবতে, তস্য নরস্য জীবনং বৃথান্তরম্ (বৃথৈব ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৬৯

কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্বারা চর্চ্চিত এবং কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণাদি দ্বারা বিভূষিত রমণী-ভুজ-বিশেষকে যে ব্যক্তি সেবা না করে, তাহার বৃথা জীবন বুঝিতে হইবে ॥ ৬৯

শুক উবাচ।

পৈশুন্যহীনং বিজনেষু ভোজনং,
বৃক্ষে নিবাসঃ ফলমূলভক্ষণম্।
তপোবনং যঃ পুরুষো ন সেবতে;
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥ ৭০

(যস্মিন্ তপোবনে) বিজনেষু পৈশুন্যহীনং ভোজনং (ভবতি), যত্র চ বৃক্ষে নিবাসঃ ফলমূলভক্ষণং চ (ভবতি), তাদৃশং তপোবনং যঃ পুরুষো ন সেবতে, তস্য নরস্য জীবনং বৃথান্তরম্ ॥ ৭০

যে তপোবনে বিজনে পৈশুন্যহীন আহার হইয়া থাকে, যেখানে

বৃক্ষে বাস এবং ফলমূল ভক্ষণ হয়, তাদৃশ তপোবনসেবী যে ব্যক্তি না হয়, তাহার বৃথা জীবন বুঝিতে হইবে ॥ ৭০

মন যতক্ষণ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ রহিয়াছে, ততক্ষণ সত্তা রক্ষার জন্য তাহার আহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সেবী তাহার ইন্দ্রিয় অনুজ্ঞায় বহুবিধ আহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, সুতরাং 'এটা চাই', 'ওটা চাই' এইভাবে ইন্দ্রিয়াহার সংগ্রহের জন্য তাহাকে অসূয়াভাবযুক্ত হইয়া থাকিতে হয়; যে ব্যক্তি ব্রহ্মসেবী তাহাকে জনাকীর্ণ স্থানে ইন্দ্রিয়বিষয় মধ্যে থাকিতে হয় না, তিনি নির্জ্জনে ব্রহ্মসেবাতেই রত থাকেন, সুতরাং সে স্থানে পৈশুন্যদোষ নাই। সে ব্যক্তি ব্রহ্মভাবগ্রাহী বলিয়া ব্রহ্মানন্দই তাঁহার আহার হইয়াছে (মূল স্বরূপ হইতেছেন ব্রহ্ম, তদবলম্বনে জীব তুষ্ট, তাহার ফলস্বরূপ মন আনন্দ অনুভব করে এবং উহাই তাহার ভোজন হইয়াছে)। এইরূপ ব্রহ্মবৃক্ষে জীবের বাস হইয়াছে (ইহাই শুকপক্ষীর বৃক্ষাবাস)। সে বৃক্ষের স্থিতি হইতেছে তপোবনে (ভ্রূদ্বয়মধ্যবর্ত্তি স্থান)। যে ব্যক্তি এইরূপ তপোবনসেবী নহে, তাহার বৃথাজীবন বুঝিতে হইবে ॥

ভীতে ক্ষুধার্ত্তে বিকলান্তরান্তরে,
রোগাভিভূতে সুখদুঃখিতান্তরে।
দয়ান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥ ৭১

(অস্মিন্ লোকে) ভীতে, ক্ষুধার্ত্তে, বিকলান্তরান্তরে (অত্যন্ত বিকলচিত্তযুক্তে), সুখদুঃখিতান্তরে রোগাভিভূতে (সতি) যঃ পুরুষো দয়ান্তরং (ব্রহ্মরূপং ন সেবতে, তস্য নরস্য জীবনং বৃথান্তরম্ ॥ ৭১

এই লোক ভীত, ক্ষুধিত, বিকলচিত্তযুক্ত, সুখী, দুঃখী এবং রোগাভিভূত বলিয়া যে ব্যক্তি দয়ার স্বরূপ বিভিন্ন পুরুষের সেবা না করে, তাহার বৃথা জীবন বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ৭১

ব্রহ্ম দয়ার স্বরূপ, এ দয়া জাগতিক দয়ার মত দয়াভাব নহে। জাগতিক দয়া হেতু প্রতীকারের দ্বারা দুঃখ সাময়িকভাবে নিবৃত্ত হয়, ক্ষুধিত ব্যক্তির ক্ষুধাবেগ সাময়িকভাবে নিবৃত্ত হয়, বিকলচিত্ত জীবের সাময়িকভাবে বিকলতাদোষ নিবারিত হয়, এবং সুখদুঃখ ও রোগাভি-

ভূতি সাময়িক ভাবে নিবৃত্তি পায়; পরন্তু এ দয়ার বিশেষত্ব আছে, ইহার দ্বারা ক্ষুধা, ভীতি, চিত্তবিকলতাদোষ, এবং সুখদুঃখ ও রোগাভি-ভূতির আবির্ভাবের কারণ দূরীভূত হয়। এইরূপ দয়াস্বরূপ ব্রহ্মের যে ব্যক্তি সেবা করে না, তাহার বৃথাজীবন বুঝিতে হইবে।

রম্ভোবাচ।

লবঙ্গকর্পূরসুবাসিতান্তরং,
তাম্বুলরক্তৌষ্ঠবিভূষিতান্তরম্‌।
মুখান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্‌॥ ৭২

রম্ভা উবাচ। লবঙ্গকর্পূরাভ্যাং সুবাসিতং অন্তরং (অবয়বঃ) যস্য তাম্বূলেন রক্তং (রঞ্জিতং) ওষ্ঠং তেন বিভূষিতং যস্য মুখস্য অন্তরং, তৎ মুখান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে, তস্য জীবনং বৃথান্তরম্‌॥ ৭২

রম্ভা কহিলেন। লবঙ্গ ও কর্পূর দ্বারা সুবাসিত হইয়াছে যে মুখাবয়ব, এবং তাম্বুলের দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে যে মুখস্থিত ওষ্ঠ, সেই মুখাবয়বের যে পুরুষ সেবী নহে, তাহার বৃথা জীবন বুঝিতে হইবে॥ ৭২

গম্ভীরনাভিত্রিবলীকৃতান্তরং,
শ্রোণ্যন্তরং মেখলমণ্ডিতান্তরম্‌।
কট্যন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্‌॥ ৭৩

ত্রিবলীকৃতা গম্ভীরা নাভিযুক্তা যৎ অন্তরং (অবয়বঃ), মেখলেন মণ্ডিতং অন্তরং শ্রোণ্যাঃ যৎ অন্তরং (শোভয়া বিভূষিতাবয়বঃ), এবম্ভূতং কট্যন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে, তস্য নরস্য জীবনং বৃথান্তরম্‌॥ ৭৩

ত্রিবলীকৃত গম্ভীর নাভিযুক্ত যে অবয়ব এবং কটিদেশ মেখলামণ্ডিত যে কটিদেশের অবয়ব, যে পুরুষ না সেবা করে, সে ব্যক্তির জীবন বৃথা বুঝিতে হইবে॥ ৭৩

শুক উবাচ।

ওঁকারমূলং পরমং পদান্তরং,
গায়ত্রীসাবিত্রীসুভাষিতান্তরম্।
বেদান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥ ৭৪

শুকঃ উবাচ। গায়ত্রীসাবিত্রীভ্যাম্ সুভাষিতং অন্তরং (অবয়বঃ) [যস্য], ওঁকারমূলং পরমং পদান্তরং (তৎ) বেদান্তরং (পদং) যঃ পুরুষো ন সেবতে, তস্য নরস্য জীবনং বৃথান্তরম্ (জ্ঞেয়ম্)॥ ৭৪

শুক কহিলেন। যে শ্রেষ্ঠ পদান্তর (অর্থাৎ উহা জগৎসম্পর্কীয় নিকৃষ্টপদ নহে) লাভের জন্য ওঁকার সাধনই মূলস্বরূপ হইতেছে, যাহা বেদান্তর বলিয়া কথিত হয় (অর্থাৎ যাহা বেদান্তর্গত বিদ্যা নহে, পরন্তু জগতের উৎপত্তি যেখান হইতে হইয়াছে, তৎসম্বন্ধিনী বিদ্যা), যাহার অবয়ব গায়ত্রী ও সাবিত্রীর দ্বারা বিভূষিত, তদ্রূপ বেদান্তর পদের (অর্থাৎ বেদ বা বিদ্যা যাহার অন্তর্নিহিত আছে) যে পুরুষ সেবা না করে, তাহার জীবন বৃথা বলিয়া বুঝিতে হইবে॥ ৭৪

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু রম্ভা বলিল যে নারী (অর্থাৎ প্রকৃতি) অবয়ব কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতি বহুবিধ ইন্দ্রিয়বিষয় দ্বারা সুশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে, অতএব উহা পরিত্যাজ্য নহে, এবং চৈতন্য স্বরূপ চৈতন্যদানের দ্বারা প্রকৃতির অঙ্গে ভূষণস্বরূপ হইয়া থাকিলে, তবে ব্রহ্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইবে; অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের মাহাত্ম্যের প্রকাশক না হইয়া পুরুষকে নিজমাহাত্ম্যের প্রকাশক করিতে চায়। উত্তরে শুকদেব বলিতেছেন যে প্রকৃতি সাবিত্রী ও গায়ত্রীরূপে ব্রহ্মের ভূষণ-স্বরূপে আছেন বলিয়াই প্রকৃতির মাহাত্ম্য বুঝা যাইতেছে, নচেৎ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের অভাব প্রকৃতিসত্তার মাহাত্ম্য কিছুই নাই, এবং চৈতন্য অভাবে প্রকৃতিসত্তা লোপ পায়। গায়ত্রী— 'গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী সা ততঃ স্মৃতা।'—ইতি স্মৃতিঃ অর্থাৎ ওঁকার-গতির দ্বারা গায়ত্রীসাধন কূটস্থপদে স্থিতিলাভ করিয়া জীবের ত্রাণ হয় বলিয়া ইঁহার নাম গায়ত্রী। কূটস্থপদে আসিয়া জীব ব্রহ্মলাভ করিয়া জগৎসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানসম্পন্ন হয় বলিয়া ইঁহার নাম বেদমাতা।

সাবিত্রী—ব্রহ্মপত্নী। ইনি সূর্য্যস্বরূপ কূটস্থব্রহ্মের চতুষ্পার্শ্বে সৌন্দর্য্য বিকাশের দ্বারা অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ভূষণ স্বরূপ। ইনি বেদ প্রসব করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম সাবিত্রী—বেদপ্রসবনাচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ (বহ্নিপুরাণ)।

শব্দান্তরং মুক্তিনিরাকৃতান্তরং,
তত্ত্বান্তরং নীতিনিরন্তরান্তরম্।
শাস্ত্রান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥ ৭৫

অথ বেদপদং বর্ণয়িত্বা বেদান্তপদং বর্ণয়তি।

(তৎ) শব্দান্তরং (ওঁকারশ্রুতেরতীতপদং), মুক্তিনিরাকৃতান্তরং (তৎ পদং মুক্তিফলপ্রদং, তয়া মুক্ত্যা নিরাকৃতান্তরং [সর্ব্বভাবেন সংস্কারশূন্যভাবসম্পন্নং যৎ পদমিত্যর্থঃ], নীতিনিরন্তরান্তরং (নিরন্তরং শব্দার্থজ্ঞাপকং), শাস্ত্রান্তরং (শাসনাৎ পরং অতঃ শাসনাতীতপদং), তাদৃশং পদং যঃ পুরুষঃ ন সেবতে, তস্য নরস্য জীবনং বৃথান্তরম্॥ ৭৫

বেদপদসম্বন্ধে বলিয়া পরে বেদান্তপদ সম্বন্ধে বলিতেছেন।

সে পদ ওঁকার শ্রুতির অতীত বলিয়া শব্দান্তর অর্থাৎ সেখানে গিয়া ওঁকারের লয় হয়, উহা মুক্তিনিরাকৃতান্তরপদ, অর্থাৎ উহা মুক্তিপদ বলিয়া (বন্ধনের কারণস্বরূপ) সর্ব্বপ্রকার সংস্কার তথা হইতে নিরাকৃত হয়; উহা নীতিনিরন্তরান্তর পদ অর্থাৎ উহা অর্থের স্বরূপ এবং শব্দের উৎপত্তিস্থান বলিয়া তথা হইতে অর্থস্রোত বাক্যরূপে নিরন্তর বাহিত হইতেছে (নীতি—নী [বহনে] অর্থাৎ যেখান হইতে অর্থ বাহিত হইতেছে); উহা শাস্ত্রান্তর অর্থাৎ কূটস্থপদে জীব কূটস্থব্রহ্মশাসনে থাকিয়া ইন্দ্রিয়পীড়ন হইতে রক্ষা পায়, পরন্তু এখানে আসিয়া জীব শাসনমুক্ত হয়, কারণ ইন্দ্রিয়গণের তথায় সংস্কাররূপে যাইবার সামর্থ্য নাই। এতাদৃশ পদের যে পুরুষ সেবা না করে, তাহার জীবন বৃথান্তর বুঝিতে হইবে॥ ৭৫

রম্ভা উবাচ।

যে চ ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
জ্যোতীরূপা মহাসিদ্ধাস্তৈস্তৈর্নার্য্যঃ সুসেবিতাঃ॥ ৭৬

রম্ভা উবাচ। যে জ্যোতীরূপা মহাসিদ্ধাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ দেবাঃ শৌনকাদয়ঃ **ঋষয়শ্চ** (আসন্), তৈঃ তৈঃ নার্য্যঃ সুসেবিতাঃ॥ ৭৬

রম্ভা কহিলেন। জ্যোতিঃস্বরূপ মহাসিদ্ধ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এবং শৌনকাদি ঋষিগণ সকলেই নারীসেবক (প্রকৃতিসেবক) ছিলেন॥ ৭৬

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শুকদেব ত বেদান্ত পদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কথা বলিলেন, তথাপি ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এবং ঋষিগণ কি কারণে প্রকৃতিসেবক হইয়াছিলেন?

স্ত্রীমুদ্রাং মকরধ্বজস্য জয়িনঃ সর্ব্বার্থসম্পাদিনীং,
যে মোহাদবধীরয়ন্তি কুধিয়ো মিথ্যাফলান্বেষিণঃ।
তে তেনৈব নিহত্য নির্ভরতয়া লঘ্বীকৃতা বঞ্চিতাঃ,
কেচিৎ পঞ্চশিখিব্রতাশ্চ জটিলাঃ কাপালিকাশ্চাপরে॥ ৭৭

জয়িনঃ মকরধ্বজস্য সর্ব্বার্থসম্পাদিনীং স্ত্রীমুদ্রাং যে মোহাৎ (মোহ-বশাৎ) অবধীরয়ন্তি, তে কুধিয়ঃ মিথ্যাফলাকাঙ্ক্ষিণশ্চ, (তে) তেনৈব নির্ভরতয়া (মোহনির্ভরতয়া) [স্বার্থং] নিহত্য লঘ্বীকৃতাঃ বঞ্চিতাশ্চ, (তেষাং মধ্যে) কেচিৎ পঞ্চশিখিব্রতাঃ, (কেচিৎ), জটিলাঃ, অপরে চ কাপালিকাঃ॥ ৭৭

স্ত্রীমুদ্রাবলে কন্দর্পদেব সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, মোহবশে যাহারা উহা অগ্রাহ্য করে, তাহারা মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বেদবেদান্তপদাভিলাষী হইয়া মিথ্যাফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে, এবং তদ্রূপ মোহবশে তাহারা নিজস্বার্থ নষ্ট করিয়া লঘুভাবসম্পন্ন হয় এবং সুখের কারণ কামনা বিবর্জ্জিত হইয়া সুখোপভোগে বঞ্চিত হয়। এতাদৃশ প্রবঞ্চিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ বা পঞ্চশিখিব্রতাবলম্বী, কেহ বা জটিল এবং কেহ বা কাপালিকবেশধারী॥ ৭৭

শুক উবাচ।

এতান্ পশ্যসি নির্ম্মলান্ সুতিলকান্ মুক্তাবলীমণ্ডিতান্,
নৈব পশ্যসি পূতিকব্রণমুখং দুর্গন্ধিদোষান্বিতম্।
নানা-মূত্রপুরীষদোষবহুলং বস্ত্রেণ সংবেষ্টিতম্,
নারী নাম নরস্য মোহনপদং স্বর্গস্য মার্গার্গলম্॥ ৭৮

শুকঃ উবাচ। বাহ্যদৃষ্ট্যৈব ত্বং নারীজনান্ ঈদৃশান্ পশ্যসি, যথা নির্ম্মলান্, সুতিলকান্ মুক্তাবলীমণ্ডিতান্, অপি চ অন্তর্দৃষ্ট্যা ত্বং ন পশ্যসি, যাথার্থ্যতঃ তস্যাঃ রূপং যথা—তৎ পূতিকব্রণমুখং, দুর্গন্ধিদোষান্বিতং, নানামূত্রপুরীষ-দোষবহুলং, বস্ত্রেণ সংবেষ্টিতং (চর্ম্মভূষণাদিবস্তুভিঃ আচ্ছাদিতং), নারী নাম ('নারী', ইতি নাম্না খ্যাতং) নরস্য মোহনপদং, স্বর্গস্য মার্গার্গলম্ (স্বর্গমার্গে গতিরোধকম্)॥ ৭৮

শুকদেব কহিলেন—নারী অবয়ব সম্বন্ধে তোমার বাহ্যভাবে দর্শন হইতেছে বলিয়া, তুমি উহা নির্ম্মল, সুদর্শন, এবং মুক্তাবলীমণ্ডিত দেখিতেছ: পরন্তু অন্তদৃষ্টিতে দেখিতে পাইবে যে, উহা নরবিমোহনপদ, পূতিকব্রণবহুল-মুখযুক্ত, দুর্গন্ধদোষযুক্ত, মূত্রপুরীষাদি নানাবিধ দোষবহুল চর্ম্মভূষণাদি বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বর্গমার্গের অর্গলস্বরূপ॥ ৭৮

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীব বাহ্যদর্শনের দ্বারা প্রকৃতি-রূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া, উহাকে বহুগুণসম্পন্না ভাবিয়া থাকে, পরন্তু দৃষ্টি মোহশূন্য হইলে, উহা সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত, বহুভাবে কলুষিত, এবং জীবের স্বর্গপথ গমনের অর্গলস্বরূপ বলিয়া বুঝা যায়।

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে,
স্বভাবদুর্গন্ধবিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে,
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ৭৯

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে, স্বভাবদুর্গন্ধবিনিন্দিতান্তরে, মূত্রপুরীষভাবিতে কলেবরে মূঢ়াঃ রমন্তি, পণ্ডিতাঃ বিরমন্তি (ন রমন্তি ইত্যর্থঃ)॥ ৭৯

অমেধ্যপূর্ণ, কৃমিজালসমাকুল, স্বভাবতঃ যাহার অন্তর দুর্গন্ধাদির

দ্বারা বিনিন্দিত এবং মলমূত্রের দ্বারা ভাবিত, এমত দেহসম্পর্কে মূঢ়-ব্যক্তিগণ রমণ করে এবং পণ্ডিতগণ নহে ॥ ৭৯

অমেধ্য—অপবিত্র। যাহার যজ্ঞের দ্বারা পবিত্রীকরণ সম্ভব হয়, তাহাই মেধ্য এবং যাহা যজ্ঞাহুতিতে উৎসর্গীকৃত হইতে পারে না, তাহাই অমেধ্য। এই শরীরই অমেধ্য, ইহাকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, এবং ইহাকে ভেদ করিয়া উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া পিতৃপদে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, পরন্তু শরীর সমভিব্যাহারে কদাপি পিতৃপদে যাওয়া সম্ভব হয় না।

স্বভাবতঃ দুর্গন্ধযুক্ত এবং মূত্রপুরীষ দ্বারা ভাবিত কলেবর—অর্থাৎ স্বভাবতঃ দুর্গন্ধ এবং মলমূত্রযুক্ত বলিয়া, উহা নিম্নজগতের বস্তু, সুতরাং নিম্নজগতেই উহার স্থান হইয়া থাকে, এবং কোন প্রকারে উর্দ্ধগতি হইয়া পবিত্র দেশে উহার স্থান সম্ভব হয় না।

পণ্ডিতাঃ—'পণ্ডা' অর্থাৎ জ্ঞান, যাঁহার উর্দ্ধদেশের জ্ঞান হইয়াছে, তিনি পূর্ব্বোক্ত কুৎসিতসম্পর্কে রমণ করেন না, এবং যে ব্যক্তি তদ্রূপ জ্ঞানবিষয়ে মূঢ়, সেই রমণ করে (গীতা ১৫শ অঃ, ১০ম শ্লোক দেখ—'বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ')।

ব্রণমুখমিব দেহং পূতিচর্ম্মাবনদ্ধং,
ক্রিমিকুলশতপূর্ণং মূত্রবিষ্ঠানুলেপম্।
বিগতবহুরূপং সর্ব্বভোগাদিবাসং,
ধ্রুবমরণনিমিত্তং কিন্তু মোহপ্রসক্ত্যা ॥ ৮০

দেহং ব্রণমুখমিব, পূতিচর্ম্মাবনদ্ধং, ক্রিমিকুলশতপূর্ণং, মূত্র-বিষ্ঠানুলেপং, বিগতবহুরূপং, (বহুরূপবিশিষ্টং) ধ্রুবমরণনিমিত্তং (ভবতি), কিন্তু (পরন্তু) মোহপ্রসক্ত্যা (মোহবলাৎ) সর্ব্বভোগাদিবাসং (সর্ব্ববিধসুখোপভোগানাং মূলকারণমিব প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৮০

এই দেহ ব্রণমুখের ন্যায়, পূতিচর্ম্মের দ্বারা আবৃত, শত শত ক্রিমি-কুলপূর্ণ, মূত্রবিষ্ঠার দ্বারা অনুলিপ্ত, উহা বহুরূপবিশিষ্ট এবং উহা মরণের নিশ্চিত কারণ; পরন্তু মোহবশতঃ উহা সুখোপভোগের মূলকারণ বলিয়া অনুমিত হয় ॥ ৮০

ব্রণমুখ—'ব্রণ' অর্থাৎ যাহা অঙ্গকে ভেদ করে অর্থাৎ এই দেহাসক্তিই মনের অঙ্গের ভেদক।

পূতিচর্ম্মাবনদ্ধ—দেহ পূতিচর্ম্মের দ্বারা আবৃত বলিয়া তৎসংসর্গে মনও পূতিভাব প্রাপ্ত হয় এবং মনের পূতভাব নষ্ট হয়।

ক্রিমিকুলশতপূর্ণ—ক্রিমিকুল দেহকে দংশন করিয়া দেহকে কষ্ট দিয়া থাকে, তৎসম্পর্কে মন থাকিলে মনও যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়।

মূত্রবিষ্ঠানুলেপ—দেহ হইতে মূত্র ও বিষ্ঠা সর্ব্বদা নির্গত হইতেছে, ইহা দেখিয়াও আমরা দেহের যথাযথ রূপবিষয়ে অবগত নহি, এবং মোহবশে আমরা উহাকে গ্রহণযোগ্য সুখবস্তু বলিয়া ভাবিয়া থাকি।

বিগতবহুরূপ—জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ইহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, মোহদৃষ্টির দ্বারা দৃষ্ট ইহার বহুরূপ ঘুচিয়া যায়, পরন্তু মোহদৃষ্টিতে উহা বহুরূপবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়।

সর্ব্বভোগাদিবাস—মোহমুগ্ধজীবগণের নিকট এইরূপ কুৎসিত দেহ সর্ব্বপ্রকার সুখোপভোগের আদিকারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ধ্রুবমরণনিমিত্ত—মোহের দ্বারা আসক্তচিত্ত হইয়া ভোগ হইলে, এই দেহ মরণের নিশ্চিত কারণ হয়।

ইদমেব ক্ষয়দ্বারং ন পশ্যসি কদাচন।

ক্ষীয়ন্তে যত্র সর্ব্বাণি যৌবনানি ধনানি চ ॥ ৮১

ইদম্ (প্রকৃতিদেহম্) এব ক্ষয়দ্বারং, (ইতি) কদাচিৎ ন পশ্যসি কিম্? যত্র (যস্মিন্ দেহে) সর্ব্বাণি যৌবনানি ধনানি চ ক্ষীয়ন্তে ॥ ৮১

প্রকৃতি দেহই ক্ষয়ের দ্বারস্বরূপ, ইহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? (গীতা ১৬শ অঃ, ৯ম শ্লোক); তথায় ধন যৌবন সমস্তই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ প্রকৃতিলব্ধ ধন যৌবন প্রকৃতিদেহেই লয়প্রাপ্ত হয়) ॥ ৮১

শুকস্য বচনং শ্রুত্বা নিষ্ঠুরং চাতিনিস্পৃহম্।

সাথ লজ্জাপরা রম্ভা প্রযযৌ শক্রসন্নিধৌ ॥ ৮২

শুকস্য নিষ্ঠুরং অতিনিঃস্পৃহং চ বচনং শ্রুত্বা রম্ভা লজ্জাপরা শক্রসন্নিধৌ প্রযযৌ ॥ ৮২

শুকদেবের অত্যন্ত স্পৃহাশূন্য নিষ্ঠুরবচন শ্রবণ করিয়া রম্ভা লজ্জা পরায়ণা হইয়া, শক্রসমীপে গেলেন ॥ ৮২

নিষ্ঠুর—ইহা প্রকৃতিনিগ্রহের কথা এবং প্রকৃতি পোষণের কথা নহে, সুতরাং নিষ্ঠুর।

নিঃস্পৃহ—স্পৃহাই প্রকৃতিধর্ম্মের ভূষণস্বরূপ, পরন্তু ইহা স্পৃহাশূন্য কথা সুতরাং নিষ্ঠুর।

লজ্জাপরা—গুপ্তপাপ প্রকাশিত হইলেই পাপ গোপনের জন্য লজ্জার আবির্ভাব হয়।

শক্র সমীপে—অর্থাৎ কূটস্থব্রহ্মসমীপে। তিনিই প্রকৃতিপতি, এবং প্রকৃতি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করে। প্রকৃতিকে শক্তিরূপা বলা হয়, এবং সেই শক্তি তিনি সর্ব্বসামর্থ্যসম্পন্ন নিজপতি শক্রের (শক্—সামর্থ্য) নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। সুতরাং প্রকৃতি নিজ সামর্থ্য রক্ষার জন্য পতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; নচেৎ শূন্যব্রহ্মপদে গিয়া শক্তিহারা হইয়া তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

তস্যাং গতায়াং রম্ভায়াং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।

পুনরুবাচ বচনং শুকং স্নেহসমাকুলঃ ॥ ৮৩

তস্যাং রম্ভায়াঃ গতায়াং (সত্যাং) সত্যবতীসুতঃ ব্যাসঃ স্নেহ-সমাকুলঃ (সন্) শুকং (প্রতি) বচনং পুনরুবাচ ॥ ৮৩

রম্ভা চলিয়া গেলে সত্যবতীসুত ব্যাসদেব পুত্র প্রতি স্নেহসমাকুল হইয়া পুনরায় বলিলেন ॥ ৮৩

স্নেহ সমাকুল—জ্ঞানশূন্য হইয়া অবস্থিতি বাঞ্ছনীয় নহে, সে কারণ জ্ঞানরূপ পুত্র শুকদেবকে রাখিবার চেষ্টা হইতেছে।

ব্যাস উবাচ।

বনবাসে মহদ্ দুঃখং ন গন্তব্যং দ্বিজোত্তম।

মশকে দংশবহুলে কথং তত্র চরিষ্যসি ॥ ৮৪

ব্যাসঃ উবাচ। হে দ্বিজোত্তম! মশকে দংশবহুলে বনবাসে মহৎ দুঃখং, তত্র কথং চরিষ্যসি, (অতএব তত্র) ন গন্তব্যম্ ॥ ৮৪

প্রকৃতিমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া স্পৃহাযুক্ত হইয়া প্রকৃতিসম্ভোগের অসারত্ব জ্ঞানের দ্বারা প্রতিপাদিত হইল, এক্ষণে নিস্পৃহভাবে প্রকৃতি সম্পর্কীয় ভোগে দোষ নাই, বরং কর্ত্তব্য বিবেচনায় পুনরায় ব্যাসের উক্তি হইতেছে। যথা—

হে দ্বিজোত্তম, বন্দবাসে (অর্থাৎ শূন্যব্রহ্মলোকে গতি হইলে) দংশবহুল মশকের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তোমার অস্তিত্ব লোপ পাইবে, এবং অস্তিত্ব লোপ হইলে কি ভাবে তুমি চরণ করিবে? (অর্থাৎ জ্ঞানও লোপ পাইবে এবং জ্ঞানাভাবে মনেরও সত্তা লুপ্ত হইবে, সেই ভয়ে বলিতেছেন) অতএব তোমার তথায় যাওয়া কর্ত্তব্য নহে॥ ৮৪

ধর্ম্মো মাতা পিতা চৈব ধর্ম্মো বন্ধুর্মহামুনে।
ধর্ম্মো গৃহাশ্রমে বাসো নান্যো ধর্ম্মো বিধীয়তে॥ ৮৫

হে মহামুনে! ধর্ম্মো মাতা পিতা চ এব, ধর্ম্মো বন্ধুঃ, ধর্ম্মো গৃহাশ্রমে বাসঃ, (এতান্ ব্যতীত্য) অন্য ধর্ম্মঃ ন বিধীয়তে॥ ৮৫

হে মহামুনে, মাতা-পিতাই ধর্ম্ম, বন্ধুগণও ধর্ম্ম, গৃহাশ্রমে বাসই ধর্ম্ম; এবং ইহা ব্যতিরেকে অন্য ধর্ম্ম বিধিযুক্ত নহে॥ ৮৫

মাতা—কুণ্ডলিনী-শক্তি যিনি জগদ্ধাত্রীরূপে দেহরূপ জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পুত্রের (জ্ঞানের) উদ্দেশ্য হইতেছে যে, এই কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির উর্দ্ধগতি করিয়া পিতৃপদে (কূটস্থপদে) লইয়া গিয়া উহার উদ্ধারসাধন করিবে; এবং পিতার (মনের) উদ্দেশ্য হইতেছে অন্যরূপ, সে চাহিতেছে সেই শক্তিকে যথাস্থানে রাখিয়া দেহের ভোগবিষয়ে রত থাকে।

পিতা—কূটস্থব্রহ্ম, যাঁহা হইতে দেহরূপ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাঁহাতে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম, ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে।

বন্ধু—ইন্দ্রিয়গণ। ইহাদের নিগ্রহ অবিধেয় ইহাই বিবেচিত হইতেছে, এবং ইহারাই বন্ধু এবং কদাপি শত্রু নহে। যদি পিতৃসেবার দ্বারা অর্থাৎ যদি পিতৃপদে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য হয়, তাহা হইলে ইহাদের অধীনে যাইতে হয় না, এবং ইহাদের অধীন হইয়া কার্য্য হইলেই ইহারা শত্রুবৎ আচরণ করে এবং মনে দ্বেষ বা হিংসাভাব আনয়ন করে,

পরন্তু পিতৃপদে থাকিয়া উহাদের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিলে, উহারা বন্ধুর মত কার্য্য করে, অর্থাৎ জীবের পিতৃসংযোগে কৃতকার্য্যের সহায়তা করে।

গৃহাশ্রমবাস—গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ দেহধারী হইয়া দেহে বাস করিয়া কূটস্থব্রহ্মনিয়োগে দৈহিক কার্য্য করা।

যত্র প্রাণিবধো নাস্তি যত্র সত্যবচো দয়া।
যত্রাত্মনি গৃহে দৃষ্টৌ ধর্ম্মো ময়ি স রোচতে ॥৮৬

যত্র প্রাণিবধো নাস্তি, যত্র দয়া সত্যবচঃ (স্তঃ) যত্র আত্মনি গৃহে দৃষ্টঃ (আত্মগৃহে স্থিতঃ সন্ সর্ব্বত্র দৃষ্টির্ভবতি ইত্যর্থঃ), স এব ধর্ম্মঃ ময়ি রোচতে ॥ ৮৬

যেখানে প্রাণিবধ নাই, যেখানে দয়া ও সত্যবচন আছে, আত্মগৃহে (কূটস্থপদে) থাকিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্টিসংযোগে কার্য্য, ইহাই ধর্ম্ম, এই আমার অভিমত ॥ ৮৬ ॥

প্রাণিবধ—প্রাণিবধ হিংসা কার্য্যের দ্বারা সাধিত হয়। প্রাণিবধ একমাত্র উদরপোষণের জন্য হয়, ইহাই আমরা বুঝিয়া থাকি, পরন্তু প্রাণিবধ বহুকারণে হয়; এবং ইন্দ্রিয়নিয়োগে কার্য্য হইলেই উহা প্রাণিবধের কারণ হইল বুঝিতে হইবে। পরসম্পত্তিতে লুব্ধ হইয়া, তৎ অপহরণের দ্বারা অপর জীবকে হনন করা হয়, কারণ তাহাতেই সে জীবের প্রাণ নিবিষ্ট রহিয়াছে; পরসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তৎপ্রতি গতি হইলে তাহার অনিষ্ট করা হয়। অপি চ সর্ব্বপ্রকার হিংসাকার্য্যে নিজেরও বধ-কার্য্য সাধন করা হয়; কারণ এইরূপ চেষ্টায় নিজকেও আত্মপদ হইতে স্খলিত হইয়া দূষিত প্রকৃতিযুক্ত হইতে হয়—ইহাই আত্মহনন। পরন্তু প্রাণে (কূটস্থব্রহ্মে) থাকিয়া কার্য্য হইলে আত্মহনন নাই, এবং নিজের প্রতি হিংসা নাই বলিয়া (ইচ্ছাবশে কার্য্য হয় না বলিয়া) অপরের প্রতিও হিংসা নাই, সুতরাং সে স্থলে প্রাণিবধ নাই।

সত্যবচন—সত্যস্বরূপ ব্রহ্মসংযোগে যাহা কিছু কথা বাহির হয়, তাহাই সত্যকথা বলিয়া কথিত হয়। উহাকেই আপ্তবাক্য বলে। ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা এই বোধে এবম্প্রকার উক্তি হয়, পরন্তু জগৎ

সংযোগে জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষ বলিয়া তদীয় ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

দয়া—পরোপকারার্থে কর্ম্ম করণেচ্ছার নাম দয়া। উহা দ্বিভাবে সম্পন্ন হয়—স্বার্থে এবং পরার্থে। অন্যের কষ্ট দেখিয়া সহানুভূতির দ্বারা নিজে কষ্টানুভব করিয়া যে দয়া হয় উহাকে সহানুভূতিযুক্ত দয়া বলে, এবং অপরের কষ্ট দূর করিয়া নিজের কষ্ট দূর করিব এই ইচ্ছা থাকে বলিয়া উহাকে স্বার্থযুক্ত দয়া বলে। পরন্তু নিঃস্বার্থ-দয়া অন্যভাবের, উহা কূটস্থপদে আসিয়া বুঝা যায়; তখন কূটস্থ-ব্রহ্ম-সংযোগে আসিয়া জগতের সুখ-দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া, জীব ব্রহ্ম যোগে আনন্দানুভব করিতে থাকে, সুতরাং তখন জগতের সুখেচ্ছায় কোন প্রকার স্বার্থ নাই, তথাপি "আমি আনন্দে আছি এবং অপরেও এই আনন্দ অনুভব করিয়া সুখদুঃখের অধিকার হইতে অব্যাহতি লাভ করুক", এই ইচ্ছা আছে বলিয়া ইহাকেও দয়া বলা হয়। পরন্তু ইহা স্বার্থোদ্দেশে নহে;, এবং পরার্থে নিয়োজিত বলিয়া ইহাকে নিঃস্বার্থ দয়া বলে।

আত্মগৃহে থাকিয়া দৃষ্টি—কূটস্থব্রহ্মই আত্মা, তাঁহারই পদকে আত্ম-গৃহ বলে। তথায় ব্রহ্মাবলম্বনে থাকিয়া জগতের কার্য্য হইলে আত্মগৃহে থাকিয়া কার্য্য হইল, এবং ব্রহ্মাবলম্বনে কার্য্য হইল বলিয়া জগৎসম্পর্কে আসিয়া কর্ম্মযুক্ত হইলেও উহাতে কর্ম্মবন্ধন নাই, তখন জীব জগৎ সম্পর্কে দ্রষ্টা স্বরূপে মাত্র অবস্থান করে, পরন্তু ভোগোদ্দেশে নহে। ইহাই ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া কথিত হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মানুজ্ঞায় কার্য্য হইতেছে এবং অহংকারবশে নহে।

জপো ধর্ম্মস্তপো ধর্ম্মস্তথা দেবার্চ্চনাদিকম্।
অহিংসা পরমো ধর্ম্ম এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৮৭

জপঃ ধর্ম্মঃ, তপঃ ধর্ম্মঃ, তথা দেবার্চ্চনাদিকম্ (অপি ধর্ম্মঃ), অহিংসা (চ) পরমো ধর্ম্মঃ, এষ (এব) সনাতনঃ ধর্ম্মঃ ॥ ৮৭

জপকার্য্য ধর্ম্ম (সর্ব্বদা ব্রহ্মকে স্মরণে রাখিয়া জপকার্য্য সম্পাদিত হয়), তপস্যা ধর্ম্ম (সর্ব্বদা তপোলোকে অর্থাৎ কূটস্থপদে স্থিতির দ্বারা

তপোধর্ম্ম সাধিত হয়), দেবার্চ্চনাদি কার্য্য ও ধর্ম্ম, পরন্তু অহিংসাই পরম ধর্ম্ম (অর্থাৎ জগতের সম্পত্তি হইতেছে ভিন্ন বা আসুরিক সম্পত্তি, উহার অর্চ্চনে অর্থাৎ লাভের চেষ্টায় হিংসাকার্য্য হয়, এবং ব্রহ্ম হইতেছেন আত্মসম্পত্তি, তিনি লভ্য বস্তু নহেন, অপরন্তু তাঁহাতে গতি হইতে গেলে আত্মসমর্পণ করিতে হয় বলিয়া উহা অহিংসাধর্ম্ম—গীতা ১৬শ অঃ, ৫ম শ্লোক দেখ)। ইহাই হইতেছে সনাতন ধর্ম্ম (অর্থাৎ চিরকালাবধি নিত্যভাবে স্থিত)॥ ৮৭

প্রথমেঽধ্যয়নং কুর্য্যাদ্ দ্বিতীয়ে সঞ্চয়ং তথা।

তৃতীয়ে সন্ততিং কুর্য্যাচ্চতুর্থে চ বনং ব্রজেৎ॥ ৮৮

প্রথমে (জীবনস্য প্রথমে ভাগে) অধ্যয়নং কুর্য্যাৎ, দ্বিতীয়ে সঞ্চয়ং কুর্য্যাৎ, তৃতীয়ে সন্ততিং কুর্য্যাৎ, চতুর্থে চ বনং ব্রজেৎ॥ ৮৮

প্রথমে অধ্যয়ন (ব্রহ্মে বিচরণের দ্বারা অধ্যয়ন হয়), পরে—দ্বিতীয় জীবনে—সঞ্চয় (অর্থাৎ দৈবীসম্পদের রক্ষাকার্য্য) করা উচিত, তৃতীয়ে সন্ততি রক্ষা করা উচিত (পুত্রোৎপাদনে সন্ততিরক্ষা হয়, এ পুত্র গুরু-দেহোৎপন্ন পুত্র নহে, পরন্তু ব্রহ্মদাতা পিতা হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র (কবির ৯ম পৃষ্ঠা দেখ)। এইরূপ পুত্রোৎপাদনের দ্বারা সন্ততি রক্ষিত হইলে, জীবনের চতুর্থাংশে বনগমন করা উচিত অর্থাৎ অক্ষর ব্রহ্মে লয় হওয়া উচিত॥ ৮৮

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে সাধনকার্য্যের নিযোক্তারূপে কেহ না জগতে থাকিলে সাধুর বনগমন বিধেয় নহে, অর্থাৎ জগৎসংসার ছাড়িয়া নিরুদ্দেশে গতি হওয়া বিধেয় নহে।

নারী স্বর্গঃ সুখং স্বর্গঃ স্বর্গস্তাম্বুলভক্ষণম্।

ইহৈব খলু তে স্বর্গঃ পশ্চাৎ স্বর্গং গমিষ্যসি॥ ৮৯

নারী (প্রকৃতিঃ) স্বর্গঃ, সুখং (তস্যাঃ সম্পর্কে যৎ সুখং তদেব), স্বর্গঃ, তাম্বুলভক্ষণং (প্রকৃতিবিষয়কঃ ভোগঃ) স্বর্গঃ, তে (তব) খলু ইহৈব (ইদং কূটস্থপদমেব) স্বর্গঃ, পশ্চাৎ (ভোগশেষে ইত্যর্থঃ) স্বর্গং (স্বর্গান্তরং অক্ষরব্রহ্মলোকং) গমিষ্যসি (গমনং বিধেয়ম্ ইত্যর্থঃ)॥৮৯

নারী অর্থাৎ প্রকৃতিভোগই স্বর্গ, সে ভোগে যে সুখানুভূতি হয়

তাহাও স্বর্গ, স্বর্গে প্রকৃতিলব্ধবস্তু তাম্বুলাদি ভক্ষণের যে রীতি আছে, তাহাই স্বর্গের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া থাকে; অতএব এই লোকই স্বর্গসুখ ভোগের স্থান, এবং ভোগান্তে অপর স্বর্গ (অর্থাৎ ভোগ পরিহার করিয়া অক্ষরপদে গতি) গন্তব্যস্থান বুঝিতে হইবে ॥ ৮৯

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মন প্রকৃতিদেশ পরিহার করিয়া স্বর্গে আসিয়াও যখন প্রকৃতি ও প্রকৃত বিষয় স্মরণ করিয়াই ব্রহ্মসংযোগে আনন্দানুভব করিতেছে, তখন তদ্রূপ নির্লিপ্তভাবে স্বর্গভোগে দোষ নাই, এবং যখন আনন্দ অনুভূত হইতেছে, তখন উহাই স্বর্গ বা আত্মগতি, অর্থাৎ আত্মায় স্থিতি হেতু আনন্দানুভূতি হইতেছে বলিয়া উহাই বাঞ্ছনীয় পদ; তথায় তাম্বুলাদি প্রকৃতিলব্ধবিষয় ভক্ষণ না করিয়াও ভক্ষণসুখ আছে, সুতরাং বুঝা গেল যে, এই স্বর্গবাস বা আত্মবাসই শ্রেষ্ঠবাস, এবং ভোগেচ্ছার পরিসমাপ্তি হইলে পরে বনগমন (অর্থাৎ ভোগাতীতাবস্থায় গতি) কর্ত্তব্য।

শুক উবাচ।

যা সব্রণা পরমকৌতুকভূষিতা স্ত্রী,
কন্দর্পদর্পবিজয়ায় সুপটীয়সী।
নাবাপ্যতে পিতৃঋণং পরিবেবিতেব,
লোকস্য লোচনসুখায় বিকল্পিতেব ॥ ৯০

শুকঃ উবাচ। যা স্ত্রী সব্রণা (ব্রণযুক্তদেহসম্পন্না), পরমকৌতুকভূষিতা (মায়াস্বরূপা অতএব কুতূহলোৎপাদকভূষণসম্পন্না) কন্দর্পবিজয়ায় সুপটীয়সী কন্দর্পসৌন্দর্য্যগর্ব্বখর্ব্বকারিণী, [সা স্ত্রী] পরিবেবিতা ইব (তস্যাং পরিবেবিতায়াং সত্যামিত্যর্থঃ) পিতৃঋণং ন অবাপ্যতে (ঋণাপনয়নং ন ভবতীত্যর্থঃ)। সা নারী লোকস্য লোচনসুখায় বিকল্পিতা ইব ॥ ৯০

শুক কহিলেন। স্ত্রী দেহ সব্রণ, মায়াস্বরূপ এবং অলঙ্কারশোভিত বলিয়া জীবমনে গ্রহণেচ্ছায় কুতূহল উৎপাদন করে, উহা কন্দর্পের সৌন্দর্য্যগর্ব্ব খর্ব্ব করে, তদীয় সেবার দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ হয় না,

উহার সৃষ্টি যেন জীবের নয়নসুখের জন্য (অর্থাৎ জীবদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য) কল্পিত হইয়াছে ॥ ৯০

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নারীর রূপ মায়িক সৃষ্টিমাত্র। উহা জীবকে প্রলুব্ধ করে, এবং তদীয় সঙ্গে জীবের ধ্বংসমুখে গতি হয়। কূটস্থ ব্রহ্মসংযোগে জীব কন্দর্পের ন্যায় সৌন্দর্য্য লাভ করে, এবং নারীসঙ্গে উহা বিনষ্ট হয়। তদীয় সঙ্গে পিতৃঋণ পরিশোধ করা যায় না।

ইহাই হইতেছে জ্ঞানরূপপুত্রের যথোচিত উক্তি, কারণ পিতাকে প্রকৃতিকবল হইতে উদ্ধার করিয়া পিতৃপদে তাঁহার লয় করিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পরন্তু এস্থলে পিতা মায়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া পুত্রকে বিপরীত কার্য্যের জন্য উপদেশ দিতেছেন।

মুক্তিং প্রতি নরাণাঞ্চ ভোগঃ পরমবন্ধনম্।
নারী শয্যাসনং বন্ধঃ ধনমস্য বিড়ম্বনম্।
তাম্বূলভক্ষ্যযানানি রাজৈশ্বর্য্যবিভূতয়ঃ ॥ ৯১

ভোগঃ নরাণাং মুক্তিং প্রতি পরমবন্ধনং, নারী, শয্যা, আসনং, বন্ধঃ (আসক্তিঃ) ধনং তাম্বূলভক্ষ্যযানানি, রাজৈশ্বর্য্যং বিভূতয়শ্চ তস্য (মুক্তিকামিনঃ) বিড়ম্বনম্ (প্রতিরোধকম্) ॥ ৯১

ভোগ জীবগণের মুক্তি সম্বন্ধে পরম বাধাস্বরূপ। নারী, শয্যা, আসন, আসক্তি, ধন তাম্বূলাদি ইন্দ্রিয়বস্তু সেবন, যান, রাজৈশ্বর্য্য এবং বিভূতি সকল মুক্তিকামিব্যক্তির বাধাস্বরূপ ॥ ৯১

যস্য ধর্ম্মস্য মাহাত্ম্যং প্রত্যক্ষমিব দৃশ্যতে।
আত্মানং কুরুতে তত্র সর্ব্বস্য জগতঃ প্রিয়ম্ ॥ ৯২

যস্য ধর্ম্মস্য মাহাত্ম্যম্ (ময়া) প্রত্যক্ষম্ ইব দৃশ্যতে, তত্র আত্মানং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রিয়ং কুরুতে ॥৯২

যে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি (উহা প্রকৃতিধর্ম্ম নহে পরন্তু ব্রহ্মধর্ম্ম, ঐ ধর্ম্মপালনে জীব আপনাকে সর্ব্ব জগতের প্রিয় করিতে সমর্থ হয় ॥ ৯২

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে সেই ধর্ম্ম পালনে (প্রকৃতি ধর্ম্মজাত) চাঞ্চল্য ঘুচিয়া যায়। প্রকৃতিবশে জীব চঞ্চল বলিয়া জগৎও চঞ্চল

বলিয়া অনুমিত হয়, ইহার দ্বারা জীব শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে বলিয়া জগৎও (বা দেহ্ও) শান্তভাব অবলম্বন করে।

অতো বক্ষ্যাম্যহং তাত অনিত্যং খলু জীবিতম্।

গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং সন্তপ্তো মরণং প্রতি॥ ৯৩

হে তাত! অতঃ জীবিতং খলু অনিত্যং বক্ষ্যামি, মরণং প্রতি (মরণমুদ্দিশ্য) সন্তপ্তঃ (সন্) গর্ভবাসে মহদ্দুখম্ (অনুভবামি ইত্যর্থঃ)॥ ৯৩

হে তাত! এই জীবন অনিত্য ইহা নিশ্চিতভাবে বলিতেছি, এবং এই জীবনে মরণ নিশ্চিত হইবে ইহাও বুঝিতেছি, সুতরাং তদ্রূপ মরণভয়ে ভীত হইয়া আমি সন্তপ্ত হইতেছি; এবং গর্ভবাসে মহদ্দুঃখ অনুভব করিতেছি॥ ৯৩

অনন্ত হইতে সমুদ্ভূত জীব বদ্ধাবস্থা কোন মতে ইচ্ছা করে না।

প্রবাসে বহবো দোষা দুর্ব্বুদ্ধে শৃণু পুত্রক।

শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসার্ত্তভিক্ষালাভঃ কুভোজনম্॥ ৯৪

হে দুর্ব্বুদ্ধে পুত্রক! প্রবাসে বহবো দোষাঃ সন্তি (তান্) শৃণু; (তত্র নরঃ) শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাভিঃ আর্ত্তো (ভূত্বা) ভিক্ষালাভে যত্নং করোতি (অপি চ তস্য) কুভোজনম্ (লভ্যতে)॥ ৯৪

হে দুর্ব্বুদ্ধে পুত্র! আত্মদেশ ছাড়িয়া ভিন্নদেশ-বাসে বহু দোষ আছে (আত্মদেশে শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা নিবারণের উপায় আছে, পরন্তু প্রবাসে তাহা নাই), সুতরাং শীতোষ্ণাদি কষ্টে তথায় জীবকে প্রপীড়িত হইতে হয়, সুতরাং ভিক্ষালাভের প্রয়াসী হইতে হয়, পরন্তু ভিক্ষাও তথায় দুষ্প্রাপ্য বলিয়া কুভোজন লাভ হয়, অর্থাৎ তথায় কিছুই নাই এমন কি বায়ুরও তথায় অভাব (৫২ শ্লোক দেখ), এবং একমাত্র মহাকাশ আছে, তদ্ভক্ষণে তৃপ্তি সম্ভব হয় না, সুতরাং উহা কুভোজন॥ ৯৪

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্বর্গলোকে ইন্দ্রিয়গণ করায়ত্ত বলিয়া, তথায় সকল বিষয়েরই সুযোগ আছে, পরন্তু ইন্দ্রিয়গণকে বর্জ্জন করিলে সে সুযোগ আর থাকিবে না। স্বর্গলোকে ইন্দ্রিয়গণ জীবের অধীনে এবং জীবলোকে জীব ইন্দ্রিয়াধীনে থাকে।

অগ্নিহোত্রী ভবেৎ পুত্র পঞ্চযজ্ঞাশ্রিতঃ সদা।
ঋতুকালাভিগামী চ স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্॥ ৯৫

হে পুত্র! সদা পঞ্চযজ্ঞাশ্রিতঃ (সন্) অগ্নিহোত্রী ভবেৎ, ঋতুকালাভিগামী ভূত্বা চ (এবম্ আচরন্) পশ্চাৎ শাশ্বতং (নিত্যং) স্থানং প্রাপ্নোতি॥ ৯৫

পঞ্চযজ্ঞ—ক্ষিত্যপ তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব, ইহাদের যজ্ঞ অর্থাৎ ইহাদের অগ্নিতে আহুতি দিয়া যজ্ঞসমাধান করিতে হইবে, অর্থাৎ ইহাদের কূটস্থরূপ অগ্নিতে আহুতি দিয়া, ইহাদের সম্পর্কে ভোগ সমাপন করিতে হইবে (জন ২১ অঃ, ৯ম শ্লোক দেখ)। এইরূপে অগ্নিহোত্রী হয়, এবং এইভাবে অগ্নিহোত্রী হইলে তবে সুপথে ব্রহ্মলোকে গতি হয় (ঈশোপনিষৎ ১৮ শ শ্লোক দেখ)। বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এইভাবে অগ্নিহোত্রী হইয়া পঞ্চতত্ত্বের অধীনতা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, তবে ব্রহ্মলোকে গতির জন্য জীব অধিকারী হয়। পরন্তু যতক্ষণ প্রকৃতির অধীনে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ববশে কার্য্য করিতে হইতেছে, ঋতুকালোপযোগী অর্থাৎ শীতগ্রীষ্মাদি ছয় ঋতুর আবশ্যকতানুসারে ততক্ষণ কার্য্য করিতে হইবে, পরে শাশ্বতপদ পাইবে॥ ৯৫

অগ্নিহোত্রং বিনা পুত্র স্বর্গো নৈব চ কশ্চন।
অগ্নিহোত্রং প্রযত্নেন পালয়াত্র মহামুনে॥ ৯৬

হে পুত্র! অগ্নিহোত্রং বিনা কশ্চন স্বর্গঃ নৈব (কস্যচিদপি স্বর্গতিঃ ন ভবতি ইত্যর্থঃ), [অতএব] হে মহামুনে অত্র (কূটস্থপদে) [স্থিতঃ সন্] অগ্নিহোত্রং প্রযত্নেন পালয়॥ ৯৬

হে পুত্র, অগ্নিহোত্র রহিত হইয়া কাহারও স্বর্গে গতি হয় না, অতএব এই কূটস্থপদে থাকিয়া প্রযত্নসহকারে অগ্নিহোত্রকার্য্য পালন কর॥ ৯৬

শুক উবাচ।

অগ্নিনা পুনরাবৃত্তিঃ কষ্টং সংসারবন্ধনম্।
অশাশ্বতমনিত্যঞ্চ তস্মাদগ্নিরকারণম্॥ ৯৭

শুকঃ উবাচ। অগ্নিনা পুনরাবৃত্তিঃ ভবতি, তয়া কষ্টং সংসারবন্ধনং ভবতি, অতঃ তৎস্বর্গপদম্ অশাশ্বতম্ অনিত্যঞ্চ, তস্মাৎ অগ্নিঃ অকারণম্ (নিষ্প্রয়োজনম্)॥ ৯৭

শুক কহিলেন। অগ্নি উপাসনায় পুনরাবৃত্তি হয় (গীতা ৯ম অঃ, ২১ শ্লোক দেখ), উহার দ্বারা কষ্ট আর সংসারবন্ধন হয়, অতএব ঐ স্বর্গ পরিবর্ত্তনশীল ও অনিত্য পদ, সুতরাং অগ্নি উপাসনা নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে॥ ৯৭

অগ্নিহোত্রক্রিয়াকর্ম্ম রাক্ষসানাং গৃহে গৃহে।
ব্রহ্মচর্য্যং তপো মৌনং তেষাঞ্চৈব ন বিদ্যতে॥ ৯৮ ৮

অগ্নিহোত্রক্রিয়াকর্ম্ম রাক্ষসানাং গৃহে গৃহে (ভবতি), ব্রহ্মচর্যাং, তপঃ, মৌনং চ তেষাং ন বিদ্যতে। ৯৮

অগ্নিহোত্র ক্রিয়াকর্ম্ম রাক্ষসদিগের গৃহে গৃহে হইয়া থাকে, পরন্তু তপস্যা ও মৌনভাব তাহাদের নাই॥ ৯৮

রাক্ষসেরা ইন্দ্রিয়পোষক, ইন্দ্রিয়নাশক এবং ইন্দ্রিয়ভক্ষকও বটে। ইহারা ক্রিয়াশীল এবং ইহাদের ক্রিয়া হইতেছে, ইন্দ্রিয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্রিয়সংস্কারকে আত্মপদে অর্থাৎ কূটস্থ-অগ্নিকুণ্ডে আহুতিপ্রদান। ইহারা নিম্নগতির দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন করে, এবং সংস্কার সংগ্রহ করিয়া পুনরায় অগ্নিকুণ্ডে তাহাদের আহুতি দিয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা বা মৌনভাব ক্রিয়ার অন্তর্গত হইতে পারে না। ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়া সংস্কার সংগ্রহ হইলে ব্রহ্মচর্য্য নিত্যভাবে হইল না। তপস্যাও তদ্রূপ, সংস্কার বর্জ্জনের জন্যই তপোলোকে স্থিতি হয়, এবং সংস্কারশূন্য হইলে তপোলোকে থাকিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন হয়। তদ্রূপভাবে মৌনভাবও ইহাদের হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহারা কূটস্থাবলম্বনে রোধক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে পৃথক্ আছে, পরন্তু অবলম্বনচ্যুতির ভয় সদাই আছে, এবং অবলম্বনচ্যুত হইলেই মৌনভাব ভঙ্গ হইবে—জীব আবার ইন্দ্রিয়গণের সহিত কথা কহিবে। যাঁহারা এতাদৃশ গর্ভাবাসে নাই, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের পরপারে গিয়াছেন, এবং তাঁহারা ব্রহ্ম হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদেরই ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা বা মৌনভাব স্বতঃসিদ্ধ।

যূপং কৃত্বা পশুং হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্ ।
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গো নরকং কেন গম্যতে॥ ৯৯

যূপং কৃত্বা পশুং হত্বা তস্য রুধিরেণ কর্দ্দমং কৃত্বা (অগ্নৌ আহুত্যা যদি আনন্দঃ স্যাৎ), (এবং কৃতে সতি) যদি স্বর্গো গম্যতে, তর্হি নরকং কেন গম্যতে॥ ৯৯

যূপকাষ্ঠে প্রোথিত করিয়া পশুহনন করিয়া এবং তদীয় রুধির কর্দ্দমাক্ত করিয়া অর্থাৎ তদীয় বধে কূটস্থ সংযোগে আনন্দানুভব করিয়া), যদি স্বর্গে (ব্রহ্মলোকে) গতি সম্ভব হয়, তাহা হইলে নরকে কে যাইবে ? ৯৯

ইন্দ্রিয়গণই পশু এবং তাহাদের সঙ্গে জীব পশুভাবাপন্ন হয়। বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, রোধকার্য্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বলিদানকার্য্য সাধিত হয়, তদ্রূপ কার্য্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ কষ্ট পায় এবং জীব ইন্দ্রিয়সঙ্গ রাখে বলিয়া সেও ইহা বুঝিতে পারে। এইরূপ অশাস্ত্রকার্য্যের দ্বারা শান্তিপদে কি প্রকারে গতি সম্ভব হইবে, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

সত্যং যূপস্তপোঽগ্নিশ্চ প্রাণাশ্চ সমিধো মম।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মো এষঃ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১০০

সত্যং যূপঃ, (সত্যমেব) তপঃ অগ্নিশ্চ, প্রাণাশ্চ (হোমকর্ম্মণঃ) সমিধো (ভবন্তি), অহিংসা মম পরমো ধর্ম্মঃ, এষঃ (অহিংসাধর্ম্মঃ) সনাতনঃ॥১০০

সত্য (নির্গুণব্রহ্ম) আমার যূপ কাষ্ঠ (অর্থাৎ সেখানে গিয়া অহংজ্ঞান আত্মবলিদান দিবে), সত্যই হইতেছে আমার তপঃস্বরূপ, এবং সত্যই হইতেছে আমার হোমকর্ম্মের অগ্নি-স্বরূপ। প্রাণ সকলের তথায় গতি হইয়া সমিধ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। অহিংসা হইতেছে পরম ধর্ম্ম (অর্থাৎ তথায় প্রাণ সকলকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া উহাদের বলিদান বা লয়কর্ম্মের সমাধান হইতেছে না; পরন্তু মনের তথায় গতি হইলেই ইহারাও সহগামী হয়, এবং তথায় গিয়া মনেরও লয় হয় এবং যুগপৎ ইহাদেরও লয় হয়; সুতরাং ইহাদের লয় সাধনের জন্য ক্রিয়ার অনাবশ্যকতা হেতু অহিংসা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে)। সত্য ও নিত্যরূপ নির্গুণব্রহ্মে গতির দ্বারা সনাতন-ধর্ম্ম পালন হয় —'নির্গুণস্য চ নিত্যস্য বাচকঃ সঃ সনাতনঃ'॥১০০

তপস্যা—তপোলোকে কূটস্থব্রহ্মাবলম্বনে তপঃকার্য্য সম্পাদিত হইত; এখানে কোন অবলম্বন নাই, অবলম্বন করিবার জন্য লোকও নাই, এবং 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং' বলিয়া অবলম্বনের জন্য স্বতন্ত্র বস্তুও নাই। সুতরাং এ তপস্যা স্বতন্ত্রভাবের, ইহা একরূপ হইতে অন্যরূপে পরিণতি নহে, পরন্তু ইহা রূপ হইতে রূপাতীত অবস্থায় পরিণতি।

অগ্নি—তপোলোকে সমিধ দগ্ধীভূত হইয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিত এখানে অগ্নি রূপাতীত অবস্থা ধারণ করিয়াছে, সুতরাং সমিধেরও রূপাতীত ভাব হইল।

প্রাণ—ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব লইয়াই জীবের জীবন সুতরাং ইহারাই জীবের প্রাণস্বরূপ। প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু তত্ত্বগণকে ইন্দ্রিয়সমীপে সন্নিবেশিত করিয়া জীবের ভোগোপযোগী করে বলিয়া ইহারাও জীবের প্রাণস্বরূপ। তত্ত্বগণ সংস্কাররূপে এবং পঞ্চবায়ু সূক্ষ্মভাবে মনকে অনুগমন করে, ইহাই তাহাদের ধর্ম্ম, সনাতন-পদে আসিয়া সে ধর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় এবং সব এক হইয়া যায়।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ—জগতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বহু সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সৃষ্ট বস্তু প্রত্যেকেই আপন আপন সত্তা রক্ষণের জন্য ইচ্ছা করে। ইন্দ্রিয়গণ এবং তদীয় বিষয় সমূহ প্রত্যেকেরই স্বচ্ছন্দভাবে থাকিবার চেষ্টা হইয়া থাকে, পরন্তু হিংসাবৃত্তি প্রবল হইয়া এক অন্যকে ধ্বংস করিতেছে, ধ্বংস কখন বা শত্রুভাবে এবং কখন বা মিত্রভাবে সাধিত হয়। অগ্নির মিত্র জল এবং জলের মিত্র অগ্নি—অগ্নি ভালবাসা সূত্রে জলে আত্মসমর্পণ করে, এবং কখন বা জলও ভালবাসিয়া আত্মসত্তা অগ্নিতে সমর্পণ করে। তদ্রূপ জীবগণ মধ্যেও স্ত্রী মিত্রভাবে পুরুষকে নষ্ট করে, এবং পুরুষও স্ত্রীকে নষ্ট করে। আবার শৈত্যাধিক্য হেতু শৈত্যশক্তি যখন তাপশক্তির হ্রাস করিয়া থাকে, তখন তাপশক্তি সংযোগে জীব শৈত্যদোষ নষ্ট করে, তদ্রূপভাবে অবস্থাবিশেষে শৈত্যও তাপের বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। সেইভাবে মানুষ মধ্যেও একের বস্তু অন্যে অপহরণ করিয়া তাহাকে নষ্ট করে। সুতরাং বুঝা গেল যে, হিংসা বৃত্তিই হইতেছে সৃষ্টির ধর্ম্ম, হিংসাবৃত্তির দ্বারা চঞ্চলত্বের আবির্ভাব হয়, এবং চাঞ্চল্যগুণে সৃষ্টি রক্ষা পাইয়া থাকে। শুকের মীমাংসা হইতেছে যে, চাঞ্চল্য নিবারিত হইলেই সৃষ্টি কল্পনা দূরীভূত

হইয়া মনের ব্রহ্মে গতি হইয়া উদ্ধারসাধন হয়; সুতরাং অহিংসাই পরম ধর্ম্ম।

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।

আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১০১

যথা আত্মনো প্রাণাঃ অভীষ্টাঃ তথা ভূতানামপি তে (অভীষ্টা ভবন্তি ইত্যর্থঃ); অতএব পণ্ডিতাঃ আত্মৌপম্যেন (আত্মতুলনয়া) ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি॥ ১ ১

নিজপ্রাণ নিজের নিকট যেমত অভীষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্যান্য জীবগণও তাহাদের নিজ নিজ প্রাণকে তদ্রূপভাবে দেখে। ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ আত্মতুলনায় জীবগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন (অর্থাৎ তাহাদের প্রতি হিংসার দ্বারা তাহাদের অনিষ্ট করেন না, অপরন্তু আত্মবৎ করিয়া লইয়া তাহাদের উদ্ধারসাধনে যত্নবান হয়েন)॥ ১০১

ব্যাস উবাচ।

সর্ব্বেষামাশ্রয়ো ধর্ম্মো গৃহাশ্রমবতাং সদা।

গৃহমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে ধর্ম্মসাধনম্॥ ১০২

ব্যাসঃ উবাচ। সর্ব্বেষাং গৃহাশ্রমবতাং সদা ধর্ম্মঃ (এব) আশ্রয়ঃ; গৃহমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে, (তদেব) ধর্ম্মসাধনম্ (উচ্যতে)॥ ১০২

ব্যাস কহিলেন। সকল গৃহাশ্রমীদিগের ধর্ম্ম হইতেছে সদা অবলম্বনের বিষয়, এবং ধর্ম্মের স্বরূপ গৃহকে আশ্রয় করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাকেই ধর্ম্মসাধন কহে॥ ১০২

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্থিতিশূন্য অবস্থায় অর্থাৎ নিরালম্বভাবে ধর্ম্ম-সাধন হইতে পারে না, উহা ধর্ম্মের অতীত অবস্থা; ধর্ম্ম—ধৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন; স্থিতিশূন্য অবস্থায় ধরিবার কিছু নাই বলিয়া উহা ধর্ম্ম হইতে পারে না।

মাতুস্তন্যং যথা পীত্বা সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।

তথা গৃহিণমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি নির্ণয়ঃ॥ ১০৩

যথা মাতুঃ স্তন্যং (স্তনদুগ্ধং) পীত্বা সর্ব্বে জন্তবঃ জীবন্তি, তথা

গৃহিণম্ আশ্রিত্য সর্ব্বে (সর্ব্বভূতানি) জীবন্তি, ইতি নির্ণয়ঃ (স্বতঃসিদ্ধম্) ॥ ১০৩

মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিয়া যেমন জীবগণ দেহ ধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপভাবে গৃহীকে আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণ প্রাণধারণে বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হয়, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ মীমাংসা ॥ ১০৩

গৃহী—গৃহকে (অর্থাৎ দেহরূপ গৃহকে) আশ্রয় করিয়া যিনি আছেন অর্থাৎ প্রাণরূপী কূটস্থব্রহ্ম। মাতা দেহের পুষ্টিসাধন করেন, এবং প্রাণ দেহকে রক্ষা করেন।

যথা নদী-নদাঃ সর্ব্বে সাগরং যান্তি নিশ্চয়ম্।
তথৈবাশ্রমিনঃ সর্ব্বে আশ্রয়ন্তি গৃহাশ্রমম্ ॥ ১০৪

যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে (বহুগতিসম্পন্নাঃ অপি) নিশ্চয়ং সাগরং যান্তি (তত্রৈব আশ্রয়স্থলং নিশ্চয়ম্ ভবতি), তথৈব সর্ব্বে আশ্রমিনঃ বহুবিধান্ আশ্রমান্ উত্তীর্য্য) [ইমম্] গৃহাশ্রমম্ (কূটস্থপদং) আশ্রয়ন্তি ॥ ১০৪

যেমত নদ ও নদী সকল বহুবিধ গতিসম্পন্ন হইয়াও পরিশেষে সমুদ্রে গতি হইয়া আশ্রয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপভাবে আশ্রমিগণেরও বহুভাবে গতি হইয়াও পরিশেষে গৃহাশ্রমে (কূটস্থপদে) আসিয়া তাহারা রক্ষা পায় ॥ ১০৪

গৃহস্থাঃ সর্ব্বতো বন্দ্যা আনন্ত্যা সর্ব্বভিক্ষুকাঃ।
জীবন্ত্যাশ্রমিনো যস্মাত্তস্মাৎ শ্রেয়ান্ গৃহাশ্রমঃ ॥ ১০৫

গৃহস্থাঃ সর্ব্বতঃ (সর্ব্বভাবেন) বন্দ্যাঃ (পূজার্হাঃ), আনন্ত্যাঃ (নির্দ্দেশশূন্যে অনন্তে অনির্দ্দিষ্টগতিসম্পন্নাঃ) সর্ব্বে (সম্পত্ত্যভাবাৎ) ভিক্ষুকাঃ, যস্মাৎ (হেতোঃ) আশ্রমিনঃ জীবন্তি (গৃহম্ আশ্রিত্য জীবনং ধারয়ন্তি), তস্মাৎ (হেতোঃ) গৃহাশ্রমঃ শ্রেয়ান্ (আনন্ত্যাঃ অনন্তপদে জীবনং উৎসর্গীকৃতবন্তঃ, অতএব তে হীনাঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ১০৫

গৃহস্থগণ সর্ব্বতোভাবে বন্দনীয়, আনন্তিকগণ (যাহারা অনন্তপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছে) আশ্রয়হীন বলিয়া ভিক্ষুক; তাহারা অনন্তাকাশে অনির্দ্দেশ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, আশ্রমিগণ আশ্রমে

থাকিয়া জীবিত থাকে, এবং আশ্রমকে উদ্দেশ করিয়া নির্দ্দেশযোগ্য হয়, সুতরাং গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠ (এবং আনন্তিকগণ অনন্তপদে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে বলিয়া তাহারা হীন) ॥ ১০৫

ভিক্ষুক—সম্পত্তি নাই বলিয়া ভিক্ষুক, এবং সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি অনন্ত গ্রহণ করে বলিয়া, অর্থাৎ তথায় গিয়া সর্ব্বস্ব লোপ পায় বলিয়া, আনন্ত্যকে ভিক্ষু বলা হয়। তদ্রূপ ভিক্ষাগ্রহণ অযাচিতভাবে হয়।

শুক উবাচ।

মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ ॥ ১০৬

শুকঃ উবাচ। যদ্বৎ মেরুসর্ষপয়োর্মধ্যে (পার্থক্যম্ অস্তি), সূর্য্যখদ্যোতয়োঃ (যথা খদ্যোততুলনয়া সূর্য্যঃ তিষ্ঠতি তদ্বৎ), যদ্বৎ সরিৎসাগরয়োঃ (পার্থক্যং দৃশ্যতে), তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ (ভিক্ষুগৃহস্থমধ্যে পার্থক্যং জানীয়াৎ) ॥ ১০৬

শুক কহিলেন। পর্ব্বত ও সর্ষপ, সূর্য্য ও খদ্যোত, সাগর ও সরিৎ মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তদ্রূপ পার্থক্য ভিক্ষু ও গৃহস্থ মধ্যে বুঝিতে হইবে ॥ ১০৬

যদা শূদ্রো ভবেদ্দাতা প্রতিগ্রাহী চ ব্রাহ্মণঃ।
ন তত্র দানমাত্রেণ শ্রেষ্ঠঃ শূদ্রো বিধীয়তে ॥ ১০৭

যদা শূদ্রঃ দাতা ভবেৎ, ব্রাহ্মণশ্চ প্রতিগ্রাহী (ভবেৎ), তত্র (তস্মিন্ স্থলে) শূদ্রঃ দানমাত্রেণ শ্রেষ্ঠঃ ন বিধীয়তে ॥ ১০৭

যদি শূদ্র দাতা এবং ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রাহী হয়, সে স্থলে শূদ্র দান করিল বলিয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় না ॥ ১০৭

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সেই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষই ব্রাহ্মণ (গুরুগীতা ৮০ শ্লোক দেখ); তদ্ভাবে থাকিয়া যিনি তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি ও ব্রাহ্মণ। সেই পুরুষ কূটস্থপদ অথবা দেহ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া কূটস্থপদের বা দেহের শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচিত হইতে পারে না। কূটস্থব্রহ্ম স্বয়ং ব্রাহ্মণ, এবং কূটস্থপদে তাঁহার অস্তিত্ব আছে বলিয়াই সেই পদের মাহাত্ম্য বুঝা যায়; অথবা

তিনি প্রাণস্বরূপে দেহমধ্যে আছেন বলিয়াই প্রাণসংযুক্ত দেহের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়।

ব্রাহ্মণ শূদ্রকে উপদেশ দান করিয়া থাকেন, এই উপদেশ নিঃস্বার্থ-ভাবে দেওয়া হয়, সুতরাং প্রতিগ্রাহী হইয়াও তাঁহাতে প্রতিগ্রহণ-দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। তথাপি প্রতিগ্রহের কথা বলা হইল কেন?—বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শূদ্রের মঙ্গলের জন্য এবং শূদ্রকে পাপমুক্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ দানগ্রহণ করিয়া থাকেন। শূদ্র জাগতিক সম্পত্তি-বিষয়ে আসক্ত, এবং আসক্ত বলিয়াই সে সেই সম্পত্তিগ্রহণে পাপযুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ তাহাকে দৈবীসম্পত্তি দিয়া থাকেন, পরন্তু দৈবী এবং আসুরিক জগৎসম্পত্তি একত্র সমাবেশে থাকিতে পারে না; সে কারণ দৈবীসম্পদের অধিকারী হইবার জন্যই বাহ্য দানকার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। আসক্তি ত্যাগের দ্বারাই দানকার্য্যের সমাধা হয়, পরন্তু সম্পত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ থাকিতে আসক্তি যায় না বলিয়া দানকর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে (গীতা ১৮শ অঃ, ২।৩ শ্লোক দেখ)। দান সুপাত্রে দেয়, সে কারণ সে স্থলে ব্রাহ্মণই দানবিষয়ের সুপাত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যাহা দান করা হইতেছে, লোভযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করে, সে সুপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, সুতরাং তদ্রূপ প্রতিগ্রহে প্রতিগ্রহীতা পাপযুক্ত হয়, অর্থাৎ দান প্রাপ্তিতে তাহার ভোগ-বিলাসের সংযোগ হইয়া, সে তদুপভোগে মত্ত হয়। ব্রাহ্মণ তদ্রূপ দানগ্রহণে মত্ত হন না বলিয়া, তাঁহাকে দান করা হইলে দানের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। পরন্তু বংশগত ব্রাহ্মণাখ্যাধারী হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রহ্মপদ লাভ না করিলে কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, সুতরাং কেবলমাত্র নামে ব্রাহ্মণ এবং গুণে নহে, তাহাকে অব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ অব্রাহ্মণকে দান করিলে যথাযথ দানফল নাই।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মসম্পত্তিতেই তুষ্ট, তিনি পরপ্রত্যাশী হইয়া কাঙ্গালীর ন্যায় ইন্দ্রিয়সম্পত্তিলোলুপ নহেন, শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ভগবান যাহা জুটাইয়া দেন, তাহাতেই তিনি তুষ্ট, সুতরাং ভক্তিভাবে প্রদত্ত শূদ্রের দান প্রত্যাখ্যান করিবারও তাঁহার কোন কারণ হয় না, সে কারণ অনাবশ্যকবোধে দানগ্রহণে তাঁহার পাপ নাই, এবং সে কারণে

শূদ্র দাতা বলিয়া সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। লোক-সমাজে বহু অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ অব্রাহ্মণ ভোগবিলাসের জন্য দানগ্রহণে পতিত হয়—সে ব্যক্তিকে চণ্ডাল বলিয়া বুঝিতে হইবে। চণ্ডাল ব্রাহ্মণীর গর্ভে এবং শূদ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে; এব্যক্তিও ব্রাহ্মণীর গর্ত্ত হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, পরন্তু শূদ্র তাহার অন্যভাবে পিতা, কারণ অহঙ্কার, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি ছয় রিপুর নিকট সে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, এবং এতাদৃশ পিতৃসংস্কার দ্বারা লক্ষণযুক্ত হইয়া সে দানগ্রহণের জন্য শূদ্রের নিকট নত হয় বলিয়া সে নমঃশূদ্র বলিয়া জগতে পরিচিত হয়। তদ্রূপভাবে অনন্তপদে-স্থিত ব্রহ্মে ক্ষরব্রহ্মস্বরূপ-কূটস্থব্রহ্ম সমর্পিত হইতেছেন বলিয়া, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম হীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

ব্যাস উবাচ।

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে নৈবেহ পুত্রক।

পুত্রমুৎপাদনং কৃত্বা পশ্চাদ্ধর্ম্মং চরিষ্যসি॥ ১০৮

ব্যাসঃ উবাচ। হে পুত্রক, অপুত্রস্য স্বর্গে গতিঃ নাস্তি, ইহাপি নৈব (অতএব) পুত্রম্ উৎপাদনং কৃত্বা পশ্চাৎ ধর্ম্মং চরিষ্যসি॥১০৮

ব্যাস কহিলেন। হে বৎস! অপুত্রকের কি স্বর্গে কি ইহলোকে কুত্রাপি গতি নাই; অতএব অগ্রে পুত্র উৎপাদন করিয়া পরে অনন্ত ব্রহ্মে (যাহাকে ধর্ম্ম বলিতেছ) বিচরণের জন্য চেষ্টিত হইও॥ ১০৮

এখানে ব্যাসদেবের প্রমাণ স্বরূপ হইতেছে শাস্ত্রোক্তি—'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্'-মনু। অর্থাৎ পুত্রোৎপাদনের জন্য স্ত্রীগ্রহণ করিতে হইবে, কারণ পুত্র পিণ্ডদানের দ্বারা পিতার উদ্ধার-সাধন করিবে। পরন্তু এ পুত্র যে অন্যরূপ, তাহা প্রকৃতিগত জীবের বোধগম্য হয় না। জীব বুঝে যে ইহা প্রকৃতিলব্ধ পুত্র, এস্থলে প্রকৃতি হইতেছে পতি এবং প্রকৃতিগত জীব তাহার স্ত্রী। এতাদৃশ ভাবে জীবের প্রকৃতি সংযোগে যে পুত্র হয়, সে অজ্ঞানরূপ পুত্র এবং সে জীবকে যমালয়ে লইয়া যায় (১১৫ শ্লোক দেখ)। যে পুত্রের দ্বারা জীবের উদ্ধার হইয়া সে অমৃতত্ব লাভ করিবে, সে পুত্র স্বতন্ত্রভাবের—তাহাকে

জ্ঞানরূপ পুত্র বলে, এবং তাহার উৎপত্তি প্রকৃতিগত জীবের ব্রহ্মপতি-সংযোগে হয়।

পুত্রেণ চ ভবেৎ স্বর্গঃ কুলং পুত্রেণ বর্দ্ধতে।
যশঃ কীর্ত্তিশ্চ পুত্রেণ পুত্র উৎপাদ্যতাং সুত॥ ১০৯

হে সুত! পুত্রেণ স্বর্গঃ ভবেৎ, পুত্রেণ কুলং বর্দ্ধতে চ; পুত্রেণ যশঃ কীর্ত্তিশ্চ (ভবেতাম্), [অতএব] পুত্রঃ উৎপাদ্যতাম্॥ ১০৯

পুত্রের দ্বারা স্বর্গে গতি হয়, পুত্রের দ্বারা বংশবৃদ্ধি হয়, এবং পুত্রের দ্বারা যশ ও কীর্ত্তি সংস্থাপিত হয়; অতএব হে সুত! পুত্রোৎপাদন কর॥ ১০৯

পুত্রকে আত্মজ বলে অর্থাৎ আত্মা হইতে জাত বলিয়া উহাকে আত্মজ বলা হয়। প্রকৃতিগত জীবের পিতার সন্ধান নাই বলিয়া প্রকৃতিকেই সে পিতৃরূপে দেখে, সুতরাং দেহ হইতে দেহান্তর গতি হইয়া পূর্ব্বাশ্রিত দেহকে সে পিতা বলিয়া জানে, এবং উৎপন্ন দেহকে সে পুত্র বলিয়া ভাবিয়া থাকে। যিনি জড়জগৎ অতিক্রম করিয়া কূটস্থপদে বাস করিতেছেন, তিনি কূটস্থব্রহ্মকেই পিতৃরূপে দেখিতেছেন, কারণ তিনি নিম্নজগতের চর এবং অচর সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র উৎপাদক রূপে প্রত্যক্ষভাবে কূটস্থব্রহ্মকেই দেখিতেছেন। তিনি ব্রহ্মাংশসমুদ্ভূত বলিয়া কথিত হন, সুতরাং তাঁহারও স্বর্গে (অর্থাৎ অনন্তপদে) গতি হইয়া লয় হইবে, পরন্তু সে গতি কে করিবে?—শাস্ত্র বলিতেছেন, পুত্র করিবে। সে পুত্র কে? পিতার অংশজাত সৎপুত্ররূপ সাধক। ইঁহাকে সৎপুত্র বলা হয়—ইঁহার সৎস্বরূপ অক্ষরব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া ইঁহার নাম সৎপুত্র, এবং ইনিই পিতার (কূটস্থব্রহ্মের) উদ্ধার-সাধন করিয়া থাকেন। যথা—

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্রঃ ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥-ইতি

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড ৩য় অঃ।

অপিচ

সৎপুত্রং পরমং তীর্থং প্রাপ্য মুচ্যন্তি পূর্ব্বজাঃ।
পিতাপি ঋণমুক্তঃ স্যাজ্জাতে পুত্রে মহাত্মনি ॥—ইতি
পাদ্মে ভূমিখণ্ডঃ।

পরন্তু পিতার উদ্ধারসাধন কি করিয়া হয়?—পিতা পুত্রকে লইয়াই ত সংসারীভাবে ছিলেন, এক্ষণে পুত্র পিতৃদেহে আত্মসমর্পণ করিলে, পিতার আর সংসারে থাকিবার আবশ্যকতা হইতেছে না, সুতরাং পিতার উদ্ধার হইয়া স্বর্গে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গিয়া লয় হয় (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫ম প্রপাঠক দেখ)। সুতরাং ব্যাসদেবের জ্ঞানস্বরূপ নিজপুত্র শুকের সহিত বিচার হইতেছে যে, তুমি এবং আমি জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলে জগতের ইষ্ট কি করা হইল? তোমারও পুত্র হওয়া প্রয়োজন (অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ যে তুমি, তোমার সাহায্যে অন্য জনে জ্ঞান লাভ করিয়া সন্ততি বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ সাধকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা হইতেছে), এইরূপ সন্ততিবৃদ্ধি হইয়া জগতে যশঃ ও কীর্ত্তি স্থাপিত হইবে, এবং কীর্ত্তি স্থাপিত হইলে জীব অমর হইবে (কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি—মনু)। অতএব বলিতেছেন যে, হে, সুত! তুমি পুত্রোৎপাদন কর।

শুক উবাচ।

পুত্রেণ স্যাৎ যদা স্বর্গস্তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ।
যস্মিংশ্চ বহবঃ পুত্রা সোঽপি স্বর্গং গমিষ্যতি ॥১১০

শুকঃ উবাচ। যদা পুত্রেণ স্বর্গঃ স্যাৎ, তদা ধর্ম্মঃ নিরর্থকঃ (ভবেৎ), যস্মিন্ (পুরুষে) বহবঃ পুত্রাঃ (সন্তি) সোঽপি স্বর্গং গমিষ্যতি ॥১১০

শুক কহিলেন। পুত্রের দ্বারাই যদি স্বর্গ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম নিরর্থক হয় (অর্থাৎ বহু পুত্র বা পুত্ররূপে শিষ্য হইলে যদি স্বর্গে বা ব্রহ্মপদে গতি হয়) তাহা হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন বলিয়া সিদ্ধান্তীকৃত হয়, এবং যাহার বহু পুত্র বা শিষ্য আছে, তাহারও স্বর্গে গতি হইবে, ইহাই কি বুঝিতে হইবে? ॥ ১১০

নাগী গোধী তথা শুনী কচ্ছপী বহুপুত্রিকাঃ।
এতা যান্তি যদা স্বর্গং তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ॥ ১১১
দংষ্ট্রী নখী তথা মূষী লাঙ্গুলী বহুপুত্রিকাঃ।
এতা যান্তি যদা স্বর্গং তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ॥ ১১২

নাগী, গোধী, তথা শুনী, কচ্ছপী, দংষ্ট্রী, নখী তথা মূষা লাঙ্গুলা এতাঃ সর্ব্বে বহুপুত্রিকাঃ (বহুপুত্রযুক্তাঃ); যদা এতাঃ স্বর্গং যান্তি, তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ ভবেৎ)॥ ১১১।১১২

সর্পী, গোধিকা, কুক্কুরী, কচ্ছপী, দংষ্ট্রী, নখী, মূষিকা, লাঙ্গুলী, ইহাদেরও বহু পুত্র হয়, অতএব ইহাদেরও স্বর্গে গতি হইবে, সুতরাং ধর্ম্ম নিরর্থক হইবে॥ ১১১।১১২

ন স্বর্গং তাত পুত্রেণ ন যশো নৈব পৌরুষম্।
পুত্রোৎপত্তৌ চ নিয়তং লোকা যান্তি যমালয়ম্॥১১৩

হে তাত! পুত্রেণ ন স্বর্গং, ন যশঃ, নৈব পৌরুষং, লোকাঃ চ পুত্রোৎপত্তৌ নিয়তং যমালয়ং যান্তি॥ ১১৩

হে তাত! পুত্রের দ্বারা স্বর্গে গতি হয় না, এবং পুত্রোৎপাদনেও যশ বা পৌরুষ নাই, অপি তু পুত্রোৎপাদনে লোক সকল নিয়ত যমালয়ে গতিশীল হয়॥ ১১৩

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেমত জড়জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুত্রোৎপাদনের দ্বারা জীবের শরীরের ক্ষয় হইয়া, জীব মৃত্যুমুখে গতিশীল হয়, তদ্রূপভাবে সূক্ষ্মজগতেও সাধক কূটস্থপদে থাকিয়া বহুশিষ্যযুক্ত হইলে, উহা তাহার স্বর্গগমনের বাধা স্বরূপ হয়। স্বর্গে গতি একাকীই হয়, পরন্তু শিষ্যের প্রতি দয়াবশতঃ পশ্চাৎপদ হইলে, উহা স্বর্গগমনের বাধাস্বরূপ হয়। তদ্রূপ সন্ততি-বিস্তারে সাধকের যশঃ বা পৌরুষ নাই—জীবের একমাত্র ব্রহ্মই আত্মীয় এবং শিষ্যগণও ভিন্নজন বুঝিতে হইবে। বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যসঙ্গে সাধকের উদ্ধার নাই, উদ্ধার ব্রহ্মসঙ্গেই হইয়া থাকে। শিষ্যসঙ্গে অবস্থানে যশঃ নাই, পরন্তু আত্মবস্তু ব্রহ্ম যাঁহা হইতে উৎপত্তি, তাঁহাতে নিবৃত্তি হইলে সাধকের যশঃ আছে। সাধক প্রকৃতিগত হইয়া স্ত্রীভাব

(প্রকৃতিভাব) প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে পুরুষে গিয়া তাহার নিবৃত্তি হইলে, সে পৌরুষ প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তাহার স্ত্রীভাব ঘুচিয়া সে পুরুষাকার লাভ করিবে।

অশাশ্বতো গৃহারম্ভো দুঃখং সংসারবন্ধনম্।
জীবনোপরতা মূঢ়া বিমূঢ়া গৃহমেধিনঃ॥ ১১৪

গৃহারম্ভঃ অশাশ্বতঃ সংসারগৃহসম্বন্ধি যৎ কর্ম্ম তৎ অশাশ্বতং [অনিত্যং], অতএব তেন কর্ম্মণা কথং কীর্ত্তির্ভবেৎ, সংসারবন্ধনং দুঃখং (সংসারাসক্তিরেব বন্ধনস্য কারণং তদেব দুঃখং), জীবনোপরতাঃ (সংসারজীবনং রক্ষিতুং যত্নশীলাঃ পুরুষাঃ) মূঢ়াঃ, গৃহমেধিনঃ (সংসার-গৃহমেব সর্ব্বস্বং বিজানন্তঃ পুরুষাঃ) বিমূঢ়াঃ (বিশেষেণ মূঢ়াঃ)॥ ১১৪

সংসারে যাহা কিছু কর্ম্ম করা হয় তাহা অনিত্যগুণযুক্ত, সুতরাং তদ্দ্বারা কীর্ত্তি কি প্রকারে স্থাপিত হইবে, সংসারে আসক্তিই হইতেছে বন্ধনের হেতু, এবং বন্ধনই হইতেছে দুঃখের কারণ; যাহারা এই সংসারজীবন রক্ষার জন্য ব্যস্ত, তাহারা মূঢ়; এবং এইরূপ সংসার-গৃহকে যাহারা সর্ব্বস্ব বলিয়া ভাবিয়া থাকে, তাহারা বিশেষভাবে মূঢ়॥ ১১৪

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনম্।
মানুষ্যং জলবিন্দুলোলচপলং ফেনোপমং জীবনম্॥ ১১৫

অর্থাঃ (ইন্দ্রিয়বিষয়রূপাঃ) পাদরজোপমাঃ, যৌবনং গিরিনদী-বেগোপমং, মানুষ্যং জলবিন্দুলোলচপলং, জীবনং ফেনোপমম্॥ ১১৫

অর্থ সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়সকল যাহা জীবের অর্থের জন্য অর্থাৎ সম্ভোগার্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাদের অসার পদধূলির মত বুঝিতে হইবে; গিরিনিঃসৃত নদী বেগে ধাবমান হইলেও, সমুদ্রে গিয়া উহার বেগবল নিবারিত হয়, তদ্রূপ ভাবে যৌবনেরও বেগবল বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়া নিবারিত হয়, এই দেহসম্পর্কেই জীবের মানুষভাব, পরন্তু দেহ ক্ষণস্থায়ী, উহা যেন জলবিম্বের মত সমুদ্র সলিলে চপলভাবে ভাসিতেছে, এবং অচিরে উহা সমুদ্র সলিলে মিশাইবে; জীবনও ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ যতক্ষণ দেহের সত্তা ততক্ষণের জন্যই জীবনের সত্তা রক্ষিত হইয়া থাকে,

উহাও সমুদ্রফেন সদৃশ এবং যেমত ফেন ক্ষণেকের জন্য উদয় হইয়া পরক্ষণেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপভাবে জীবনেরও গতি হইয়া থাকে—অচিরে উহা মোহসমুদ্রে বিলয় প্রাপ্ত হয়॥ ১১৫

ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনম্।
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে॥ ১১৬

যঃ (জনঃ) নিশ্চলমতিঃ (সন্) স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং ধর্ম্ম ন করোতি (সঃ) পশ্চাত্তাপহতঃ জরাপরিগতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে॥ ১১৬

অনন্তাকাশে সৃষ্ট জগৎ ভাসিতেছে; সৃষ্টি চঞ্চলভাবসম্পন্ন যে, ব্যক্তি এই সৃষ্টিমধ্যে বিচরণ করে, তাহার একভাব হইতে ভাবান্তরে, দেহ হইতে দেহান্তরে গতি হইয়া সে নিয়ত জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া কালাতিপাত করে; কূটস্থপদ যাহাকে সে স্বর্গলোক বলিয়া জানে, সেখানেও তাহার স্থান হয় না, এব সেখান হইতে স্খলিতপদ হইয়া তাহাকে নিম্নজগতে আসিতে হয়, এবং যাতায়াতরূপ গতির বশবর্ত্তী হইতে হয় (গীতা ৯ম অঃ, ২০, ২১ শ্লোক দেখ)। এতাদৃশ দুঃখ এড়াইবার জন্য জীবকে নিশ্চলমতি হইয়া ধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে, এবং যাঁহাকে ধরিয়া জীব নিশ্চলভাবে থাকিতে পারিবে, তাঁহাকেই ধর্ম্ম বলা হয়,—তিনিই অনন্তরূপী শূন্যব্রহ্ম। স্বর্গের অর্গলস্বরূপ হইতেছে চপলতা, এবং এই অর্গলের উদ্ঘাটক হইতেছেন ধর্ম্ম, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের আশ্রয় না লইয়া অধর্ম্মরূপ চাপল্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে তাপযুক্ত হয়, এবং জরাক্রান্ত হইয়া শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া থাকে (অর্থাৎ দেহ হইতেছে তাহার অবলম্বন, দেহ জরাগ্রস্ত হয়, এবং তৎসম্পর্কে জরাভিভূত হইয়া সে শোক-সন্তপ্ত হয়]॥ ১১৬

আদিত্যস্য গতাগতেরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতম্।
ব্যাপারৈর্বহুকার্য্যকারণশতৈঃ কালোঽপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্টা জন্ম-জরা-বিয়োগমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে।
পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ॥ ১১৭

আদিত্যস্য গতাগতৈঃ অহরহঃ জীবিতং সংক্ষীয়তে, বহুকার্য্যকারণশতৈঃ ব্যাপারৈঃ কালোঽপি ন জ্ঞায়তে (লোকৈঃ ইতি শেষঃ) জন্মজরাবিয়োগমরণং দৃষ্ট্বা ত্রাসশ্চ ন উৎপদ্যতে (উপজায়তে), (অপি চ) মোহময়ীং প্রমোদমদিরাং পীত্বা জগৎ উন্মত্তভূতম্॥ ১১৭

জীব কালবশে, সেই কালের কার্য্য কি ?—সে অহরহঃ সূর্য্যস্বরূপ কূটস্থদেবকে জীবদৃষ্টি হইতে পৃথক্ করিয়া জীবকে মৃত্যুস্বরূপ অন্ধকার মধ্যে গতি করাইয়া, তাহার জীবিত-কালের ক্ষয়সাধন করিতেছে; পরিশেষে কূটস্থদেব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে মৃত্যুমুখে লইয়া যাইতেছে (গীতা ২য় অঃ, ৬৩ শ্লোক দেখ)। কালের এতাদৃশ ব্যবহার জীব বুঝিতে পারে না, এবং বুঝিবার জন্য সে অবসরও পায় না, কারণ সে শত শত কার্য্যকারণে ব্যাপৃত থাকে (মোহদৃষ্টির দ্বারা কার্য্য করিবার কারণ হয়, এবং কারণ-ফলে কার্য্য হয়)। এইরূপ অনবরত কার্য্যে প্রসক্তি থাকা হেতু, সে কালের ব্যবহার বুঝিতে পারে না, এবং কালের অধীন হইয়া তাহাকে জন্ম-জরা-বিয়োগ-মরণের বশীভূত হইতে হয়, তজ্জন্য তাহার মনোমধ্যে ত্রাস হইয়া প্রতীকারের চেষ্টাও হয় না,—জাগতিক সকল জীব এইভাবে মোহময়ী প্রমোদমদিরা পান করিয়া উন্মত্তভাবে রহিয়াছে॥ ১১৭

প্রমোদমদিরা—জগতের সুখেচ্ছা যাহা মত্ততা আনয়ন করে।

অজ্ঞানেনাবৃতা লোকা মোহেনাপি বশীকৃতাঃ।
সংযোগৈর্ব্বহুভির্বদ্ধাস্তে প্রয়ান্ত্যধমাং গতিম্॥ ১১৮

মোহেনাপি বশীকৃতাঃ লোকাঃ অজ্ঞানেনাবৃতাঃ, তে বহুভিঃ সংযোগৈঃ বদ্ধাঃ, (সন্তঃ) অধমাং গতিং প্রযান্তি॥ ১১৮

এইভাবে জীব মোহবশে থাকিয়া অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, এবং জগৎ সংসারের বহুসংযোগে বদ্ধ হইয়া, অধমা-গতি প্রাপ্ত হয়॥ ১১৮

একস্য নহি জাতস্য শতজন্মনি বিভ্রমঃ।
শতজন্মকৃতং পাপং শুধ্যত্যেকেন জন্মনা॥ ১১৯

একস্য জাতস্য বিভ্রমঃ শতজন্মনি হি ন শুধ্যতি, (পরন্তু) শতজন্মকৃতং পাপং একেন জন্মনা শুধ্যতি॥ ১১৯

মোহলব্ধ এক জন্মের বিভ্রম শতজন্মেও যায় না, পরন্তু ধর্ম্মাবলম্বনে শতজন্মের তাদৃশ বিভ্রমজনিত সঞ্চিত পাপ এক জন্মেই দূরীভূত হয়। ১১৯

ব্যাস উবাচ।

মনোরথশতৈর্বৎস চিন্তিতং শ্রেষ্ঠবুদ্ধিনা।
আশপাশনিবদ্ধেন সন্ততির্মে ভবিষ্যতি॥ ১২০

হে বৎস! আশাপাশনিবদ্ধেন শ্রেষ্ঠবুদ্ধিনা মনোরথশতৈঃ ময়া মে সন্ততিঃ ভবিষ্যতি (ইতি) চিন্তিতম্॥ ১২০

আশা-পাশে বদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠবুদ্ধিযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ সুযুক্তির দ্বারা মীমাংসিত) মনোমধ্যে বহু মনোরথ পোষণ করিয়াছিলাম যে, তুমি আমার সন্ততি রক্ষা করিবে॥ ১২০

বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানবলে আমি জগতে ধর্ম্মের প্রচার করিয়া বহু জ্ঞানীর সৃষ্টি করিয়া জগৎকে ধর্ম্মজগতে পরিণত করিব।

শুক উবাচ।

সংসারা বিবিধা ঘোরা ময়া দৃষ্টাঃ সহস্রশঃ।
এক এবম্বিধো যোগো যষ্টব্যো নিশ্চলীকৃতঃ॥ ১২১

শুকঃ উবাচ। সংসারাঃ বিবিধাঃ ঘোরাঃ (সংসারাঃ বিবিধবিভ্রম-সমন্বিতাঃ) (ইতি) ময়া সহস্রশঃ (সহস্রভাবেন) দৃষ্টাঃ, (তদ্ধেতোঃ) একঃ এবম্বিধঃ নিশ্চলীকৃতঃ যোগঃ যষ্টব্যঃ (ইতি ময়া নির্ণীতম্)। ১২১

শুক কহিলেন। জগৎ সংসারে জীবসকল বিবিধ সংসারে নিপতিত আছে, ইহা আমি সহস্রপ্রকারে বুঝিয়াছি (অর্থাৎ সেখানে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে, এবং সংসারের ঘোরভাব নিবারণেরও উপায় নাই, সুতরাং এতাদৃশ ঘোরভাব মধ্যে থাকিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেছেন না), সে কারণ সেই ঘোর-সঙ্গ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য এই একমাত্র উপায় নিশ্চল ব্রহ্মযোগে অবস্থিতি বিষয়ে আমি স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছি॥ ১২১

এবং নিরাকৃতো ব্যাসঃ শুকেনাপি মহাত্মনা।
মোহবাতং পরিত্যজ্য গতো ব্রহ্মালয়ং ততঃ॥ ১২২

মহাত্মনা শুকেন এবং নিরাকৃতঃ ব্যাসঃ অপি মোহবাতং পরিত্যজ্য ততঃ (তদনন্তরং) ব্রহ্মালয়ং গতঃ॥ ১২২

মহাত্মা শুকের দ্বারা এইভাবে নিরাকৃত হইয়া, ব্যাসদেব ও মোহ-বায়ু পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মালয়ে চলিয়া গেলেন॥ ১২২

সাধু ভাবিতেছেন যে, জগৎসংসার ধর্ম্মময় করিব, পরন্তু জ্ঞানসাহায্যে শ্রেষ্ঠবুদ্ধির দ্বারা নিষ্পাদিত হইল যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম লইয়া সংসার গঠিত হইয়াছে—অধর্ম্ম ধ্বংসমুখে চলিতেছে, এবং ধর্ম্ম বাধা দিয়া অধর্ম্মকে সেই গতি হইতে রক্ষা করিতেছেন। ইহাই সৃষ্টির পদ্ধতি, এবং দেবগণ সৃষ্টির রক্ষার জন্যই নিযুক্ত আছেন, পরন্তু কদাপি নাশের জন্য নহে (ন দেবাঃ সৃষ্টিনাশকাঃ)। সম্যক্ প্রকারে গমনশীল বলিয়াই ইহার নাম সংসার, পরন্তু গমনশীল হইয়া ইহা কোথায় যাইতেছে : নষ্ট হইবার জন্য ধ্বংসমুখে ইহার নিয়ত গতি হইয়া থাকে, এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে হইতেছে ইহাকে ধ্বংসমুখ হইতে সদাই রক্ষা করা, সে কারণ অধর্ম্মের প্রাদুর্ভূতি হইলে ভগবান ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সাধু-হৃদয়ে যুগে যুগে আবির্ভাব হইয়া থাকেন (গীতা ৪র্থ অঃ, ৮ম শ্লোক দেখ)। তদ্রূপ আবির্ভাব অধর্ম্মনাশের দ্বারা সৃষ্টি নাশ করিবার উদ্দেশ্যে হয় না, পরন্তু ধর্ম্মউচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প দুষ্কৃতিশালী ব্যক্তিগণের দর্প খর্ব্ব করিয়া সাধু-সংরক্ষণের জন্য তাঁহার আবির্ভাব হয়। অধর্ম্মের প্রাদুর্ভূতি কি ভাবে হয় ?—অধর্ম্ম রাক্ষসরূপে জীবমধ্যে প্রবেশ করে। রাক্ষস কি করে ?—রাক্ষস আত্মভক্ষণ করে; রাক্ষস আত্মস্বরূপ পুরুষকে ভক্ষণ করিয়া প্রকৃতিগর্ভে প্রবেশ করাইয়া লুকাইয়া রাখে; রাক্ষস বহুরূপ ধারণ করে, এবং অধর্ম্মের রূপ ধারণ করিয়া জীবকে মুগ্ধ করিয়া অধর্ম্মের পথে আনয়ন করে। প্রবঞ্চনা ও ছলনা তাহার নীতি, তদ্রূপ নীতি অবলম্বনে প্রচারকভাবে জগতে তাহার গতি হয়, এবং ধর্ম্মের ভাণে অধর্ম্মেরই প্রচারকার্য্য সমাধা করে। ক্রমশঃ সে ধর্ম্মের অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করে, এবং ধর্ম্মকে গৌণভাবে রাখিয়া মুখ্য-ভাবে অধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হয়। এতাদৃশ রাক্ষস-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রথমে ভগবান দ্রষ্টব্য পুরুষ বলিয়া জীবের নিকট ভাণ করিয়া থাকে, এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধকার দেখিতেছে, এবং ভগবান তাহাদের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে বলিয়া জীবগণের নিকট

বাহ্যভাবে প্রকাশ করিতেছে। অন্য জীবও চক্ষু মুদিয়া তদ্রূপ কার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, পরন্তু ভগবান প্রত্যক্ষ না হওয়ায় তাহারা রাক্ষস চরিত্রের প্রতি অবিশ্বাসী হইলে, রাক্ষসগণ তখন তাহাদের বুঝায় যে ভগবানের প্রকাশ দুঃস্থ-হৃদয়ে আছে, যে হেতু তাহাদের দেখিয়া স্বাভাবিকভাবে জীব হৃদয়ে সহানুভূতির উদয় হয়, অতএব উহারা দরিদ্র-নারায়ণরূপ ভগবান, সে কারণ কানা, খোঁড়া, কুঠে প্রভৃতি দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় তাহারা নিযুক্ত থাকে, এবং এইরূপ কার্য্যের দ্বারাই তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব জগৎকে বুঝাইয়া থাকে। আবার শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ইহাও তাহারা বলে যে 'উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বককম্', সুতরাং 'অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্', সে কারণ তাহারা সকলকে উদারভাব-সম্পন্ন হইতে উপদেশ দিয়া থাকে, এবং উদারতা প্রতিষ্ঠার জন্য সব জাতিকে হীনভাবে এক করিতে চায়, এবং বলে যে আজ হিন্দুরা যদি গোমাংস ভক্ষণ করিত, তাহা হইলে মুসলমানদের পঙক্তিভুক্ত হইয়া দলপুষ্ট হইতে পারিত, তখন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা জগতে সম্যক্‌ভাবে হইত। এইভাবে ক্রমশঃ ধর্ম্মকে অধর্ম্মের পদতলে রাখিয়া তাহাদের অধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। অধর্ম্মের প্রাদুর্ভূতি করিতে গেলে কি করিতে হয়?—প্রকৃতিকে প্রধানা করিয়া পুরুষকে তদধীনে রাখিতে হয়। সুতরাং এক্ষণে তাহাদের ব্যবস্থা হইতেছে যে, মঠ-প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্ত্রী-পুরুষকে একত্রবাসে থাকিতে হইবে, বিবাহ-পদ্ধতি উঠাইয়া দেওয়া হউক, স্ত্রী পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইবে না, উহা পুরাকালের মুনি ঋষিদের কথা, আমরা এক্ষণে মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন হইয়াছি, আমরা স্ত্রীকে প্রধানা করিয়া পুরুষকে তাহার সেবায় (courtship এ) নিযুক্ত রাখিব। এইরূপ করিতে পারিলেই, জগতে অধর্ম্মের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা হইবে; পরিশেষে ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট পরিচয় ঘুচাইয়া, সকল বর্ণ এক করিয়া, সকলকে ব্রাহ্মণ আখ্যা দিয়া, মুড়ি মিছরীর এক মূল্য করিয়া, অধর্ম্মের বংশধর কলির রাজত্ব জগতে স্থাপন করিবার অধর্ম্মসেবক রাক্ষসগণের বিশেষ চেষ্টা হইয়া থাকে।

ইহাই হইল অধর্ম্মজনিত মোহবাত। সে কারণ শুকদেবের উক্তি হইতেছে যে, এইরূপ মোহবাতের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জগতের হিতার্থে ইচ্ছা, ইহাও মোহবাত-সমুদ্ভূত ইচ্ছা। জগতে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভূতি

ভগবানই নিবারণ করিয়া থাকেন, তখন বিপ্লবাদি বহু বিপত্তি স্বাভাবিকভাবে জগতে আপনিই উৎপন্ন হয়, এবং ধর্ম্মসংরক্ষণের জন্য সাধুহৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তিনি ধর্ম্মরক্ষা করিবেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অধর্ম্মের উচ্ছেদের জন্য জগতে সাধুর আবির্ভাব হয় না, অধার্ম্মিক জীব অধর্ম্মের সেবক হয় তাহাতে তিনি বাধা দেন না, পরন্তু সাধুজন ধর্ম্মার্থীর সাহায্য মাত্র করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্যাসদেব এক্ষণে নিজ কর্ত্তব্য বুঝিলেন, এবং মোহবাত পরিত্যাগ করিয়া, জগতের অধিকার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, তিনি ব্রহ্মালয়ে গিয়া নিজ উদ্ধার-সাধন করিলেন—ব্রহ্মাংশ ব্রহ্মে গিয়া মিশিল, 'ন চ পূর্ণঃ ন চাংশকঃ' এই কথার সারবত্তা প্রতিপাদিত হইল—ঈশোপনিষৎ শান্তিপাঠ দেখ।

যঃ পঠেৎ সুশুচির্ভূত্বা সদা শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১২৩

সুশুচিঃ ভূত্বা সদা শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ যঃ (ইমং শুকব্যাসসম্বাদং) পঠেৎ, সঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ মুচ্যতে, (সঃ) পরমাং গতিং যাতি॥ ১২৩

ইতি যোগোপনিষৎসংহিতায়াং শুকব্যাসোত্তরসহিতরম্ভায়াঃ সংবাদ-প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ।

যে ব্যক্তি সুশুচি হইয়া (কূটস্থপদে অর্থাৎ বুদ্ধিস্থানে থাকিয়া কার্য্য হইলে শুচিভাবে কার্য্য হয়) এবং শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া (শ্রদ্ধাবিবর্জ্জিত হইলে বুদ্ধিস্থানে থাকা সম্ভব হয় না) এই উপনিষৎ পাঠ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন এবং (মোহবাত ত্যাগ করিয়া) পরমা গতি লাভ করেন॥ ১২৩

ইতি যোগোপনিষৎ সমাপ্তা

পরিশিষ্ট।

পাপী জীবের পক্ষে ভগবান অদৃশ্য বস্তু, বলিয়া, তদীয় উপাসনা যথাবিধি হয় না। জীব কি দেখিতেছে?—দেখিতেছে বাহ্যভাবে তাহার ইন্দ্রিয়াদিসংযুক্ত নিজ অস্তিত্ব এবং সম্মুখে ভোগ্যবস্তু ইন্দ্রিয় বিষয়। ইন্দ্রিয়বস্তু সুখদাতা বলিয়া তাহায় ভালবাসিবার বস্তু হইয়াছে, পরন্তু অনিত্য বলিয়া তাহার দুঃখের হেতু হয়, সে কারণ সে ভাবিয়া থাকে, বুঝি নিত্যভাবে কোন বস্তু নিশ্চয় থাকিবে, যিনি তাদৃশ অনিত্য বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। সে বস্তু কি আকারে হইতে পারে, ইহাই হইতেছে তাহার তৎক্ষণের বিবেচ্য বিষয়। সে ভাবিতেছে বুঝি তিনি মানুষাকারে হইবেন, কারণ মানুষকেই সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া জানে, সুতরাং জীবের মানুষাকার ভগবানের পূজা হয়। আবার জীব দেখিতেছে যে, দেহসম্পন্ন মানুষও অনিত্য বস্তু, কারণ দেহ অভাবে তাহারও অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং সে ভাবিতেছে যে, যে বস্তু দেহকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে উহাই নিত্যবস্তু হইবে, এবং উহাই দেহের ও সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইবে। তদ্রূপ বস্তুর জীব নাম দিল প্রাণ, পরন্তু প্রাণও অদৃশ্য বস্তু, তাদৃশ অদৃশ্য বস্তুর অনুসন্ধানে সে চলিয়াছে, পরন্তু যাহা দৃষ্টির অগোচর তাহাকে সে দেখে কি করিয়া? সে কারণ তাহার সদ্গুরুর নিকট গতি হইল, এবং গুরু তাহার অন্তরমধ্যে ভগবানের রূপ দেখাইয়া দিলেন। পরন্তু যাঁহার রূপ তাঁহার দর্শন ত ইহার দ্বারা হইল না, ইহা ভগবানের বাহ্য-রূপমাত্র, উহার অভ্যন্তরে তাঁহার বিশেষভাবে স্থিতি আছে, ইহাও জীব বুঝিল, সে কারণ প্রকাশিত রূপমধ্যে মনোনিবেশের দ্বারা তাহার ভগবৎস্বরূপের অনুসন্ধান

হইতেছে। ঈদৃশ কার্য্যে ভগবদ্রূপে একান্তস্থিতির দ্বারা সে স্বীয় জড়দেহ ছাড়িল, এক্ষণে ভগবদ্দেহই তাহার দেহ হইয়াছে; পরন্তু ভগবদ্দেহও তাহাকে ছাড়িতে হইবে, কারণ ভগবানের বাহ্যরূপ বা গুণ ত তাহার স্বসত্তা হইতে পারে না; সে কারণ জ্ঞানস্বরূপ শুক-দেবের বেদব্যাসরূপ মনের প্রতি উক্তি হইতেছে যে, দেহ ক্ষণস্থায়ী এবং উহাকে ছাড়িয়া জীবের অনন্তপদে গতি হইয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরব্রহ্মে মিশিলে জীবের উদ্ধার হয়, নচেৎ অনিত্য অবলম্বনে যাতায়াতরূপ কষ্টে তাহাকে নিযুক্ত থাকিতে হয় (গীতা ৯ম অঃ, ২০।২১ শ্লোক এবং ১৫অঃ, ৫ম শ্লোক)। ইহাই বহিঃ হইবে ও অন্তঃ সাধন সম্বন্ধে সংক্ষেপে উক্ত হইল।

যন্ত্রস্থ পুস্তকের তালিকা

১। পাতঞ্জল-দর্শন।

২। অল্লোপনিষদ্।

A FEW OPINIONS ABOUT 'GOSPEL OF ST. JOHN' AND 'PHARMACOPŒA OF LIFE.'

Most Rev. Randall Thomas Davidson D.D., D.C.L., L.L.D etc. Archbishop of Canterbury, 18th July 1927.	His Grace, the Archbishop of Canterbury always remembers what the great Bishop Westcott used to say thirty years ago, that we should never understand St. John properly, until it was interpreted to us by India.
Most Rev. John Allen Fitzgerald Gregg M.A., D.D., M.R.I.A.etc. Archbishop of Dublin, 29th July 1927.	It is a matter of intense interest to observe the impact of this wonderful book on the Indian mind. Some of the greatest Christians have owed their spiritual life to this Gospel, and I understand that its appeal to the East is just as strong.
Most Rev. Cosmo Gordon Lang D.D., D.C.L., L.L.D., D. Litt. Archbishop of York, 12th October 1927.	His Grace only hopes that your book may open the minds of faithful people in India to the treasures of truth that are waiting for them in the teaching of the Gospel of St. John.
Rev. Robert Henry Charles, M.A., D. Litt., D.D., L.L.D.,F.B.A. etc. Archdeacon of Westminster, 22nd Aug. 1927.	I could not undertake to cirticise the book. You must deliver your message as you receive it. It would appeal to large multitudes to whom my writings would make no appe May the blessing of Christ be with you to guide you into All Truth.
The Very Rev. Professor George Milligan, D. D., D.C.L. The University, Glasgow, 12th July 1927.	The book, 'Gospel of St. John' must have cost you much labour, and I hope you will be rewarded by the reception which the Book meets with.

Viscount Haldane of Cloan (Lord Chancellor). 25th Decr. 1927. — I have examined your book 'Gospel of St. John' carefully and found it very interesting.

The Forward, 10th July 1927 — The publication of the book "Gospel of St. John" brings a new phenomenon to sight. The book has a compromising influence on the hearts of men, it refutes the spirit of sectarianism and speaks of the principles of religion, the same for all as prescribed in the books of the world, known as scriptural writings. The esoteric view disclosed by the interpretations of the verses, is supported by arguments which are distinctly arresting. Theists, atheists, scientists and philosophers may alike profit by its reading, and the book goes to show how our wordly life should be properly conducted to have an entrance into the spiritual world. The book shows the way to peace felt in the heart within, and in our surroundings outside.

The book deals much with miracles, that they are not concerned with the wonders done of the external world, but they are expressive of exceptional parts that would lead a man from the scope of the world to that of a spiritual existence.

In his attempt to reveal the secrets of truth the author is doing a great and noble service to the world of the present time, in its mystic condition.

The Amrita Bazar Patrika, 10th July 1927 — The author has brought to light, the many lofty ideas contained in the Gospel, all what concerns the most vital problems of life. The special feature of the whole writing is a succesful attempt on the part of the author to give a compromising effect to the principles of the different scriptures, and prove them to be the same for all.

Pharmacopœa of Life.

Jagatguru Mahamahopadhyaya Professor Pandit Ganesh Datta Shastri, Vidyalankara etc.,

Srijut Hari Mohan Banerjee is a noted author and thinker. I have examined the fruits of his labour presented in his various works ; viz, 'Pharmacopœa of life,' 'Science of Living', 'Journey of Life', and 'Peace' which are learned and luminous contributions to the study of the subject. I admire the author's simplicity of the wording, and skill in making such an abstruse subject so highly interesting, fascinating and instructive. In fact his works form an 'Encyclopœdia of Life' that should be owned by every literate person throughout the entire zone of civilization. The truth he has revealed for the enlightenment and welfare of humanity, concerning the most vital problems in life, is marked by a deep and rare scholarship.

In writing and publishing the 'Pharmacopœa of Life', and other books, he is rendering humanity a great and noble service ; and I believe he will continue to be the instrument of untold and lasting benefit to mankind.

Fridjof Nansen G.C.V.O, D. Sc., D.C.L., Ph. D., F.R.G.S. Nobel Prize winner.

I have been very interested to see the 'Pharmacopœa of Life'. I would recommend the book to be sent to the Nobel Institutes of 'Peace and Literature'.